বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

নিঠুর আলাস্কা

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

নিঠুর আলাস্কা

কাজী মায়মুর হোসেন

দুর্ধর্ষ গানম্যান কার্ল জন্সটন। ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে কয়েকবার খুন হতে হলো ওকে। তারপর সুন্দরী অভিনেত্রী জেন স্টোনের একটা কাজ নিয়ে গেল ও নিঠুর আলাস্কায়। বাধ্য হয়েই সঙ্গে জেন স্টোনকেও নিতে হলো। খুঁজে বের করতে হবে ডিউই লেন নামের এক লোককে। না পেলে প্রমাণ করতে হবে সে মারা গেছে। যার কাছেই ডিউই লেনের খোঁজ জানতে চাইল কার্ল, সে-ই মেরে ফেলতে চাইল ওকে।

কে এই রহস্যময় ডিউই লেন?

আস্তে আস্তে উন্মোচিত হচ্ছে রহস্যের জাল। সার্কেল সিটিতে আস্তানা গেড়েছে পশ্চিমের সবচেয়ে শক্ত আউট-লরা। মেয়েমানুষের দখল নিয়ে শুরু হলো মরণপণ লড়াই। একসময় শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ধু-ধু বরফের মাঠে কার্লকে প্রায় খালি গায়ে ছেড়ে দেয়া হলো ঝড়ের ভেতর। তাপমাত্রা শূন্যের পনেরো ডিগ্রী নিচে। এখন? কিভাবে বেলাকে বাঁচাবে ও, যখন নিজেই মরতে বসেছে? সার্কেল সিটি দখল করতে না পারলে চক্রান্তের জাল ছিন্ন করা অসম্ভব।

শুরু হলো পশ্চিমের ইতিহাসে ভয়ঙ্করতম লড়াই।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

নিঠুর আলাস্কা

কাজী মায়মুর হোসেন

BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8204-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

NITHUR ALASKA
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

ঊনত্রিশ টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

নিঠুর আলাস্কা

ওয়েস্টার্ন

নিঠুর আলাস্কা

কাজী মায়মুর হোসেন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফ :** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু, **সুস্ময় আচার্য সুমন:** অপবাদ।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

বার কাউন্টারে কনুই ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুর্ধর্ষ গানম্যান কার্ল জন্সটন, সতর্ক। ঠোঁটে ঝুলছে সিগার, এঁকেবেঁকে ধোঁয়া বের হচ্ছে ওটা থেকে।

সুদেহী সুদর্শন লোকটা সেলুনের ব্যাট উইং দরজা ঠেলে ঢুকতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল কার্ল।

আগন্তুক কার্ল জনস্টনের সমানই হবে দৈর্ঘ্যে। মাথায় দুধ সাদা স্টেটসন, পরনে চেক শার্ট আর পনি স্কিনের ভেস্ট, চেক প্যান্টের ওপর চামড়া দিয়ে তৈরি দামী চ্যাপ্‌স্‌। দুটো হোলস্টার ঝুলছে তার দু' উরুতে। উরুর সঙ্গে চামড়ার ফিতে দিয়ে নিচু করে বাঁধা ·৪৫ সিক্সগানগুলোর মুক্তোখচিত বাঁট বেরিয়ে আছে। কোমরে কার্ট্রিজ বেল্ট, চকচক করছে তাজা গুলির খোল।

এক নজরেই বোঝা যায় সচ্ছল র‍্যাঞ্চার সে।

জনস্টনের ওপর চোখ পড়তেই দরজার কাছে আচমকা থেমে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার, ঠোঁট বেঁকে গেল, বিড়বিড় করে বলল কি যেন, তারপরই হাত দুটো তার ছোবল মারল হোলস্টারের ওপর।

অস্ত্রের দিকে জন্সটনও হাত বাড়িয়েছে। ঝাপসা দেখাল হাতটা।

বুম! বুম! দু'বার গর্জে উঠল আগন্তুকের অস্ত্র দুটো। তখনও সিক্সগান বের করতে পারেনি জন্সটন, দু'হাতে বুক খামচে ধরল তারপর আস্তে করে পড়ে গেল কাত হয়ে, নড়ছে না।

ফুঁ দিয়ে অস্ত্রের নলের মুখ থেকে ধোঁয়া ওড়াল আগন্তুক, ঝুঁকে দেখল ওকে।

করতালির আওয়াজ হলো। উচ্ছ্বসিত স্বরে প্রশংসা জানানো হচ্ছে।

ঝপ করে নামল পর্দা। নাটক এখানেই শেষ। নায়ক এবার ফিরে যাবে স্ত্রীকে নিয়ে, বাকি জীবন সুখে কাটাবে।

বিরক্ত চেহারায় আস্তে ধীরে উঠে দাঁড়াল কার্ল, দু'হাতে কাপড় থেকে সডাস্ট ঝাড়ল, ভাল করে গুঁজে নিল সিক্সগানটা। যে ওকে গুলি করেছে সে-ও তার অস্ত্র হোলস্টারে গুঁজল, হাসল কার্লের দিকে তাকিয়ে। 'দারুণ দেখিয়েছ! মনে হলো সত্যি গুলি খেয়েছ!'

আস্তে করে মাথা নাড়ল কার্ল। 'মোটেই না। যদি সত্যি ·৪৫-এর দুটো বুলেট বুকে লাগত তাহলে ছিটকে পাঁচ-সাত হাত পেছনে গিয়ে পড়তে হতো।'

চমৎকার পোশাক পরা লোকটার দু'চোখ বিস্ফারিত হলো। 'সত্যি? জানলে কি করে তুমি?'

'ঘটতে দেখেছি,' শান্ত স্বরে বলল কার্ল, চুরুটটা শেষ হয়ে গেছে, বুক পকেট থেকে আরেকটা বের করে ধরাল, তাকাল ডিরেক্টরের দিকে। 'তাহলে আমার পার্ট শেষ?'

ডিরেক্টরের নাম আইভান। ঘনঘন মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল সে। 'না, না, কার্ল, আগামী সপ্তাহে আমাদের নতুন নাটক মঞ্চস্থ হবে, তোমার চেহারাটা কাজে লাগবে ওই নাটকে। আমি তোমাকে পুরো সপ্তাহের মজুরি দেব।' নায়কের দিকে তাকাল। 'কার্ল দারুণ দেখিয়েছে না, রয়?'

'নিশ্চয়ই,' সায় দিল নায়ক। দু'বছর আগেও লস অ্যাঞ্জেলসের একটা ব্যাঙ্কে ক্লার্ক ছিল সে, এখন তার নাম আর চেহারা শত শত দর্শকদের টেনে আনে থিয়েটারে। 'ওই নাটকে কার্লের সঙ্গে আমার জমবে ভাল। তাছাড়া ওর কাছ থেকে অনেক কিছু

শেখারও আছে। এখনও আমি আঙুলে সিক্সগান ঘুরিয়ে হঠাৎ গুলি করাটা শিখে উঠতে পারিনি। ওটাও শিখতে হবে। দরকার হলে নিজের পকেট থেকে কার্লকে বেতন দিতেও আপত্তি নেই আমার। সিক্সগান ঘুরানোটা পরের নাটকে দুর্দান্ত একটা সীন হবে।'

গলা থেকে রুমাল খুলতে খুলতে আস্তে করে মাথা নাড়ল কার্ল, ডিরেক্টরের দিকে তাকাল। 'অভিনয়ের পয়সাটা দিয়ে দাও, নিজের পথ ধরব আমি। নাটকফাটক করা আমার পোষাবে না।' নায়ককে বলল, 'তবে যাওয়ার আগে তোমাকে আমি অস্ত্র ঘুরানোর কৌশলটা শিখিয়ে দিয়ে যাব। আধঘণ্টার বেশি লাগবে না শেখাতে। তবে, রয়, সিক্সগানে তাজা বুলেট থাকলে ভুলেও এই কৌশল করার চেষ্টা কোরো না।' ঝুঁকে নায়কের হোলস্টার থেকে মুক্তোখচিত সিক্সগান দুটো বের করে নিল সে, হঠাৎ করেই বিদ্যুদ্বেগে ঘোরাতে শুরু করল। ঝাপসা দেখাল অস্ত্র দুটো। চার চার আটটা ফাঁকা গুলি আছে সিক্সগান দুটোয়। আটটা গুলির আওয়াজ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। ঝট করে সামনে বাড়ল কার্ল, নায়কের হোলস্টারে সিক্সগান দুটো ভরে রাখল। ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে স্টেজ। হাঁ করে ওকে দেখছে উপস্থিত সবাই।

আগে সংবিৎ ফিরে পেল ডিরেক্টর। 'কার্ল, পরের নাটকটায় থাকো, সপ্তাহে একশো ডলার করে পাবে। কথা দিচ্ছি তার পরের নাটকটাতে তোমাকে হিরোর পার্ট দেব। লোকে যদি খায় তাহলে বিরাট বড়লোক হয়ে যেতে বেশিদিন সময় লাগবে না তোমার।'

হাসল কার্ল জন্সটন। জীবনে অনেক কিছুই হয়েছে সে। সৈন্য, কাউবয়, অয়েলফিল্ড বাউন্সার, জুয়াড়ী, কাঠুরে—একবার অর্থাভাবে পড়ে এক পতিতালয়ের পাহারাদারের কাজও নিয়েছিল, কিন্তু কোনদিন ভাবেনি শেষ পর্যন্ত নাটকে নামবে। নিজেকে নায়ক ভাবতে গিয়ে অবাক লাগল ওর। মেকি জিনিস সবসময়েই ওর অপছন্দ। মাথা নাড়ল আস্তে করে, বলল, 'না, মিস্টার আইভান,

টাকা দিয়ে দাও, নিজের পথ ধরব আমি। আমাকে দিয়ে নাটক হবে না।'

'কোথায় যাবে?'

'মেক্সিকোয়। ওখানেই যাচ্ছিলাম, টাকার অভাবে এখানে এসে জুটি। এখন টাকার সমস্যা নেই, কাজেই মেক্সিকোয় যেতে কোন বাধাও নেই। বিদ্রোহ চলছে ওখানে, ঠিকই কাজ মিলে যাবে আমার।' ফ্ল্যানেলের শার্টটা খুলে ফেলল কার্ল, ওয়ার্ড্রোব মিসট্রেসের হাতে ওটা ধরিয়ে দিল। দেখল ওর রোদে পোড়া পেশল শরীরটা প্রশংসা নিয়ে দেখছে রয় আর ডিরেক্টর। চ্যাপস আর হোলস্টারটাও মিসট্রেসের হাতে দিল কার্ল।

থামছে না আইভান, সমানে মুখ চালাচ্ছে। 'দেখো, কার্ল, যে সুযোগটা পাচ্ছ তেমন সুযোগ মানুষের জীবনে একবারই আসে। তোমার রুক্ষ চেহারাটা দেখেই কেমন যেন ভয় লেগে উঠেছিল আমার। সেজন্যেই তোমাকে নাটকে নিয়েছি। আমি চাই তোমাকে দিয়ে নায়কের পার্ট করাতে। তোমার চেহারার পৌরুষটা একটা মোক্ষম অস্ত্র, বুঝলে! তুমি যদি খালি...'

'না,' এক কথায় বলে দিল কার্ল, দেয়ালে ঝুলছে ওর গানবেল্ট, পরে নিল কোমরে। অস্ত্রটা বের করে পরীক্ষা করল। এটাতে ফাঁকা গুলি নেই। একটা .৩৮ কোল্ট ব্যবহার করে ও।

তাকিয়ে আছে আইভান, বলল, 'সবসময় কেন অস্ত্রটা বহন করো তুমি বুঝলাম না। আরে ভাই, এটা হলিউড, ক্যালিফোর্নিয়া—তোমার মেক্সিকো না।'

বামহাতে অস্ত্রটা হোলস্টারে ভরল কার্ল। 'আমার পেশায় অনেক শত্রু তৈরি হয়। কেউ বলতে পারে না কখন তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

ঠোঁট বাঁকাল আইভান। 'আমার কিন্তু ধারণা নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যে আমাদের সামনে অস্ত্র বহন করে দেখাচ্ছ তুমি।

ঠিক আছে, তোমার কথাই থাকুক। বেশি দেব আমি। সপ্তাহে একশো পঞ্চাশ ডলার। পরের নাটকে...'

রয় মুখ খুলল এবার। 'বাদ দাও, আইভান, ওকে ওর মতো চলতে দাও।'

'কিন্তু...'

'বুঝতে পারছ না? ও আমাদের মতো নয়। ও আমাদের মতো নকল জিনিস পছন্দ করে না।' নায়কের চোখ দুটোয় ক্ষণিকের জন্যে ঈর্ষা দেখল কার্ল। 'আমি যদি ওর মতো সাহসী হতাম তাহলে বিনা দ্বিধায় ওর মতো চলে যেতাম যেখানে যেতে মন চায়।'

'নিজেকে ছোট করার কোন দরকার নেই তোমার, রয়,' বলল কার্ল। 'সিক্সগানে সত্যিই তোমার হাত যথেষ্ট দ্রুত, তাছাড়া ভাল ঘোড়া চালাও তুমি—এর বেশি কারও কিছু চাওয়ার থাকতে পারে না।'

'তারপরও...'

মুখ থেকে সিগার সরাল কার্ল। 'নিজেকে ছোট করা বাজে অভ্যাস, মানুষের মন ভেঙে যায়। আমরা যে যা করি সেটা ভাল ভাবে করতে পারাটাই যথেষ্ট। তোমার ক্ষেত্রে তুমি ভাল করছ এটাই আসল কথা।...আর যতোটা ভাবছ ততোটা আনন্দময় নয় আমার জীবন। কখনও কখনও একটানা লড়াইতে ক্লান্তি চলে আসে। তারপরও নেশার মতো ব্যাপারটা। কোন ঝামেলায় জড়িয়ে না থাকলে মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। আর শেষ পরিণতি কি জানো? হয় নির্জন কোথাও একটা কবর, অথবা ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে মৃত্যু। যেমন আছো ভাল আছো তুমি।' রয়ের কাঁধ চাপড়ে দিল। 'যতোক্ষণ মিস্টার আইভান আমার চেকটা লিখছে ততোক্ষণ এসো আমরা সিক্সগান ঘোরানো প্র্যাকটিস করি। মাথা খারাপ না হলে একাজ কেউ করে না, তবে নাটকে

দেখতে সত্যি চমৎকার লাগবে।'

*

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার আরামদায়ক রোদে দাঁড়িয়ে অভিনেতাকে সিক্সগান প্র্যাকটিস করতে দেখছে কার্ল, মনে মনে ভাবছে কেন পরিচালকের প্রস্তাবটা গ্রহণ করল না। প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে একবার উৎরে গেলে। আরও একটা সুবিধে আছে। মহিলার কোন শেষ নেই। যেদিকে তাকাও, সুন্দরী সব মহিলা ঘুরঘুর করছে। হাত বাড়ালেই ধরা দেয়। এদের তুলনায় মেক্সিকোর কোন শহরের সুন্দরীদের দেখলে মনে হবে পাঁচ মেয়ের মা। মহিলাদের কথা ভাবতে গিয়ে কার্লের মনটা একটু দুর্বল হয়ে গেল।

আপন মনে মাথা দোলাল ও। নাহ্, যথেষ্ট হয়েছে এ কয়দিনে। আর না। মনোযোগ ফেরাল রয়ের দিকে। বেচারা এখনও সিক্সগান ঘোরানো শিখে উঠতে পারেনি, আনাড়ীর মতো ঘোরাচ্ছে। 'আরেকবার দেখো আমাকে,' বলে সিক্সগান দুটো নিয়ে নিল কার্ল, ঘোরাতে শুরু করল বিদ্যুদ্বেগে। আস্তে করে মাথা দোলাল রয়। ওর হাতে সিক্সগান দিয়ে মুখ খুলবে কার্ল, এমন সময়ে শুনতে পেল ছুটন্ত ঘোড়াটার খুরের আওয়াজ। তাকাল। রাস্তার ধুলো উড়িয়ে দ্রুত ওর দিকে আসছে ঘোড়াটা। চালাচ্ছে একটা মেয়ে।

রাস্তাটা যেকোন ফ্রন্টিয়ার টাউনের মেইন রোডের সমান চওড়া; কিন্তু আসলে নাটক পাড়ার সাধারণ একটা রাস্তা।

দক্ষ হাতে ঘোড়া সামলে ওদের সামনে থামল মেয়েটা। পরনে একটা সিল্কের নীল গাউন, দুধ-সাদা ভরাট স্তন দুটো অর্ধেক বেরিয়ে আছে। পানপাতার মতো মুখটা দেখে এক পলকে চিনে ফেলল কার্ল। আমেরিকার পুরুষরা রাতে একে স্বপ্ন দেখে। জেন স্টোন। বিখ্যাত অভিনেত্রী।

'ডাইনী,' নিচু স্বরে বিড়বিড় করল রয়, চেহারায় বিরক্তি।

'পুরুষখেকো ডাইনী।'

ঘোড়া থেকে পিছলে নামল মেয়েটা। সামনে থেকে আরও সুন্দরী। বড় বড় সবুজ চোখ, সোনালী চুল, খাড়া নাক, পুরুষ্টু রসাল ঠোঁট দুটো যেন কমলার কোয়া। ব্লাউজটা টাইট, চাপে পড়ে ফুলে উঠেছে স্তন যুগল। ধপধপে ফর্সা সুগোল উরু দুটো দেখা যাচ্ছে চেরা স্কার্টের ফাঁক দিয়ে। পা বাড়তেই হিল্লোল তুলল ভারী নিতম্ব।

'হ্যাল্লো, রয়!'

'জেন,' ঘোঁৎ করে উঠল রয়। 'জেন স্টোন।'

'ঠিক আছে রয়,' হাসল জেন, 'নাহয় আমাদের গত এপিকটাতে কয়েকটা সীনে আমি বেশি গুরুত্ব নিয়েছি, কিন্তু অতীত কি আমরা ভুলতে পারি না? সে যাই হোক, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এখানে আসিনি।' কার্লের ওপর চোখ সরাল অভিনেত্রী। সাগরের মতো গভীর চোখ দুটোয় মুহূর্তের জন্যে ক্ষুধার আগুন দেখল কার্ল। 'আমি বোধহয় তোমার খোঁজেই এসেছি। তোমার নাম কি কার্ল জন্সটন?'

নড করল কার্ল। 'হ্যাঁ।'

এমন চোখে ওকে দেখছে জেন যে কার্লের মনে হলো ও একটা ঘোড়া, কেনার আগে যাচাই করে দেখে নিচ্ছে মেয়েটা। আপন মনে বলল, 'ও ঠিকই বলেছিল। হ্যাঁ, তোমাকেই আমার দরকার।'

'কে ঠিক বলেছিল?' ঠোঁট থেকে সিগার সরাল কার্ল।

হাসল জেন। 'যে লোক তোমার কথা আমাকে বলেছে। মনে হয় ওকে তুমি চেনো। ওয়ায়েট আর্প ওর নাম।'

আস্তে করে মাথা দোলাল কার্ল। ওর জানা আছে ওয়ায়েট আর্প লস অ্যাঞ্জেলসে বসবাস করছে, এখন আর সচরাচর গোলাগুলিতে নিজেকে জড়ায় না। এবার ক্যালিফোর্নিয়া এসে

ওয়ায়েটের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর। এখন বোঝা যাচ্ছে গোলমালে না থাকলেও মাটিতে কান পেতে রাখার অভ্যেসটা আর্প ছাড়েনি। ফ্রন্টিয়ার টাউনে এতো বছর আইন রক্ষা করতে করতে স্বভাবে পরিণত হয়েছে ওর ব্যাপারটা। নতুন চোখে মেয়েটাকে দেখল কার্ল, শান্ত স্বরে বলল, 'কি ব্যাপারে ওয়ায়েট আমার কথা বলেছে, মিস স্টোন?'

'একটা কাজের ব্যাপারে,' বলল জেন। 'তোমাকে আমার দরকার। কঠিন কাজ, অনেক দূরে যেতে হবে। যখন ভাবলাম কার কাছে উপযুক্ত লোকের খোঁজ পাওয়া যাবে, প্রথমেই মনে এলো ওয়ায়েট আর্পের নাম। গেলাম ওর কাছে। ও বলল তোমার কথা।' ভ্রূ নাচাল জেন। 'তুমি ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে নরম হয়ে যাওনি তো, মিস্টার জন্সটন? যে কাজে দরকার তাতে সত্যিকার কঠিন লোক লাগবে আমার।' রয়কে দেখল চট করে, ঠোঁটে বাঁকা হাসি। 'নকল দিয়ে কাজ হবে না।'

মুখ কালো হয়ে গেল রয়ের। কার্ল বলল, 'আমি কোন কাজ নেব কিনা সেটা আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে।' মহিলার আচরণে কর্তৃত্বের একটা ভাব আছে যেটা কার্লকে রাগিয়ে দিচ্ছে। তবে ওকে স্বীকার করতে হলো, সত্যি "জিনিস" একটা জেন স্টোন। নাটকে সে সবসময় কোমলমতি, লক্ষ্মী মেয়ে সাজে, আপ্রাণ চেষ্টা করে যাতে ভিলেনের হাতে ধর্ষিত না হয়, কিন্তু বাস্তবে তার চোখ অন্য কথা বলছে। জ্বলন্ত একটা চুলো যেমন তাপ ছড়ায়, ঠিক তেমনি করে চোখের ইশারায় কার্লকে কাছে ডাকছে সে।

'তাহলে নাটকেই মজে গেলে?' কণ্ঠে টিটকারি।

কার্লের চেহারা গম্ভীর। 'নাটক শেষ। আর নাটক নয়।'

'তাহলে তো তোমাকে ভাড়া করা যায়?'

'না।'

'তাহলে ওয়ায়েট আর্প আমাকে ভুল তথ্য দিয়েছে?' ভ্রূ কুঁচকাল জেন।

'প্রচুর টাকা ছাড়া কোন কাজ আমি হাতে নিই না। বেতনে কাজ করি না আমি। পার্টনারশীপ হলে আছি, নইলে নেই। তাতেও অংশীদারিত্বের বড় অংশটা আমার হতে হবে।'

'আচ্ছা!' দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল জেন। সুন্দর, ঝকঝকে সাদা মুক্তোর মতো দাঁত। ঠোঁট ছাড়তে দেখা গেল ভেজা ঠোঁট লাল হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ চোখে কার্লকে দেখল। 'আমি যেকাজ দেব তাতে টাকা আছে প্রচুর। এতোই বেশি যে তুমি হয়তো কল্পনাও করতে পারবে না।' রয়ের ওপর থেকে ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। 'এখানে এব্যাপারে কথা বলতে চাই না আমি। পরে বলব, ব্যক্তিগত সময়ে, গোপনে, যদি তুমি ইচ্ছুক হও।'

'আমি ইচ্ছুক,' বলল কার্ল, 'শুনব। পছন্দ না হলে কাল মেক্সিকোর পথে রওনা হয়ে যাব।'

'ঠিক আছে। তাহলে আমরা আজ রাতে কথা বলব। কোথায় উঠেছ তুমি?'

ডাউনটাউন লস অ্যাঞ্জেলসের যে গরীবখানায় উঠেছে সেটার ঠিকানা দিল কার্ল। জেন বলল, 'আমি গাড়ি পাঠিয়ে তোমাকে বাসায় আনিয়ে নেব। সন্ধে সাতটের সময় গাড়ি পাঠালে কোন আপত্তি নেই তো?'

'না।'

'বেশ।' লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠল মেয়েটা। 'আমি তাহলে নাটকের রিহার্সালে ফিরে যাচ্ছি।' রয়ের দিকে বাঁকা চোখে তাকাল। 'অস্ত্র সাবধানে রেখো রয়, নিজের গুলিতে নিজেই আহত হয়ে বোসো না। মনে রেখো তুমি অভিনেতা ছাড়া আর কিছু নও।' হাসল জেন, তারপর ঘোড়াটা দক্ষ হাতে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করল।

'পুরুষখোকো ডাইনী,' নিচু স্বরে আবার বলল রয়, চোখ সরিয়ে কার্লের দিকে তাকাল। 'ভুলেও ওর ফাঁদে পা দিয়ো না, কার্ল। ভয়ানক মেয়েলোক ও।'

'টাকা থাকলে ও যতোই ভয়ঙ্কর হোক, আমি আছি,' বলল কার্ল, সিগারটা ফেলে পা দিয়ে পিষে নিভিয়ে দিল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আরেকবার প্র্যাকটিস করে দেখবে নাকি তুমি?'

মাথা নাড়ল রয়। 'নাহ্, বাদ দাও। পরে। আর যাই হই কোনদিন গানম্যান হওয়া হবে না আমার। এসো, আইভান বোধহয় তোমার চেক তৈরি করে ফেলেছে। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে বাগিতে করে শহরেও যেতে পারো। একটু পরই ফিরব আমি।'

*

দোতলা বোর্ডিং হাউসের বদ্ধ ঘরের ভেতরটা বেশ গরম, ভেতরে ঢুকে চেয়ারের ওপর হ্যাট আর শার্ট খুলে রাখল কার্ল, তারপর খাটের তলা থেকে ইস্পাতের ট্রাঙ্কটা বের করে খাটের ওপরে রেখে খুলল। এক এক করে ভেতরের জিনিস বের করল কার্ল, তীক্ষ্ণ চোখে জিনিসগুলো দেখছে। বেশ কয়েকদিন হলো জিনিসগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে না, অথচ এগুলো ঘাঁটতে ভাল লাগে তার।

স্যাডল স্ক্যাবার্ড থেকে প্রথমেই বের করল ·৩০-·৩০ উইনচেস্টার কারবাইন, ককিং লিভার টেনে সন্তুষ্ট হয়ে রেখে দিল। এবার ট্রাঙ্ক থেকে বের হলো ভয়ঙ্করদর্শন ব্যাটাংগাস ছোরাটা। ফিলিপাইনের জিনিস, ক্ষুরের চেয়েও ধারাল। বাঁট কারাবুর হাড় দিয়ে তৈরি, মাঝখানে ফাঁক, ইচ্ছে করলে ছোরাটা ভাঁজ করে রাখা যায়। হাতের ঝাঁকিতে ছোরাটা খুলল কার্ল। দশ ইঞ্চি ফলা ঝিক করে উঠল। বাতাসে দু'বার ছোরা চালাল কার্ল, তারপর বিশেষ ভাবে তৈরি চামড়ার খাপে ভরে কারবাইনের পাশে রেখে দিল ওটা।

এবার ওর হাতে উঠে এলো ভোঁতা চেহারার ভারী একটা অস্ত্র। টেন গজ ফক্স বন্দুক একটা, নল কেটে ছোট করা হয়েছে। এখন ওটা দুনিয়ার ভয়ঙ্করতম আগ্নেয়াস্ত্র—রায়ট গান। আদর করে ওটার রুপো খচিত বাঁটে হাত বোলাল কার্ল। অস্ত্রের সঙ্গে চামড়ার একটা ফিতে রয়েছে, কাঁধে ঝোলানো যায়। পেছনের বদলে সামনে বন্দুক ঝোলায় সে, ইচ্ছে করলেই যেকোন হাতের টানে বন্দুকটা উল্টো করে ধরে গুলি করতে পারে। প্রতিটা ব্যারেল থেকে নয়টা করে বাকশট ছোঁড়া সম্ভব। পাকা হাতে পড়লে এ অস্ত্র একটা মিছিলের সব কয়জনকে খতম করে দিতে পারবে। বন্দুকটা কাঁধের সঙ্গে ঝুলিয়ে ফিতেটা পরখ করে দেখল কার্ল, তারপর নামিয়ে রাখল ওটা, আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল তেল ঠিক আছে। এবার ওটা অন্য অস্ত্রগুলোর পাশে নামিয়ে রেখে ব্যান্ডোলিয়ার আর গানবেল্টগুলো জরিপ করল।

কেউ যদি পেশাদার গানম্যান হয়, যদি তাকে যেকোন সময়ে যেকোন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে আর যাই হোক, গোলাবারুদের সংকটে সে যাতে না পড়ে তা খেয়াল রাখতে হয়। কার্ল এব্যাপারে সব সময়েই সতর্ক। কোমরে পরার সিক্সগানের বেল্টটা ·৩৮ গুলি ঠাঁসা। তবে সাধারণ গুলি নয়। প্রতিটা গুলির সামনের অংশে নিজের হাতে ফুটো করেছে কার্ল। ওগুলো এখন ডামডাম, হলো পয়েন্ট; ·৪৫-এর চেয়েও মারাত্মক। দেহে প্রবেশের ধাক্কায় গুলির সামনের অংশটা ছড়িয়ে যায়, বিরাট একটা গর্ত তৈরি করে শরীরে।

সিক্সগানটা নামিয়ে রেখে ব্যান্ডোলিয়ারগুলো হাতে তুলে নিল কার্ল। দুটো আড়াআড়ি বেল্টের প্রতিটায় ·৩০-·৩০ গুলি সত্তর রাউন্ড করে ধরে। আরেকটা বেল্টে আছে পঞ্চাশটা শটগানের শেল। ৯·০০ বাকশট। যখন ও সব পরে পথে নামে তখন প্রচুর ওজন ওকে বহন করতে হয় বটে, কিন্তু কার্ল ওজন বইতে রাজি,

বিপদের সময় অপর্যাপ্ত গুলির সমস্যায় পড়তে রাজি নয়।

ট্রাঙ্কে নজর বোলাল কার্ল। কাপড় ছাড়া আর আছে ওতে বাক্সের পর বাক্স অ্যামুনিশন। তবে সব জায়গায় ট্রাঙ্ক নিয়ে যেহেতু ঘোরা সম্ভব নয় কাজেই যতোটা পারে বেশি গুলি সঙ্গে নিয়ে ঘোরে কার্ল।

আরেকটা জিনিস আছে ট্রাঙ্কে। এক বোতল কেন্টাকি বুরবঁ। দাঁতে কামড়ে কর্কটা খুলল কার্ল, লম্বা চুমুক দিল বোতলে। দিনটা বিরক্তিকর কেটেছে আইভানের থিয়েটারে। যতো দ্রুত সম্ভব সে স্মৃতি ভুলে যেতে হবে ওকে। এখন ও বুঝতে পারছে অভিনয়ের কোন্ অংশটা ওকে বেশি অস্বস্তিতে ফেলেছে। অভিনয়ের খাতিরে হলেও পরে ড্র করাটা ধাতে সয়নি ওর। ভাবতেই রোম শিউরে ওঠে। জীবন যখন দ্রুত অস্ত্র বের করতে পারার ওপর নির্ভরশীল তখন অর্থের জন্যে নিজেকে ধীর করা একটা বোকামি। আরেকবার চুমুক দিল কার্ল বোতলে, তারপর নামিয়ে রাখল বোতলটা ট্রাঙ্কে, ভাবছে জেন স্টোনের কথা। ওরকম একটা মেয়ে কি চায় ওর মতো পেশাদার একজন সৈন্যের কাছে?

খাটে শুয়ে অপেক্ষায় থাকল কার্ল। সাতটার সময় জেন স্টোনের বাকবোর্ড এসে ওকে নিয়ে যাবে।

দুই

বেভারলি হিল্‌স্ মাত্র গড়ে উঠছে। জেন স্টোনের বাড়িটা বিরাট একটা সুন্দর স্প্যানিশ হাসিয়েন্দা। সামনে বাগান, অজস্র ফুল,

বাতাসে তাদের মিষ্টি গন্ধ। গেট দিয়ে ঢোকার পর ইঁটের টুকরো বিছানো পথ, সোজা চলে এসেছে হাসিয়েন্দার কারুকার্য খচিত সদর দরজায়।

বাগি থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল কার্ল, বেল বাজাতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা, একটা জাপানি মুখ দেখা গেল। বাটলার। নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার জন্সটন?'

'হ্যাঁ।'

'আসুন। মিস স্টোন অপেক্ষা করছেন।'

ভেতরে ঢুকে ফয়ারের চারপাশে নজর বোলাল কার্ল। পট আর কাঁচ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। কেন যেন ওর মনে হলো দামী একটা পতিতালয়ে এসে পড়েছে। বাটলারকে অনুসরণ করে কয়েকটা হলঘর আর ছোট রুম পাশ কাটিয়ে চলে এলো একটা লিভিং রুমে। আন্তরিক পরিবেশের জন্যে উপযোগী করে সাজানো হয়েছে ঘরটা। একটা সোফা, সামনে ভালুকের চামড়ার কার্পেট, ফায়ার প্লেস, একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার—ব্যস, আসবাবপত্র বলতে এই। ঘরে একটা মাত্র লণ্ঠন জ্বলছে। সে আলোয় জেন স্টোনকে দেখতে পেল ও, সোফায় আয়েস করে বসে আছে, হাতে একটা গ্লাস। কার্লকে দেখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুন্দরী, চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'তাহলে এসেছ তুমি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল কার্ল, টেবিলের ওপর হ্যাট নামিয়ে রাখল, চোখে প্রশংসা নিয়ে মেয়েটাকে আপাদমস্তক দেখছে।

লাল স্যাটিং ইভনিং ড্রেস পরেছে জেন, বুকের কাছে কিছু নেই বললেই চলে, দেখা যাচ্ছে স্তনের খাঁজ। ড্রেসটা গায়ে সেঁটে বসে আছে। দেহের প্রতিটা খাঁজভাঁজ স্পষ্ট। বোঝা যাচ্ছে তলায় আর কিছু পরেনি মেয়েটা।

'ড্রিঙ্ক কি চলবে?' জিজ্ঞেস করল জেন। 'ডিনারের এখনও

দেরি আছে।'

'বুরবঁ,' জানাল কার্ল।

'চ্যাং, মিস্টার জন্সটনের জন্যে বুরবঁ।'

'নিশ্চই, মিস স্টোন।' গ্লাস আর বরফের টুংটাং আওয়াজ হলো, জাপানি বাটলার কার্লের হাতে ধরিয়ে দিল গ্লাসটা। কিছু বলতে হলো না তাকে, ভূতের মতো নিঃশব্দে চলে গেল ঘর ছেড়ে, পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

জেন স্টোন দাঁড়িয়ে আছে ড্রিঙ্কের গ্লাস হাতে, অপলক দেখছে কার্লকে। প্রশংসা মাখা দৃষ্টি দেখে কার্লের মনে হলো মেয়েটা ঘোড়া কেনার আগে যাচাই করে নিচ্ছে।

'নিশ্চই কোথাও না কোথাও একটা অস্ত্র বহন করছ তুমি?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল জেন।

'করছি।'

'আমিও তা-ই ভেবেছিলাম। তোমাকে দেখে মনে হয় অস্ত্র ছাড়া কোথাও যাও না।' ঠোঁট বাঁকিয়ে মদির চোখে তাকাল জেন। কার্ল ভাবল, সত্যিই মেয়েটা সুন্দরী। সাধে হাজার হাজার লোক পকেটের পয়সা খরচ করে ওকে দেখতে থিয়েটারে ভিড় করে না। 'চিয়ার্স?'

'চিয়ার্স,' বলে চুমুক দিল কার্ল। অপূর্ব স্বাদ। বুরবঁটা খুবই দামী।

আয়েসী একটা বেড়ালের মতো আবার সোফায় বসল জেন। 'এসো, আমার পাশে বসো, কার্ল।'

বসল কার্ল। দামী পারফিউমের গন্ধ পেল নাকে। মন মাতানো গন্ধ। নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে কাছে টানে জেনকে। হাতির দাঁতের একটা বাক্স আছে টেবিলের ওপর, ওটা খুলল জেন, দুটো সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঝোলাল, আগুন জ্বেলে একটা এগিয়ে দিল কার্লের দিকে। সিগারেটের ফিল্টার

ভিজে গেছে মেয়েটার লালায়, ফিল্টারে লিপস্টিকের দাগ। কষে টান দিল জেন, নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। 'ওয়ায়েট আর্প বলেছে তুমি আলাস্কায় ছিলে।'

'হ্যাঁ,' বলল কার্ল। 'বছরে দু'বছরে একবার করে যাওয়া পড়ে ওদিকে। প্রচুর সোনা আছে ওখানে। আমি অবশ্য মাইনিং করি না। তাসে আমার হাত ভাল। ওখানে ভালই রোজগার হয় আমার।'

আস্তে করে কার্লের উরুর ওপর উষ্ণ হাতটা রাখল জেন। 'আলাস্কা চেনো বলেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি।'

'আলাস্কা কেউ চেনে না,' বলল কার্ল। 'দেশটা এতোই বড় যে একজন মানুষের পক্ষে সারা জীবনেও চেনা সম্ভব নয়।'

'উত্তর অঞ্চলটা চেনা থাকলেই হবে। এমন লোক দরকার যার উত্তর অঞ্চল চেনা আছে।'

'ওদিকটা আমি চিনি,' বলল কার্ল। 'অন্য যেকারও সমান অন্তত চিনি।'

'ওয়ায়েট বলেছে তুমি চেনো।'

'ওয়ায়েটের সঙ্গে তোমার পরিচয় কিভাবে?'

'আমি ক্যানসাসের মেয়ে। আমার বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিল আর্পের।'

'আচ্ছা!' বুরবঁতে চুমুক দিল কার্ল। মেয়েটার হাত ওর উরু আঁকড়ে ধরেছে। উরু সরিয়ে নিল কার্ল। হঠাৎ করেই বলল, 'ঠিক আছে মিস স্টোন, কাজের কোন প্রস্তাব থাকলে বলো শুনি।'

মুখটা মুহূর্তের জন্যে ফেকাসে দেখাল জেনের। সে ভেবেছিল কার্লকে বশে এনে ফেলেছে। অবশ্য ভুল ধারণা ভাঙায় সামলে নিতে বেশি দেরি হলো না তার। 'বেশ, মিস্টার জন্সটন,' কাটা কাটা গলায় বলল জেন, 'আমি চাই আলাস্কায় গিয়ে একজন লোককে খুঁজে বের করবে তুমি। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'নাম কি সে লোকের?'

'আমার স্বামী। ডিউই লেন।'

'আমি জানতাম না তুমি বিবাহিত।'

'থিয়েটারের লোক ছাড়া আর কেউ জানেও না। বিশেষ করে পাবলিক, ওরা মনে করে আমি মিষ্টি এক কুমারী মেয়ে, একরোখা, চরিত্রবতী, কোমল আবার প্রয়োজনে কঠোর। লোকে যদি জানে আমি বিবাহিত তাহলে কেউ আর আমার নাটক দেখতে আসবে না। সে যাই হোক, তোমাকে যেকাজে ডেকেছি। এ এমন একটা কাজ যে কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আধ মিলিয়ন ডলার। ডিউইকে খুঁজে বের করতে হবে, অথবা প্রমাণ করতে হবে সে মারা গেছে, তাহলেই ওই পরিমাণ টাকা আমার হবে।' কার্লের চোখে তাকিয়ে আছে জেন। 'বুঝতে পারছ? আধ মিলিয়ন ডলারের কাজ।'

'বলো, আমি শুনছি।' কার্লের পূর্ণ মনোযোগ জেনের ওপর।

ওর খালি গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঠে গেল জেন, আবার বুরবঁ ভরে সামনে টেবিলের ওপর রাখল। 'আমি বলেছি আমার বাবা-মা ক্যানসাস থেকে এসেছে। আমার বাবা ফার্ম করত। ধর্মান্ধ একজন লোক। ঘরে বাইরে তিনজনের সমান কাজ না করলে আমাকে তার বক্তৃতা শুনতে হতো। আমার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব ছিল না। যে করে হোক পালাতে হবে স্থির করে ফেলি।

'ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হয়। তারপর এলো ডিউই লেন। তার বয়স তখন একুশ। আমাকে সহজেই পটিয়ে ফেলল। তার সঙ্গে পালালাম আমি। আর কখনও বাবা-মার কাছে ফিরে যাইনি।'

'ডিউই লেনকে বিয়ে করলে তুমি।'

'হ্যাঁ, পরিস্থিতি বাধ্য করল। আইনত আমি এখনও মিসেস লেন, তবে স্বামীকে দেখি না আমি পাঁচ বছর হলো। জানি না

বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে। সেটাই নিশ্চিত করে জানতে হবে।'

'কেন?'

'আধ মিলিয়ন ডলারের জন্যে। আমি যখন ওকে বিয়ে করি তখন ওর বাবা-মা পুব টেক্সাসে খামার করছে, ফুটো পয়সা ছিল না তাঁদের। খামার করে কিছু হবে না বুঝতে পেরে ডিউই রেলরোডে মজুর খাটতে যায়। একের পর এক কাজ বদলেছে সে, গোটা পশ্চিম ঘুরে বেড়িয়েছে আমাকে নিয়ে, তারপর ক্যালিফোর্নিয়া আসি আমরা। এখানে নাটকে কাজ পাই, কিছু পয়সা আসতে শুরু করে। আমি আর ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে রাজি হইনি, বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল ভবঘুরে জীবনের ওপর।'

জেন থামতে আস্তে করে নড করল কার্ল, চুমুক দিল গ্লাসে।

'এখানেও থাকল না ডিউই, সরকার আলাস্কায় রেলরোডের ব্যবস্থা করছে শুনে আমাকে ফেলেই রওনা হয়ে গেল উত্তরে। কয়েকটা চিঠি পেয়েছিলাম ওর কাছ থেকে। রেলরোডের কাজ ছেড়ে দিয়েছে, ইউকন না ক্লনডাইক কোথায় যেন যাচ্ছে মাইনিং করতে। চার বছর আগে আমি সার্কেল সিটি নামের এক শহর থেকে শেষ চিঠিটা পেলাম। লিখেছে পাহাড়ের দিকে যাবে ও, বিরাট একটা সম্ভাবনা নাকি দেখা দিয়েছে, প্রচুর সোনার মালিক হয়ে যেতে পারবে ও অল্প কয়েকদিনে। লিখেছিল এবার সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে বড়লোক হবার, অথবা মরে যাবে, তবু ফিরবে না।' গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক দিল জেন। 'এরপর তার সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ হয়নি।'

'আচ্ছা। আর আধ মিলিয়ন ডলার?'

'দেড় মাস আগে এক লোক এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। টেক্সাসের লইয়ার সে, আমাকে খুঁজে বের করেছে। তার মুখে জানলাম আমি আর ডিউই যখন দু'মুঠো খাবার যোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছি, আমার গরীব শ্বশুর-শাশুড়ি তখন বিরাট বড়লোক

বনে গিয়েছে। তাদের খামারের জমির নিচে দক্ষিণ টেক্সাসের সবচেয়ে বড় তেলের খনিটা পাওয়া যায়। কিন্তু আমার শ্বশুরের কপালে সুখ সইল না, একদিন মাতাল অবস্থায় জোরে বাকবোর্ড চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাল একটা গাছের সঙ্গে, স্ত্রী সহ মারা গেল।'

আবার নড করল কার্ল। 'আর তোমার স্বামী তাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী।'

বাকি ড্রিঙ্কটুকু এক চুমুকে শেষ করল জেন। 'হ্যাঁ। তেলের খনিটার দাম কম করে ধরা হয়েছে আধ মিলিয়ন ডলার।' চকচক করে উঠল মেয়েটার চোখ। 'যদি জানা যায় ডিউই মারা গেছে, তাহলে...'

'তাহলে সবই তোমার।'

'হ্যাঁ।' উত্তেজিত শ্বাস টানায় ঘনঘন ওঠানামা করছে জেনের সুডৌল বুক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল কার্ল, দেখছে সুন্দরী মেয়েটা আর ঘরের দামী আসবাবপত্র। অনুভব করল, বাতাসে যেন লোভ আর আকাঙ্ক্ষা ভাসছে। কিছুটা উত্তেজিত বোধ করল কার্ল, আধ মিলিয়ন ডলার অনেক টাকা। বলল, 'তুমি এতো উদগ্রীব হয়ে টাকাটা পেতে চাইছ কেন বুঝলাম না। কদিন আগে কোন্ একটা কাগজে যেন পড়লাম তোমার রোজগার। সপ্তাহে কত, এক হাজার নাকি দু'হাজার ডলার? ক্যানসাস থেকে অনেক দূরে চলে এসেছ তুমি, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার মতো টাকাও তোমার আছে।'

'আছে,' সায় দিল জেন, 'তবে সারাজীবন চলার মতো টাকা আমার পক্ষে জমানো সম্ভব হয়নি। বেশিদিন আর আমার রোজগার এতো থাকবে না।'

'কেন?'

কার্লকে দেখল জেন। 'দেখে কত মনে হয় আমার বয়স?'

'বাইশ-তেইশ।'

সাতাশ।' হাসল জেন। 'তিরিশ হতে বেশি বাকি নেই। তুমি হয়তো জানো না, কার্ল, কিন্তু তিরিশ বছর বয়সে আঠারো বছরের সরল সোজা কুমারী মেয়েদের মতো আচরণ করা কঠিন। বিশেষ করে আমার মতো মেয়েদের। দর্শকদের ধারণা আমি কুমারী লাজুক এক মেয়ে, কিন্তু আসলে তা নই। তোমাকে বলছি, কার্ল, ডিউইয়ের সঙ্গে আমার এমনও দারিদ্র্যের মাঝে কেটেছে যে খাবার যোগাড় করতে গিয়ে দু'মাস আমাকে পতিতাবৃত্তি করতে হয়েছে। ভাল লেগেছে আমার করতে। পুরুষদের সাহচর্য ভালবাসি আমি। অনেক পুরুষ আমার কাছে আসে। যাকে কাছে পেতে চাইব তাকে কাছে টানব। কাছে টানি আমি। টানতে হয় ক্যারিয়ারের খাতিরেও। কিন্তু আর বেশিদিন নেই যে আমার চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে যাবে। আর তার মানে নাটকে আমার ক্যারিয়ার শেষ। একটা কথা স্বীকার করাই ভাল, আমি মোটেই অভিনেত্রী নই, শুধু যৌবন আমার একমাত্র সম্পদ।' কর্কশ স্বরে হেসে উঠল জেন। 'পুরুষদের যতোই পছন্দ করি তাই বলে কাজ হিসেবে আবার আমি পতিতাবৃত্তি বেছে নেব না। অনিশ্চিত এ জীবনটা আমি পেছনে ফেলতে চাই। একবার আধ মিলিয়ন ডলার আমার হাতে এসে যাক, কারও তোয়াক্কা করে চলতে হবে না আমাকে। যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারব। সবার সামনে সিগারেট খেতে বা ড্রিঙ্ক করতে কোন বাধা থাকবে না আর, দুশ্চিন্তা করতে হবে না যে চেহারা খারাপ হয়ে গেলে রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। যার যা খুশি ভাবুক, কিচ্ছু এসে যাবে না আমার।'

ঘরে থমথমে নিরবতা নামল জেন থামতে, বাতাসে যেন এখনও ভাসছে তার কথাগুলো। আবার শুরু করল জেন, 'যদি ওই আধ মিলিয়ন ডলার আমার হাতে আসে তো আর কি চাই। যদি ডিউই বেঁচে থাকে তাহলে আমি ওকে ডিভোর্স করে আমার অংশ বুঝে নেব। ওকে খুঁজে বের করতে হবে যে করে হোক, অথবা

নিশ্চিত হতে হবে ওর কি হয়েছে, তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি চিনি না যে আমার হয়ে কাজটা করতে পারবে। ডিউই যদি মরে গিয়ে থাকে আর তা যদি তুমি প্রমাণ করতে পারো তাহলে আধ মিলিয়ন ডলারের পাঁচ পার্সেন্ট দেব তোমাকে। যদি বেঁচে থাকে তাহলে আমার শেয়ার থেকে ওই একই পরিমাণ অর্থ দেব। তারমানে পঁচিশ হাজার ডলার পাবে তুমি। শর্ত শুধু একটাই, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কার্ল। 'না। কাজটা যদি আমি হাতে নিই, তোমাকে আমি সঙ্গে নেব না।'

'আমি যাবই। এটা চুক্তির একটা অংশ। ব্যাপারটা আমার কাছে এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে আমি রাজি নই। সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে।'

'তুমি কি জানো আলাস্কা কত বড়?' বোঝানোর জন্যে জিজ্ঞেস করল কার্ল। 'সামনেই শীত আসছে। কোন মেয়েমানুষ বোঝার মতো সঙ্গে না থাকলেও ওখানে টিকে থেকে একজন লোককে খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ হবে।'

'আমি কারও বোঝা হবো না। আমি যথেষ্ট শক্ত মানুষ, বিশ্বাস করো আর না করো।' চাপা আর ফ্যাঁসফেঁসে শোনাচ্ছে জেনের কণ্ঠ, জোর দিয়ে কথা বলছে যদিও। 'আমি যে জীবন কাটিয়েছি তাতে কঠোর না হয়ে বেঁচে থাকা যেত না। আর কঠোর বলতে আমি শুধু মানসিক ভাবে বোঝাচ্ছি না, শারীরিক ভাবেও বোঝাচ্ছি। নাটকে আমি নিজের স্টান্ট নিজেই করি, কার্ল। গর্দভ দর্শকদের মুগ্ধ করতে গিয়ে এমন সব কাজ আমাকে করতে হয় যেসব কাজ কোন পুরুষ করতেও হাজার বার দ্বিধা করবে। ওসব করতে হয়তো তুমিও দশবার চিন্তা করবে। উন্মুক্ত নাটকে আমি একশো ফুট উঁচু টিলা থেকে নিচের পাহাড়ী ঝর্নায় ঝাঁপ দিয়েছি, ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়েছি দ্রুত চলন্ত ট্রেইনে–ক'জন

পুরুষ পারবে এসব? খেটে রোজগার করি আমি। তাছাড়া তোমাকে নিশ্চিন্ত করতে বলছি, অস্ত্রে আমার হাত ভাল, সে পিস্তলেই হোক বা রাইফেলে।'

'বুঝলাম,' ধীর গলায় বলল কার্ল, 'কিন্তু তোমার আলাস্কা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। আমরা যদি আগামীকালও রওনা দিই, ওখানে পৌঁছানোর আগেই গ্রীষ্ম প্রায় শেষ হয়ে যাবে। নদী বরফ হয়ে যাবার আগে জাহাজে করে হয়তো আমরা সার্কেল সিটি পর্যন্ত যেতে পারব। হয়তো তার আগেই শীত চলে আসবে। ওখানে ওই আলাস্কার মাঝখানে সারা শীত আটকে থাকতে হবে আমাদের। আমার ধারণা এতোদিন সার্কেল সিটিতে বসে নেই ডিউই। তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে কোন্ জাহান্নামে যে যেতে হবে তার কোন ঠিক নেই। যেখানেই যেতে হোক, পরিস্থিতি খারাপই থাকবে। স্লেজ নিয়ে যেতে হবে, স্কি ব্যবহার করতে হবে।' জেনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কার্ল। 'তুমি নিশ্চই স্কি ব্যবহার করতে পারো না? ওখানে এতো ঠাণ্ডা যে লোহা স্পর্শ করলে চামড়া-মাংস খসে রয়ে যাবে। এলাকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকলেও যেকোন পুরুষের জন্যে আলাস্কা বিপজ্জনক, আর সঙ্গে মহিলা নেয়ার মানে ঝুঁকির পরিমাণ তিনগুণ বাড়ানো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জেন, তারপর বলল, 'আমি ভয় পাই না। সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে। আরও পাঁচ হাজার ডলার বেশি পাবে তুমি, যদি রাজি হও আমার প্রস্তাবে। তিরিশ হাজার ডলার।'

শীতল চোখে যুবতীর দিকে তাকিয়ে আছে কার্ল, হঠাৎ করেই ওর মনে হলো জেন স্টোন ঠিকই বলছে। যে মেয়ে এতো সামান্য থেকে এ অবস্থায় উঠে আসে তাকে সাধারণের মাপকাঠিতে মাপা যায় না। ভেতরে ইস্পাত আছে এ মেয়ের। বিপদ যতো বড়ই হোক, ভাঙবে তবু মচকাবে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কার্ল।

'ঠিক আছে। তিরিশ হাজার ডলার পাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাচ্ছ

তুমি। তবে একটা কথা সবসময় মাথায় রাখবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি বস্ থাকব। প্রতিটা নির্দেশ মেনে চলতে হবে তোমাকে।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল জেন, তারপর হাসল। 'ঠিক আছে। তাহলে চুক্তি হয়ে গেল। এসো শুভাকাঙ্ক্ষা করে ড্রিঙ্ক নিই।'

কার্লের হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল জেন। নিজের গ্লাসে চুমুক দেবার আগে বলল, 'আলাস্কায় সৌভাগ্যের জন্যে।'

নড করল কার্ল, চুমুক দিল গ্লাসে।

ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে জেন, তার পারফিউমের মিষ্টি মাদকতা মেশানো গন্ধ আসছে নাকে। জেনের সবুজ চোখে তাকাল কার্ল, তাকাল স্তনের মাঝখানের খাদের দিকে। মরুভূমি থেকে যেন তপ্ত বাতাস বইতে শুরু করেছে বলে মনে হলো ওর। জেনের চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধে হলো না। অপেক্ষা করছে মেয়েটা।

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে জেনকে কাছে টানল কার্ল। সহজেই ধরা দিল জেন। একটু পর ঘরের বাতি নিভে গেল, শুরু হলো তুমুল ঝড়। অনেকক্ষণ পর নামল প্রশান্তির ঝিরিঝিরি ধারা। দু'জনই ওরা তৃপ্ত।

তিন

মাত্র মাঝ অগাস্ট, অথচ বেরিং সাগর থেকে ভেসে আসা বাতাস এখনই অত্যন্ত শীতল। ম্যাকিনওর কলার তুলে দিল কার্ল, হাঁটছে

নোমের কাদাময় প্রধান সড়ক ধরে। প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে শহরে। এসেছে প্রসপেক্টররা তাদের সোনার গুঁড়ো খরচ করতে, ট্র্যাপাররা এসেছে রসদ কিনতে। দীর্ঘ শীত কাটানোর প্রস্তুতি পর্ব চলছে এখন। ট্যুরিস্ট আর শিকারীরা এখানে ওখানে ঘুরছে চোখ বড় বড় করে। এস্কিমোরা কারও সঙ্গে মিশছে না, নিজেদের মাঝে গল্প করছে। পতিতা, দালাল, ঠগ, বাটপাড়, চোর, ডাকাত–গিজগিজ করছে শহরে। তবে ডিউই লেনের কোন খবর কার্ল জোগাড় করতে পারেনি নোমে।

সেরাতে জেনের বাসায় থেকে গিয়েছিল কার্ল, সকালে কফির পাট চুকতে নিজের পরিকল্পনা জানিয়েছে। মনোযোগ দিয়ে শুনেছে জেন, মনে হয়েছে পরিকল্পনাটা তার পছন্দ হয়েছে। আগের রাতের ব্যাপারে মেয়েটার মধ্যে কোন জড়তা দেখেনি কার্ল, যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি।

'আমাদের প্রথম কাজ টেরিটোরিয়াল কর্তৃপক্ষ আর আলাস্কা রেল রোডের অফিসে ডিউইয়ের ব্যাপারে তথ্য জানতে চাওয়া।'

'আমি খোঁজ নিয়েছি আগেই। কেউ কিছু জানে না। সার্কেল সিটি থেকে আসা ওই চিঠিটাই শেষ সূত্র।'

'বেশ,' বলেছে কার্ল, 'সেক্ষেত্রে আমরা নোমের উদ্দেশে যাত্রা করব। সিয়াট্ল্ থেকে জাহাজে করে পঁচিশশো মাইল। গ্রীষ্মে যেতে হলে জাহাজে করে যাওয়াই ভাল। ওখান থেকে আমরা যাব সার্কেল সিটিতে। নোম থেকে সেন্ট মিশেলের রিভারবোট ধরে সোজা সার্কেল সিটি। তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের, নইলে নদী বরফ হয়ে যাবে।'

ভ্রূ কুঁচকাল জেন। 'দশ দিন সময় দিতে হবে আমাকে। ন'দিন পর শেষ হবে আমার হাতের নাটক।'

'তাতে অসুবি‍ে নেই। একবার সার্কেলে পৌঁছাতে পারলে শীতটা আমাদের ওখানেই কাটাতে হবে, অথবা স্লেজ করে

বরফের মাঠ পাড়ি দিতে হবে। যা-ই আমরা করি না কেন, প্রচুর রসদ আর জামাকাপড় নিতে হবে সঙ্গে। কুকুর আর স্লেজ যদি নিতে হয়, তাহলে সার্কেল সিটিতে অথবা ফোর্ট ইউকনে কেনা যাবে। আমি আগেই চলে যাচ্ছি নোমে, দশদিন পর তুমি আসছ। ওখানে দেখা হবে। এ'কদিনে ডিউইয়ের কোন খোঁজ হয়তো বের করা যাবে। তথ্য জানতে হলে নোম ভাল জায়গা।'

আস্তে করে মাথা দোলাল জেন। 'ঠিক আছে তাহলে। রওনা হবার আগে তোমাকে একটা চেক দেব আমি। কাজ শুরুর আগে দশ হাজার ডলার, আর খরচাপাতির জন্যে আরও তিন হাজার।' কফির কাপের ওপর দিয়ে তাকাল। 'ডিউইকে না পেলেও এই খরচা পুষিয়ে যাবে। কাল রাতের পর থেকে ভাবছি আলাস্কায় তোমার সঙ্গে শীতটা কাটাতে ভালই লাগবে আমার।'

শুকনো হেসেছে কার্ল, বলেছে, 'যতোটা ভাবছ ততো মজা না-ও হতে পারে আলাস্কায়। অনেকে বলে আলাস্কা অনেকদিক থেকেই টেক্সাসের মতো। পুরুষদের জন্যে ঠিক আছে, কিন্তু মহিলাদের সর্বনাশ করে ছেড়ে দেয়। আলাস্কায় খুব বেশি মেয়েমানুষ খুঁজে পাবে না তুমি।'

কথা অনুযায়ী নোমে আগেই চলে এসেছে কার্ল, ডিউইয়ের কোন খোঁজ বের করতে পারেনি। তবে আশা ছাড়েনি এখনও, এখন চলেছে শহরের শেষ প্রান্তে, সেলুনগুলোতে। ওর জানা আছে খবর বের করতে হলে সেলুন হচ্ছে আসল জায়গা।

সেলুনের ভেতরে ঢুকলে দুর্গন্ধে নাড়ি উল্টে আসতে চায়। যারা আছে, কতদিন গোসল করে না কে জানে, গা থেকে গ্রিজলি ভালুকের মতো গন্ধ বের হচ্ছে। বেশিরভাগেরই দাড়িগোঁফ না কামানো চেহারা। হিংস্র একদল মানুষ, কিন্তু লাগতে না গেলে অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না।

সেকারণেই লোকটা যখন গায়ে পড়ে লাগতে এলো, অবাক

হলো কার্ল।

আগে বেশ কয়েকটা সেলুনে ঢুকে খোঁজ নিয়েছে ও, ড্রিঙ্কের ফাঁকে কান খাড়া রেখেছে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে শেষ সেলুনটাতে চলে এসেছে। বড় সেলুন এটা, ভেতরটা অন্যগুলোর চেয়ে সুন্দর করে সাজানো। এককোণে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে বাদক। ঘুরঘুর করছে কয়েকটা মেয়ে। দেখতে ভাল না, তাছাড়া চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে বয়স, অন্য কোথাও এদের দিকে দ্বিতীয়বার তাকাত না কেউ, কিন্তু নারীবিরল আলাস্কায় প্রচুর মনোযোগ টানছে তারা ক্ষুধার্ত পুরুষদের। মেহগনি কাঠের বারে জায়গা পেয়ে একটা ড্রিঙ্ক নিল কার্ল, চোখ বোলাল ভিড়ের ওপর। ওর নজর স্থির হলো এক দৈত্যের ওপর। ঝাঁকড়া চুল লোকটার, মুখ ভরা দাড়ি। প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধ, ফুলে আছে পেশি। হাত দুটো দেখার মতো, সাধারণ মানুষের ঊরুর সমান পুরুষ্টু। দৈর্ঘ্যে সে ছ'ফুট সাতের কম নয়। চোখ দুটো লালচে, মদ খেয়ে টর হয়ে আছে। চড়া গলায় কথা বলছে, দাঁড়িয়ে আছে বার কাউন্টারে সামান্য দূরে। লোকটার এক কথায় কান খাড়া হয়ে গেল কার্লের।

লোকটা বলছে: 'হ্যাঁ, সার্কেল সিটিতে যখন আসি তখন এক হাজার আউন্স সোনা ছিল আমার সঙ্গে। একটা মাত্র ক্লেইম থেকে পেয়েছি অত সোনা। কিন্তু সেটা তিন বছর আগের ঘটনা। পরের বছরই সোনা শেষ হয়ে গেল।'

গ্লাসটা শেষ করে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কার্ল। দৈত্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে, বোতল থেকে আরেকটা ড্রিঙ্ক নিয়ে এক ঢোকে গিলে ফেলল পুরোটা। হাতের উল্টোপিঠে মুখ মুছে এদিকে ফিরল। কার্লের চেয়ে পুরো ছয় ইঞ্চি লম্বা সে, প্রস্থে দেড়গুণ। আরেকটা ড্রিঙ্ক গলায় ঢেলে শুরু করল আবার। 'কিন্তু তিন বছর আগে সার্কেল সিটি ছিল একটা জায়গার মতো জায়গা। ওখানে তখন...'

কার্লের আচরণ অত্যন্ত ভদ্র। লড়াই ওর পেশা, কিন্তু ব্যবসায়ীদের মতোই বিনা কারণে কিছু করতে ও একেবারেই নারাজ। 'এক্সকিউজ মি, স্যার,' নরম গলায় দৈত্যের উদ্দেশে বলল ও, 'গত কয়েক বছর তুমি সার্কেল সিটিতে ছিলে?'

নড করল দৈত্য। 'হ্যাঁ। সার্কেল সিটিতে যেকাউকে জিজ্ঞেস কোরো জেসি হ্যাননের নাম, ওরা বলবে আমি ছিলাম সবচেয়ে বড়লোক প্রসপেক্টর। আর সবাই সারাজীবনে যতো সোনা পায় আমি এক বছরে তার চেয়ে বেশি পেয়েছিলাম, কিন্তু খরচ করে ফেলেছি। কিছু যায় আসে না। আরেকটা জায়গার কথা আমি জানি যেখানে প্রচুর সোনা পাব।' বুকে আঙুল ঠুকল দৈত্য। 'সার্কেল সিটির ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, নিখুঁত তথ্য পাবে। বলো কি সাহায্য করতে পারি তোমাকে?'

'এক লোককে চিনতাম, সে সার্কেল সিটিতে ছিল। ডিউই লেন নাম।'

নাকের পাটা ফুলে উঠল দৈত্যের, চেহারা লাল হয়ে উঠল। লালচে চোখ দুটো আরও রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। ঠোঁট সরে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে দাঁতের সারি। 'লেন? ডিউই লেন?' ফিসফিস করে বলল সে। 'আর একটা কথাও না, দূর হও আমার সামনে থেকে।'

'কেন?' নিষ্পলক তাকাল কার্ল।

'আমি বলেছি তাই!' ধমকে উঠল দৈত্য। 'দূর হও!' কোনরকম সাবধান না করেই হাত চালাল সে। ঘুসিটা দড়াম করে পড়ল কার্লের থুতনির ওপর। কার্লের মনে হলো খচ্চরের লাথি খেয়েছে। এতোই জোর ঘুসি যে পেছনে উড়ে গেল কার্ল, পিয়ানোর গায়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল। বাদক চেঁচিয়ে কি যেন বলল। কার্লের ওজনের কারণে তার সামনে থেকে গড়িয়ে সরে গেছে পিয়ানো। কার্লের মাথাটা বনবন করে ঘুরছে, জিভে রক্তের

স্বাদ পাচ্ছে ও, ঠোঁট কেটে গেছে। প্রচণ্ড রাগ ওর সচেতনতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করল, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ও। এগিয়ে আসছে দৈত্য, দু'হাত তৈরি হাত ঘুরিয়ে কাঁধের জোরে ঘুসি মারার জন্যে।

মাথা যতোই ঝিমঝিম করুক, অভ্যেস বশে পা নড়ছে কার্লের। কুঁজো হলো ও, হ্যানন হাত ঘুরিয়ে ঘুসি মারার আগেই ডান আর বামহাতে পরপর দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটার পেটে। হুশ করে দম বেরিয়ে গেল দৈত্যের। ঘুসি মারল কিন্তু লাগতে পারল না, আগেই সরে গেছে কার্ল। ক্ষণিকের জন্যে ভারসাম্য হারাল হ্যানন। সুযোগটা নিয়ে এবার দুটো ঘুসি বসাল কার্ল দৈত্যের মুখে। মাথাটা ঘনঘন ঝাঁকি খেল দৈত্যের, দেখে মনে হলো ঘাড় থেকে খুলে যাবে।

আহত ভালুকের মতো গর্জে উঠল হ্যানন, পিছু হটল, দু'হাত তুলে মুখের সামনে গার্ড নিল। কার্লের ঘুসি তার হাতের ওপর পড়ে পিছলে গেল। মুহূর্ত মাত্র সময় পেয়েই নিজেকে সামলে নিল দানব, কার্ল পিছাতে চেয়েছিল, কিন্তু হাত বাড়িয়ে খপ করে তার কব্জি ধরে ফেলল হ্যানন, জোর টান দিয়ে কার্লকে গায়ের কাছে টেনে আনল, ডানহাতে কার্লের মুখে ঠেলা দিল, পেছনে ঠেলে দিচ্ছে মাথা, অথচ শরীরটা ধরে রেখেছে শক্ত করে। ঘাড় ভেঙে দেয়ার মতলব। খুন করতে চায় লোকটা ওকে, স্পষ্ট বুঝতে পারছে কার্ল, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই মড়াৎ করে ভেঙে যাবে ওর ঘাড়ের হাড়। গায়ের জোরে হাঁটু দিয়ে দৈত্যের গোপনাঙ্গে গুঁতো দিল ও। থপ করে আওয়াজ হলো, কার্ল বুঝতে পারল লক্ষ্যে আঘাত হানতে পেরেছে।

বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল হ্যানন, কার্লকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল, দু'হাতে আহত স্থান চেপে ধরেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে কার্ল, চোখের সামনে ঝাপসা দেখছে

সবকিছু। ঘাড়ে অস্বাভাবিক ব্যথা। টনটন করছে মাংসপেশি। বড় করে শ্বাস নিয়ে ফুসফুস ভরল। এবার আক্রমণে যাবে ও। সামনে বাড়ল। ভুল করে ফেলেছে ও হ্যাননকে ছোট নজরে দেখে। সামান্য সময়টুকুতেই ব্যথা সামলে নিয়েছে লোকটা। বাঘের মতো লাফ দিয়ে কার্লের ওপর পড়ল সে, মুখটা এখনও ফেকাসে। কার্লকে নিয়ে একটা টেবিলের ওপর পড়ল সে, সেখান থেকে পড়ল মেঝেতে। চেপে বসল কার্লের বুকে। পুরো দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড ওজন কাজে লাগাচ্ছে। দু'হাতে কার্লের গলা টিপে ধরল। দাঁতে দাঁত চেপে উত্তেজিত কাঁপা স্বরে বলল, 'এবার তোকে খুন করব আমি!'

তলা থেকে সরার চেষ্টা করল কার্ল, বুকের ওপর যেন পাষাণ চেপে বসেছে, একচুল নড়তে পারল না। হ্যাননের কব্জি ধরে হাত সরাতে চেষ্টা করে পারল না। হ্যাননের হাত দুটো যেন ইস্পাতের তৈরি। চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে কার্লের, চোখের সামনে সব ঝাপসা দেখছে। বুকের খাঁচায় ধড়ফড় করছে হৃৎপিণ্ড। ফুসফুসটা মনে হচ্ছে ফেটে যাবে যেকোন মুহূর্তে। চাপ আর একটু বাড়ালেই ভেঙে যাবে ওর শ্বাস নালী।

তারপর কার্লের ডানহাতে বাজল কি যেন একটা। একটা টেবিলের পায়া। হাত মুঠো করে ওটা তুলে নিল কার্ল, নিয়ম মানার সময় নয় এখন, ওটা তুলেই গায়ের জোরে মেরে বসল হ্যাননের মাথায়।

মাথার পেছনে লেগেছে আঘাতটা। আওয়াজ শুনে মনে হলো শক্ত কাঠের গুঁড়িতে কুঠারের কোপ পড়েছে। ঘোঁৎ করে উঠল হ্যানন, হাত দুটো শিথিল হয়ে গেছে। আবার পায়াটা চালাল কার্ল। এবার আগের চেয়েও জোরে। বাড়ির চোটে এক পাশে পড়ে গেল হ্যানন। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল কার্ল, হাঁপাচ্ছে হাপরের মতো। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা। হ্যানন

গ্রিজলিদের মতোই শক্তিশালী, সে-ও উঠে দাঁড়াচ্ছে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে। সময় দিল না কার্ল, দু'হাতে পায়াটা ধরে ক্রিকেট ব্যাট চালানোর কায়দায় পায়া ঘুরিয়ে দড়াম করে মেরে বসল হ্যাননের মুখের পাশে। কড়াৎ করে আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল পায়াটা। হ্যাননের নাক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। এক মুহূর্ত টলল সে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে উপুড় হয়ে।

বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে কার্ল, বুঝতে পারছে আরেকটু হলেই মৃত্যু হতো ওর। কড়া চোখে ওকে ঘিরে দাঁড়ানো নিরব লোকগুলোকে দেখল কার্ল, চোখ নামিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা অজ্ঞান দৈত্যটাকেও দেখল একবার। শ্বাসের ফাঁকে বলল, 'সবাই তোমরা দেখেছ কি ঘটেছে। বিনা কারণে মারামারি বাধিয়েছে সে, আমাকে খুন করতেও চেষ্টা করেছে।' হাতাহাতি লড়াইয়ের আর ক্ষমতা নেই ওর, এক ঝটকায় .৩৮ বের করে ফেলল কার্ল। 'ওর পক্ষ নিয়ে কেউ লড়তে চাও?' জিজ্ঞেস করল।

সবার পক্ষ থেকে বারটেন্ডার কথা বলল, 'শান্ত হও, স্ট্রেঞ্জার, এখানে আর কারও সঙ্গে তোমার কোন বিরোধ নেই।' হালকা পাতলা একজনের দিকে তাকাল সে। 'জন, তুমি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো। আমাদের এই স্ট্রেঞ্জার যখন মারে তখন বেশ জোরেই মারে।'

নোমের পুলিশ আছে। এই মারামারির ঘটনা তদন্ত করার তাদেরই দায়িত্ব।

এক ঘণ্টা পর। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে শেরিফ রসের সামনে চেয়ারে বসে আছে কার্ল জন্সটন। নামকরা ল-ম্যান রস, বহুদিন হলো আলাস্কায় এসেছে, নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে এদেশের কঠিন পরিবেশের সঙ্গে। প্রথমে ছিল মাইনার, কিন্তু পরে কাজটা বেশি কষ্টসাধ্য বলে আইন রক্ষার দায়িত্ব নেয়। অত্যন্ত সফল সে তার দায়িত্ব পালনে। কার্লকে সে আগে থেকে চেনে। বেশ কয়েকবার

দেখা হয়েছে তাদের। পরস্পরকে তারা বিশেষ একটা পছন্দ করে না, কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আছে নিঃসন্দেহে।

'তুমি ডিউই লেন নামের এক লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলে,' বলল রস, 'আর সে তোমাকে আক্রমণ করে বসল। ব্যাপার এই?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কার্ল। 'মনে হলো নামটা শুনে লোকটা যেন পাগল হয়ে গেছে।'

'লেন…লেন…নাহ্, নামটা পরিচিত লাগছে না।' রসের নীল চোখ সরু হলো। চেয়ে আছে কার্লের কালো চোখে। 'তার কাছে তোমার কি দরকার?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'তুমি এভাবে মানুষের মাথা ফাটাতে থাকলে এটা আমারও ব্যাপার।' গলা একটু নরম করল রস। 'আমি বলছি না কাজটা অন্যায় হয়েছে, তবে ওর মুখ দিয়ে ডিউই লেনের খবর আর শীঘ্রি শুনতে হচ্ছে না তোমাকে। ডাক্তার বলেছে ওর মাথা ফেটেছে, কোমা থেকে জেগে উঠতে কত সময় লাগবে কোন ঠিক নেই।' একটা সিগারেট জ্বালল রস। 'কতদিন নোমে থাকবে ভাবছ? বেশিদিন নিশ্চয়ই নয়?'

'না, বেশিদিন থাকব না,' বলল কার্ল। 'একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি, পরের স্টীমারে আসবে, সে এলে রিভারবোটে করে সার্কেল সিটিতে চলে যাব।'

'হ্যানন ওখানেই ছিল আগে। ওখানে সাবধানে থেকো। হ্যানন বেশ জনপ্রিয় লোক ছিল ওখানে।'

'ওর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই আমার। ওর উচিত হয়নি আমার ওপর হামলা করা।'

নাক দিয়ে শব্দ করল রস। 'তোমার উচিত গলায় একটা নোটিস ঝুলানো। ওটাতে লেখা থাকবে: আমার নাম কার্ল

জন্সটন, কেউ যদি লাগতে আসো তো খুন হয়ে যাবে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'ঠিক আছে, কার্ল, যেতে পারো তুমি। আমাদের এখানে যদিও অস্ত্র বহন করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে, তবে তোমাকে আমি কিছু বলছি না। জানি বিনা কারণে অস্ত্র ব্যবহার করবে না তুমি। দেখো যাতে ওটা ব্যবহার করতে না হয়, তাহলেই চলবে।...শীতটা সার্কেল সিটিতে কাটাবে ভাবছ নাকি?'

'জানি না এখনও,' জবাবে বলল কার্ল।

'যদি কাটাও তো আগেই শীতের প্রস্তুতি নিয়ে নিয়ো। ইন্ডিয়ান আর এস্কিমোরা বলছে এবার নাকি দারুণ শীত পড়বে। পড়বেও আগে। আমি জানি না ওরা কিভাবে টের পায়, কিন্তু ওদের ভবিষদ্বাণী কখনও মিথ্যে হতে দেখিনি।'

'আমিও জানি ওরা ঠিকই বলে,' বলল কার্ল। 'সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ।' উঠে দাঁড়াল সে। 'আর, রস, আমি ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করব।'

'পারবে না কখনও তুমি,' মাথা নাড়ল রস। 'ছায়ার মতো বিপদ তোমাকে অনুসরণ করে। খালি দেখো আমার এলাকায় যাতে কোন গোলমাল না হয়।' কার্লের সঙ্গে করমর্দন করল রস। দৃঢ় পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো কার্ল।

মানুষ হিসেবে সে যতো শক্তই হোক, হ্যাননের সঙ্গে লড়াই করে শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে ওর। ঠিক করল সারাদিন আর কোন কাজ করবে না, সোজা হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নেবে। আড়ষ্ট পায়ে বোর্ডওয়াক ধরে এগোল সে, গলা আর চেহারা এখনও ব্যথা করছে। কিছুতেই ভুলতে পারছে না একটু আগের মারামারির কথা। ডিউই লেনের নামটা শুধু উচ্চারণ করেছে ও, তাতেই লোকটা ওকে খুন করার চেষ্টা করেছে। ডিউই লেন যা-ই থাকুক বা যে-ই হোক, সার্কেল সিটির আশেপাশে নিজের ছাপ সে ঠিকই রেখে গেছে।

বন্দরের কাছেই কাঠের তৈরি একটা দোতলা হোটেলে উঠেছে ও। ছোট্ট লবিতে যখন ঢুকল, ওর হাতে পথে কেনা একটা হুইস্কির বোতল। হোটেলের ক্লার্ক এক তরুণ, আলাস্কায় সে এসেছিল বড়লোক হবার আশায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলাস্কার বন্য অঞ্চলে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে তার সাহসে কুলায়নি। কার্ল পার হয়ে যাচ্ছে এমন সময়ে সে ডাক দিল।

'মিস্টার জন্সটন।'

ঘুরে দাঁড়াল কার্ল।

'আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে।' একটা খাম বাড়িয়ে দিল সে।

ওটা হাতে নিয়ে তাকাল কার্ল। কোন ঠিকানা নেই খামের গায়ে। কোন স্ট্যাম্পও নেই। পেন্সিলে শুধু লেখা আছে: জন্সটন। 'কে দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'জানি না। আমি যখন ডিউটিতে এলাম এটা এখানেই কাউন্টারের ওপর পেয়েছি।'

'আচ্ছা!' খামটার প্রান্ত ছিঁড়ে ভেতরেব কাগজটা বের করল কার্ল। কাঁপা অপটু হাতে পেন্সিল দিয়ে মাত্র কয়েকটা লাইন লেখা হয়েছে। বক্তব্যটা দু'বার পড়ল ও।

'বাঁচতে চাইলে সার্কেল সিটি থেকে দূরে থেকো। বাঁচতে চাইলে আলাস্কায় ডিউই লেনের নাম মুখেও এনো না।'

নিচে একটা সই রয়েছে। *কমিটী অভ টেন।*

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে পুরল কার্ল। ঘরে যখন ফিরল, প্রত্যেকটা অস্ত্র বের করে পরীক্ষা করে দেখল, তারপর স্পার্ম তিমির তেল দিয়ে পরিষ্কার করল ওগুলো। ঠাণ্ডায় এই তেল জমে যাবে না। কার্ল এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে, আলাস্কায় শীতটা পার করতে হলে প্রত্যেকটা অস্ত্র তৈরি অবস্থায় চাই ওর। যেকোন সময়ে যেকোন দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে।

কার্লের ঠোঁটে নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি দেখা দিল। সতর্ক থাকবে ও, যেকোন হামলার জন্যে তৈরি থাকবে, আসুক কারা আসবে ওর মুখোমুখি হতে।

চার

লড়াইয়ে কার্ল খোদ শয়তানের মতোই সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার মানে এই নয় যে সে অসতর্ক। যতোটা সম্ভব সুবিধা আদায় করে নিয়ে তবেই সে লড়াইতে জড়ায়। শীতটা আলাস্কায় কাটানোও একটা লড়াইয়ের মতোই ব্যাপার। বন্য এই এলাকা, যখন তখন বিপদ আসতে পারে। হয়তো এমন বিপদ যেটার কথা কল্পনাতেও আসেনি। নিজের অস্ত্র যেমন সাবধানে রাখে কার্ল, ঠিক তেমনি করেই আলাস্কার শীতের জন্যে প্রস্তুতি শুরু করল সে। যা কিনল কিনল সেরাটা। দাম পড়ল বেশি, কিন্তু এব্যাপারে কার্ল মাথা ঘামাল না।

ফারের যে পোশাক কিনল সেগুলো এস্কিমোদের তৈরি। তৈরি হয়েছে নেকড়ের সেরা চামড়া দিয়ে। পারকাগুলোর গলাও ফারের তৈরি। যে পরবে তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে কলারগুলো জমে যাবে না ঠাণ্ডায়। মাকলাক* আর ফওনের চামড়ার মোজাগুলোও সমান যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করে কিনল সে। ও ভাল করেই জানে বরফের মাঝ দিয়ে চলতে গিয়ে খারাপ জুতো কিভাবে পা সহ

* মাকলাক সীলের চামড়ার তৈরি হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট জুতো।

জমে যায়। শহরের বাইরে কুটিরে বাস করা এক বুড়ো ইন্ডিয়ানের কাছ থেকে ভালুকের পায়ের আকৃতির স্নো শ্যু কিনল সে। এতো ভাল জুতো আগে ওর চোখে পড়েনি।

এগুলো কেনাকাটার মাত্র শুরু। দশ-বিশ বছর আগে যেসব পণ্য আলাস্কায় কল্পনাও করা যেত না সেগুলো এখন নোমে পাওয়া যায়। দু'জনের সারা বছর চলবে সে পরিমাণ খাবার, পোশাক আর যন্ত্রপাতি কিনল কার্ল। কোথায় কতদিন থাকতে হবে জানা না থাকায় কোন সম্ভাবনাই বাদ দিল না ও। শীত এবং গ্রীষ্মের উপযোগী সমস্ত পণ্যই কেনা হয়ে গেল। কিছুই এগুলো ফেলনা যাবে না। নোমে যে দামে এগুলো কেনা হয়েছে দরকার না পড়লে সার্কেল সিটিতে তার অর্ধেক দামে বেচে দেয়া যাবে। যন্ত্রপাতির মধ্যে কুঠার থেকে শুরু করে জিল নেট পর্যন্ত সবই আছে। আছে রাবারের জুতো থেকে শুরু করে তার এবং শিকার ধরার ফাঁদ। মশার হাত থেকে বাঁচার জন্যে মশারীও কিনেছে সে। বড়শি, ম্যাচ, বেকন, বুরবঁ—বাদ যায়নি কিছু। মোট কথা একটা জেনারেল স্টোরে যা যা থাকতে পারে তার প্রায় সবই নিয়েছে কার্ল। কোন্টা কখন জীবন বাঁচানোর জন্যে অতি জরুরী হয়ে দাঁড়াবে তা বলতে পারে না কেউ।

শুধু গুলি কেনেনি কার্ল। ওর ট্রাঙ্কেই আছে যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি। কুকুর এবং স্লেডও কেনা হয়নি। সার্কেল সিটিতেই পাওয়া যাবে ওগুলো প্রয়োজন পড়লে। কাজের ফাঁকে যখনই সুযোগ হলো ডিউই লেনের খোঁজ করা চালিয়ে গেল কার্ল। অজ্ঞান হ্যানন ছাড়া আরও কেউ নিশ্চই জানে ডিউই লেনের খবর। সে লোকই হোটেলে চিঠিটা রেখে এসেছে। সে কমিটী অভ টেন নামের কোন এক সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটা কিসের সেটা জানা দরকার। কেউ জানে না এসম্বন্ধে। যতোজনকে কার্ল জিজ্ঞেস করেছে, কমিটী অভ টেন আর ডিউই লেন সম্বন্ধে কেউ কিছু

বলতে পারেনি।

জেন স্টোনের জাহাজ আসার আগের দিন সর্বশেষ পণ্যগুলো কিনল কার্ল। নোম ট্রেডিং কোম্পানির পেছনের উঠানে রেখেছে ও ওর মালপত্র। বিরাট একটা স্তূপ। একবার সবকিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে প্যাড্‌লকে তালা দিয়ে উঠান থেকে বেরিয়ে এলো কার্ল, ঠোঁটে ঝুলছে একটা জ্বলন্ত সিগার। বোর্ডওয়াকে কিছুক্ষণের জন্যে থেমে কি যেন চিন্তা করল, তারপর পা বাড়াল স্টোর পাশ কাটিয়ে। হয়তো এতোক্ষণে হ্যাননের জ্ঞান ফিরেছে।

সাঁঝের আঁধার নামছে, শীত বাড়ছে দ্রুত। জ্যাকেটের কলার টেনে দিল কার্ল। সন্দেহ নেই ইন্ডিয়ানরা ঠিকই বলেছে, এবছর আগেই বরফ পড়তে শুরু করবে, জমে যাবে সব। বাতাসে শীতের আগমনী বার্তা। জেন কথা মতো ঠিক সময়ে এলে পরশুদিনই ওরা নদীপথে উজানে রওনা হয়ে যেতে পারবে।

ফিল্ডিঙের অফিসে পৌঁছে গেল ও। এক ঘরে ডাক্তারের অফিস, নিচু বাড়িটার বাকি অংশে হাসপাতাল। রোলটপ ডেস্কের পেছনেই ডাক্তারকে পেল কার্ল। দিন শেষে মদ নিয়ে বসেছে ডাক্তার, কার্লকে দেখে ভ্রূ একটু কুঁচকে উঠল। 'কি করতে পারি তোমার জন্যে?' জানতে চাইল। বছর পঞ্চাশেকের বিশালদেহী লোক সে, পেশল হাত দুটো দেখে মনে হয় কামারের কাজ করে। শান্ত চোখ, ঠোঁটে অধৈর্যের ছাপ।

'আমি এসেছিলাম হ্যাননের খোঁজ নিতে। জেসি হ্যানন।'

ফিল্ডিঙের চোখ জোড়া সরু হলো। 'এতোক্ষণে চিনতে পেরেছি তোমাকে। তুমিই তো টেবিলের পায়া দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করেছ।'

'হ্যাঁ।'

'মাথা ফেটে গেছে ওর। সাবডিউরাল হেমোরেজও হয়েছে। প্রেশার কমানোর জন্যে মাথা ফুটো করেছি আমি। মনে হয় সেরে

যাবে ও, তবে সময় লাগবে অনেক।'

'ঘুম ভেঙেছে ওর?'

'না। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভাঙতে পারে।'

'আর কিছু? কোন কথা বলেছে বা প্রলাপ বকেছে?'

'না। একদম চুপচাপ অজ্ঞান হয়ে আছে। খুব খারাপ ভাবে পিটিয়েছ ওকে তুমি। আমার বিল শোধ করার জন্যে উপার্জন করতে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে ওকে।'

'শুনে খারাপ লাগল।' পকেট থেকে বিশ ডলারের একটা ডাবল ঈগল বের করে ডাক্তারের ডেস্কের ওপর রাখল কার্ল। 'বিলের সামান্য একটা অংশ দিলাম। বাকিটা আশা করি হ্যানন দেবে।'

'খুবই অস্বাভাবিক!' সোনার মোহরটা দেখল ডাক্তার। 'তুমিই ওকে মেরে ফাটিয়ে ফেলেছ, আবার তুমিই ওর চিকিৎসার টাকা দিচ্ছ।' ডাক্তারের চেহারা থেকে রুক্ষতা কমল কিছুটা। আরেকটা গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢালল। 'নাও, ড্রিঙ্ক করো, মিস্টার।'

ডাক্তার হাতের ইশারায় যে চেয়ারটা দেখিয়েছে ওটায় বসল কার্ল, ড্রিঙ্কের গ্লাসটা নিয়ে ঠোঁটে তুলল। গম্ভীর চেহারা, বলল, 'হ্যাননের সম্ভবত একজন অংশীদার বা বন্ধু আছে যে ওর বিলের বাকি অংশ শোধ করে দিতে পারে।'

'না,' মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'নিঃসঙ্গ নেকড়ে ওই হ্যানন।'

'তুমি বলতে চাও কেউ আসেনি ওকে দেখতে?'

'শুধু পুলিশ। আর ডেনি। কিন্তু ডেনিকে হিসেবের বাইরে ধরা যায়।'

'ডেনি? ডেনি কে?'

'ওর শেষ নাম কি তা আমি জানি না। কেউ জানে না। শহরের ভবঘুরে ও, পাগল। একসময় প্রসপেক্টর ছিল। কিভাবে যেন এক শীতে নির্জন কেবিনে আটকা পড়ে যায়। সারা শীত

একাই কাটাতে হয়েছিল, ফলে পাগল হয়ে যায়। কি হয়েছিল সে সময়ে কে জানে, তবে ও যখন বেরিয়ে এলো, সব চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। হয় মানুষের এমন—একা দীর্ঘদিন কাটাতে হলে। এখন নোমেই থাকে, গরম কোন জায়গা পেলে ঘুমিয়ে নেয় সেখানে। যা কিছু ঘটে সবকিছুতে ওর মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহল, নাক গলানোই চাই, কিন্তু কিছু বোঝে বলে মনে হয় না। সে-ই একমাত্র এসেছিল হ্যাননকে দেখতে।'

ড্রিঙ্কটা শেষ করল কার্ল। 'ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

শ্রাগ করল ডাক্তার। 'কে জানে! শহরের কোথাও না কোথাও থাকবে আর কি। মানুষকে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে। সবাই ওকে চেনে।'

উঠে দাঁড়াল কার্ল। 'অনেক ধন্যবাদ।'

ডাক্তারও উঠে দাঁড়িয়েছে, বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকেও, টাকার জন্যে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল কার্ল, দরজার হাতলে হাত রেখেও একটা চিন্তা মাথায় আসতে ফিরে তাকাল। 'ডেনি যখন শীতে আটকা পড়ল তখন কোথায় ছিল সে? কতদিন আগের ঘটনা?'

'বছর দু'তিনেক আগের। ঠিক কোথায় ছিল তা বলতে পারছি না, তবে সম্ভবত বার্চ ক্রীকে ছিল, সার্কেল সিটির কাছাকাছি।'

'আচ্ছা!' বড় করে দম নিল কার্ল। 'সার্কেল সিটি।' দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ডাক্তারের অফিস থেকে। ডাক্তার আরেকটা ড্রিঙ্ক নিল।

*

ডাক্তারের ধারণাই ঠিক, ডেনিকে খুঁজে বের করতে পরিশ্রম করতে হলো না কার্লের। হ্যাননের সঙ্গে যে সেলুনে ওর লড়াই হয়েছে সেটার পেছনের ছাউনি দেয়া উঠানে ঘুমন্ত অবস্থায় ডেনিকে পেল সে, শুয়ে আছে কয়েকটা খালি পিপের পেছনে।

দরজা খুলে উঠানে বেরিয়ে লোকটাকে দেখল কার্ল, ডাক দিল, 'ডেনি?'

'অ্যাঁ? অ্যাঁ? কি ব্যাপার, অ্যাঁ?' দু'হাতের মুঠিতে চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল ডেনি। চিকন লোক সে, ল্যাগবেগে শরীর।

'আমার নাম কার্ল। কথা আছে তোমার সঙ্গে।' হাতের লণ্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল কার্ল, হলুদ আলোয় লোকটাকে ভাল করে দেখল।

ডেনির বয়স ওর চেয়ে বেশি হবে না। এলোমেলো দীর্ঘ চুলগুলো ধপধপে সাদা। মুখে দু'দিনের না-কামানো দাড়ি। ওগুলো লালচে, ধূসরের ছোঁয়া লাগেনি এখনও। মুখটা হাঁ, ফাঁকা বাদামী চোখের দৃষ্টিতে কার্লকে দেখছে। হড়বড় করে বলল, 'কি? কে? ডেনির কাছে কি দরকার?' এবার তার চেহারায় পরিচয়ের চিহ্ন দেখা দিল। গর্বিত বাচ্চাদের মতো হলো চেহারা। 'তোমাকে চিনতে পেরেছি! চিনেছি! অন্য লোকটাকে তুমিই মেরেছিলে।'

'হ্যানন,' বলল কার্ল। 'আমি হ্যাননকে মেরেছি।'

'দেখেছি আমি।' গলায় বিদঘুটে শব্দ করে হাসল ডেনি। 'দারুণ মেরেছ। দারুণ! আমার মা-ও আমাকে মাঝে মাঝে মারে, কিন্তু অত না।'

'ডেনি,' পকেট থেকে একটা ডাবল ঈগল বের করল কার্ল, লণ্ঠনের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল স্বর্ণমুদ্রা। 'এটা চেনো?'

বুক পেট চুলকাতে চুলকাতে মুদ্রাটা দেখল ডেনি। নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে, কিন্তু মোছার কোন চেষ্টা নেই তার। 'হ্যাঁ, চিনি,' বলল, 'ওটা সোনা। একসময় আমিও সোনা খুঁজতাম। অনেক আগে। তারপর আম্মা মানা করে দিল।'

স্বর্ণঈগল বাতাসে ছুঁড়ে আবার ধরল কার্ল। 'ডেনি, তোমার আম্মা চায় এটা আমি তোমাকে দিই। তোমার আম্মা আমাকে বলেছে জানতে হবে কেন তুমি হ্যাননকে দেখতে হাসপাতালে

গিয়েছিলে।'

'হ্যাননঃ' চুলকাচ্ছে ডেনি। 'হ্যাঁ, হ্যানন। ওকে তুমি মেরেছিলে।'

'ডেনি,' শান্ত স্বরে বলল কার্ল। 'তুমি সোনা খুঁজতে। বার্চ ক্রীকের কাছে, সার্কেল সিটির কাছে।'

হঠাৎ কেঁপে উঠল লোকটা। 'হ্যাঁ। বার্চ ক্রীক, সার্কেল সিটি।' কাঁপুনি বাড়ল ডেনির, যেন শীত করছে। অথচ উঠানটা যথেষ্ট উষ্ণ। 'সার্কেল সিটি।'

কার্ল দেখল দরদর করে চোখের জল গড়াচ্ছে ডেনির।

'হ্যাননকে দেখতে কেন গিয়েছিলেঃ' জিজ্ঞেস করল। 'সার্কেল সিটিতে ডিউই লেন নামের কাউকে চিনতেঃ ডিউই লেনঃ'

'ডিউই!' কাঁপুনি বেড়ে গেল ডেনির। 'ডিউইঃ ডিউই লেনঃ' লোকটার দাঁতে দাঁত বাড়ি খাবার আওয়াজ পেল কার্ল। 'না, না, কখনও শুনিনি লেনের নাম। আম্মা আমাকে লেনের সঙ্গে কিছুতেই খেলতে দেবে না।'

'তুমি লেনকে চিনতে,' একটু কড়া শোনাল কার্লের কণ্ঠ। 'ডিউইকে তুমি চেনো। তুমি হ্যাননকেও চেনো। কমিটী অভ টেনও তোমার অপরিচিত নয়।'

'কমিটী অভ টেন,' ফিসফিস করল ডেনি। কার্লের মনে হলো মুখটা কুঁচকে গিয়ে আকৃতি হারিয়েছে লোকটার। থুতনি ঝুলে পড়ল। ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে। বড় বড় ফোঁটায় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। ঝাঁকি দিয়ে মাথা পেছনে নিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। মনে হলো তীব্র ব্যথায় চিৎকার করছে। দু'হাতে মাথা ঢেকে আবার চেঁচিয়ে উঠল।

ম্যাকিনওর কলার ধরে লোকটাকে দাঁড় করাল কার্ল, ঝাঁকি দিল ঘনঘন। ডেনির শরীর থেকে চিমসে গন্ধ বের হচ্ছে, নাক কুঁচকে গেল। চাপা গলায় বলল, 'ডেনি, চুপ করো! চুপ করো!

নাহলে কিন্তু আমিও তোমার মায়ের মতো মারব। শুনছ? চুপ করো। বলো কমিটী অভ টেনের ব্যাপারে কি জানো। ডিউই লেনকে চিনতে তুমি।'

আবার চেঁচিয়ে উঠল ডেনি, হাত ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে : ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'বলতে পারব না তোমাকে আমি। আম্মা বলতে দেবে না। আম্মা! আম্মা! আম্মা!' একটানা ফোঁপাচ্ছে লোকটা, বাচ্চাদের মতো করে বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'আম্মা...আম্মা...আম্মা...'

মিনিট খানেক অপেক্ষা করে কার্ল বুঝল লোকটার মুখ থেকে কোন কথা আদায় করা সম্ভব নয়। বিরক্ত হয়ে ডেনিকে ছেড়ে সরে এলো ও। ভাবছে আগামীকাল আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে পাগলটার মুখ থেকে কিছু জানা যায় কিনা। এক কালের মাইনার এখন মানসিক বিকারগ্রস্ত বাচ্চাদের মতো আচরণ করছে, মনে হয় না এ কোন সাহায্যে আসবে।

'ঠিক আছে, ডেনি,' সরে আসার আগে বলল কার্ল, 'আমি এখন যাচ্ছি, কালকে আসব। তখন নিশ্চই তুমি আমাকে কিছু বলতে পারবে।' কথা শেষ করে ফুঁ দিয়ে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল কার্ল, তারপর দরজা খুলে ঢুকে পড়ল সেলুনে। ড্রিঙ্ক নিতে পা বাড়িয়ে শুনতে পেল এখনও ফোঁপাচ্ছে ডেনি পেছনের উঠানে।

*

সেলুনে কার্ল ঢুকতেই সচকিত হয়ে গলা নামিয়ে ফেলল সবাই। একটা ড্রিঙ্ক নিল কার্ল, ওটা শেষ করে বেরিয়ে এলো সেলুন থেকে। কলার উঁচু করল শীতের কামড় থেকে বাঁচতে। ঠিক করল গলি ধরে সংক্ষিপ্ততম পথে হোটেলে ফিরবে। সিদ্ধান্তটা নিয়ে মাত্র গলিতে ঢুকেছে এমন সময়ে গলির ওমুখে নড়াচড়াটা চোখে পড়ল তার। কার্লও ঝাঁপ দিয়ে এক পাশে পড়ল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা আগ্নেয়াস্ত্র। ধূসর কুয়াশার ভেতরে টকটকে লাল

দেখাল অস্ত্রের মুখের আগুন। মাটিতে পড়ে গড়ান দিয়েই উঠে দাঁড়াল হাতে বেরিয়ে এসেছে কোল্ট। অভ্যেসবশে পরপর দু'বার আগুন ঝরাল ওর হাতের অস্ত্রটা। গানফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে ছুটে গেল তপ্ত সীসে। একটা লোক নিচু স্বরে গুঙিয়ে উঠল, নিরবতা নামল তারপর। বোর্ডওয়াকের পাশে কাদায় শুয়ে আছে কার্ল, হাতে অস্ত্র, নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে।

গলিতে আর কোন আওয়াজ নেই। গলির অন্ধকার মুখে বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে ধূসর কুয়াশা। বড় সড়কে বেশ কয়েকটা দরজা খুলে গেল। মানুষের গলা শোনা গেল। বোর্ডওয়াক ধরে এগিয়ে আসছে পায়ের আওয়াজ। সাবধানে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল কার্ল। অপেক্ষা করল। কেউ গুলি করছে না। এবার উঠে দাঁড়াল ও। পেছনে শুনতে পেল উত্তেজিত গলা।

'কার্ল জন্সটন! কি হয়েছে?'

চমকে লাফ দিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল কার্ল, আরেকটু হলে কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে গুলি করত। শেরিফকে চিনতে পেরে হাতের অস্ত্রটা নামাল, শ্বাসের ফাঁকে বলল, 'রস! আরেকটু হলে গুলি করতাম আমি। এভাবে কখনও কারও পেছনে এসে ডাক দিয়ো না।'

'কি হয়েছে এখানে?'

'গলির শেষ মাথা থেকে কে যেন আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে। আমিও পাল্টা গুলি করেছি। মনে হয় লাগাতেও পেরেছি। একবার লোকটাকে গুঙিয়ে উঠতে শুনলাম। লোকটা মরে গেছে কিনা জানি না। একা আর সামনে বাড়িনি। লোকটার কোন সঙ্গী থাকতে পারে।'

'দেখা যাক আছে কিনা।' ·৪৫ কোল্ট বের করে গলি ধরে সামনে বাড়ল রন, একটু কুঁজো হয়ে আছে। একটু পরই ম্যাচের কাঠি জ্বালল সে। তার বিস্মিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে এগোল কার্ল।

'আরে! একি!'

রসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল কার্ল, দেখল মাটিতে পড়ে আছে লোকটা। মারা গেছে। আগুনের আলোয় চকচক করছে খোলা চোখ দুটো। দেহের পাশেই পড়ে আছে তার উইনচেস্টার রাইফেল। কার্লের দুটো গুলিই ডেনির বুকে ঢুকেছে।

'তুমি শহরের পাগলটাকে গুলি করে মেরেছ, জন্সটন,' বিড়বিড় করে বলল রস।

জবাবে পা দিয়ে রাইফেলটা দেখাল কার্ল। 'এটা দেখেছ, রস? যাকে তুমি পাগল বলছ সে আগে গুলি করেছিল। ও পাগল ছিল কি সুস্থ মস্তিষ্কের তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ওর গুলিতে আমি মারা যেতে পারতাম। আমাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল লোকটা।'

'কিন্তু কেন? কি কারণে?'

'হ্যানন যেকারণে আমার ওপর হামলা চালিয়েছিল সেই একই কারণে। ডিউই লেনের খোঁজ জানতে চেয়েছিলাম আমি ওর কাছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রস, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, বুঝতে পারছি ন্যায্য কারণেই তুমি ওকে খুন করেছ। কিন্তু আমার এলাকা থেকে তোমাকে চলে যেতে হবে। নোমে আমি তোমাকে চাই না।'

'যেতেই তো চাইছি,' বলল কার্ল। 'সবকিছু ঠিক মতো চললে পরশুদিন আমি রিভারবোট ধরে রওনা হয়ে যাব।'

'ঠিক আছে। কিন্তু দেখো এরমধ্যে আবার ডিউই লেন সম্বন্ধে কারও কাছে জানতে চেয়ো না। সে যদি তোমাকে গুলি করতে গিয়ে মারা যায় তাহলেও আমি তোমাকে গ্রেফতার করে জেলে ঢোকাব।'

'ঠিক আছে, রস।' অস্ত্রটা হোলস্টারে ঢোকাল কার্ল। 'কাল

সকালে আমি স্টীমারের জন্যে অপেক্ষা করব। এছাড়া বাকি সময়টা পারতপক্ষে বের হবো না। তোমার কথাই রাখছি, নোমে যতোক্ষণ আছি কাউকে ডিউই লেনের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করব না।'

'ডিউই,' বিড়বিড় করে বলল রস, 'কি এতো গুরুত্বপূর্ণ আছে ডিউই নামটার সঙ্গে?'

'আমিও তা-ই ভাবছি,' বলে হোটেলে ফিরল কার্ল।

পাঁচ

সার্কেল সিটি একেবারেই আর্কটিক সার্কেলের কাছে বলে শহরের এ নাম হয়েছে। অনেক দিন আগে শহরটা ছিল উইকন টেরিটোরির ব্যস্ত রাজধানী, দুর্গম বুনো এলাকায় প্রবেশের আগে শেষ সভ্যতা। তখন শহরে বাস ছিল এক হাজার লোকের। ছিল কয়েকটা ডান্স হল আর থিয়েটার। কিন্তু কানাডার ক্লনডাইকে সোনা পাওয়া যাবার খবরে সার্কেল সিটির স্বর্ণসন্ধানী অধিবাসীদের বেশিরভাগই চলে গেল ডসনে। এরপর ফেয়ারব্যাঙ্ক শহরটা গড়ে ওঠায় আরও কমে গেল সার্কেল সিটির জনসংখ্যা। ইউকন নদীর তীরে এখন ঝিমায় সার্কেল সিটি। চারশো বাড়ির অর্ধেকই খালি পড়ে আছে। আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছে শহরটা। রাস্তাঘাট ফাঁকা, সচরাচর লোক চলাচল দেখা যায় না ইদানীং।

ইউকন কুইন স্টীমারটা সার্কেল সিটির জেটিতে থামার কিছুক্ষণ পর নামল কার্ল আর জেন স্টোন। প্রথম দর্শনেই

জায়গাটা অপছন্দ করেছে জেন, বিরক্ত চোখে তীর দেখল সে। 'দেখে তো মনে হচ্ছে ভুতুড়ে শহর।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল কার্ল, 'এখানে বাসা খোঁজার ঝামেলায় যেতে হবে না আমাদের, যেকোন একটা কেবিন পছন্দ করলেই চলবে।' জেনের হাত ধরে সামনে বাড়ল সে।

ঠিক সময় মতোই নোমে এসে পৌঁছেছে জেন, ডেনিকে খুন করার পরদিন। কার্লকে জাহাজঘাটায় দেখেই সবুজ চোখ জোড়া উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে জেনের. তাড়াহুড়ো করে জাহাজ থেকে নেমেছে। চামড়ার জ্যাকেট, স্কার্ট আর বুটে চমৎকার লাগছিল তাকে দেখতে। নেমেই কার্লকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘ চুমু খেয়েছে। মেয়েটার আচরণে তাকে ক্ষুধার্ত মনে হয়েছে। চুমু শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে, 'কার্ল, তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে।' জ্যাকেটের নিচে ঘনঘন ওঠানামা করছে মেয়েটার স্তনযুগল। 'আমি...আমি ভাবছিলাম কোন গোলমাল না হয়ে যায়। তোমাকে এখানে আশা করছিলাম আমি।' গলা নামিয়ে ফিসফিস করল জেন, 'জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে তোমার কথা এতোই বেশি ভেবেছি আমি। সেরাতের পর আর কোন পুরুষের কাছে যাইনি।'

জবাবে শুধু হেসেছে কার্ল, বলেছে, 'আগে চলো তোমার মালপত্র নামিয়ে নিই, তারপর হোটেলে যাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিয়েছে জেন, কৌতূহলী চোখে নোম শহরটা দেখেছে। 'ডিউইর কোন খবর পেয়েছ?'

'কিছু ঘটনা ঘটেছে, পরে বলব।'

হোটেলে অন্তরঙ্গ হওয়ার পর পরিতৃপ্ত জেনকে খুলে বলেছে কার্ল কি ঘটেছে সে নোমে আসার পর।

শুনে ভ্রূ কুঁচকে গেছে জেনের। 'তুমি একজনকে প্রায় মেরে ফেলেছ, আরেকজনকে খুন করেছ–শুধু ডিউইর কথা জানতে

চাওয়ায় এতো কিছু ঘটেছে?’

‘হ্যাঁ। আমি ডিউইর ব্যাপারে আরও জানতে চাই। লড়াকু লোক ছিল সে? যোদ্ধা?’

‘ডিউই?’ টিটকারির সংক্ষিপ্ত হাসি হাসল জেন। ‘ও ছিল একটা কাপুরুষ। লড়াই এড়ানোর জন্যে দরকারে দশ মাইল ঘুর পথে যাবে ও।’

‘কাপুরুষরা রেলরোডে কাজ নেয় না। তাছাড়া আলাস্কাতেও আসে না তারা।’

‘তুমি ডিউইকে চেনো না। ও এতোই কাপুরুষ যে এক কাজে বেশিদিন টিকতে পারত না। দায়িত্ব পালনের কোন যোগ্যতা ছিল না ওর। যে লোক খাবার জোগাড়ের জন্যে বউকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করায় সে আবার কিসের পুরুষমানুষ?’

‘যতো ভাবছি অবাক হচ্ছি আমি,’ স্বীকার করেছে কার্ল। ‘সেজন্যেই আমার মনে হয় তোমার স্টেটসে ফিরে যাওয়া দরকার। যা ভেবেছি হয়তো তার চেয়েও অনেক বড় বিপদে পড়তে হবে আমাকে একাজে।’

ড্রেসারের কাছে সরে গেল জেন, চোখে রাগ। কড়া স্বরে বলল, ‘একটা কথা পরিষ্কার বলে দিয়েছি আমি আগেই, আমি আসব তোমার সঙ্গে—এবং আসবোই। পরিস্থিতি যতো খারাপই হোক, আমি পরোয়া করি না। ওই আধ মিলিয়ন ডলার আমার চাই। সেজন্যে যদি সারা আলাস্কায় ওই ডিউই হারামজাদার কবর খুঁজে বেড়াতে হয় তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই।’ গলা নরম হলো এবার জেনের, কার্লের দিকে সরে এলো। চোখে মদির চাহনি। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি আসলেই চাও আমি ফিরে যাই তোমাকে ছেড়ে?’

অজান্তেই জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল কার্ল। একটু পর বলল, ‘আমি চাই না এখনই তুমি চলে যাও।’

দু'মিনিট পর নিভে গেল ঘরের বাতি।

পৌনে এক ঘণ্টা পর জেন অলস গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমার জন্যে কোন অস্ত্র কিনেছ তুমি?'

'এখনও কেনা হয়নি।'

'তাহলে একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ·৩২ আর থ্রি নট থ্রি কারবাইন কিনে নিয়ো। দুটোই আমি আগে ব্যবহার করেছি। যেকোন পুরুষের চেয়ে আমার তাক ভাল।'

'গুলি করা এক কথা,' বলল কার্ল, 'আর মানুষ খুন করা আরেক।'

'আগেও খুন করেছি আমি,' হাই তুলে বলল জেন।

চমকে উঠে বসল কার্ল। 'কী? কখন? কোথায়?'

'স্টুডিয়োর ওরা ব্যাপারটা চেপে রাখতে সাহায্য করে। আমি বেশি কথায় যাব না, শুধু এটুকু বলব যে জীবন বাঁচাতে খুন করতে হয়েছিল আমাকে। লোকটা মাতাল ছিল। আক্রমণ করে বসেছিল আমি ওর একার থাকব না জেনে। ড্রয়ারে ছিল রিভলভারটা। আমি গুলি করে দিই। দরকার হলে আবারও গুলি করব। মানুষ খুন করতে হাত কাঁপবে না আমার।'

একদৃষ্টিতে জেনকে কিছুক্ষণ দেখল কার্ল, তারপর বলল, 'আমি জীবনে কোনদিন তোমার মতো মেয়েমানুষ দেখিনি।'

'দেখবেও না আর কখনও,' হাসল জেন, আবার কাছে টানল কার্লকে।

*

এখন সার্কেল সিটিতে পৌঁছে গেছে ওরা। পার্কার নিচে পিস্তলটা রেখেছে জেন, কোমরের কাছে। বাঁট সামনের দিকে, যাতে সহজেই টেনে বের করে গুলি করতে পারে। জেনকে ড্র করতে দেখেছে কার্ল। একটা মেয়ের তুলনায় অবিশ্বাস্য গতি। জেন বলেছে, 'একটা নাটকের জন্যে শিখতে হয়েছিল আমাকে।

ওয়ায়েট আর্পের কাছে শিখেছি।'

স্টীমার থেকে ওদের পর্বতপ্রমাণ মালপত্র নামাতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। এক এক করে দেখেশুনে নামিয়েছে কার্ল, সতর্ক নজর রেখেছে বিশেষ করে ওর ট্রাঙ্কের ব্যাপারে। ট্রাঙ্কটা নামতেই ওটা খুলে বন্দুক আর গুলির বেল্ট বের করে পরে নিয়েছে। কোমরে এখন ঝুলছে খাপে পোরা ছুরি। নোম ছাড়ার সময় থেকেই কোমরে সিক্সগান ঝোলাচ্ছে সে। ওর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে জেন, শেষে বলেই ফেলল, 'দেখে মনে হচ্ছে তুমি একটা জীবন্ত অ্যাম্যুনিশন ডিপো।'

'এশহরের পরিবেশ নোমের চেয়ে খারাপ হবার কথা,' জবাবে বলল কার্ল। 'চলো, থাকার জন্যে একটা কেবিন বাছতে হবে আমাদের।'

জেন মালপত্রের দিকে দেখাল। 'এগুলোর কি হবে?'

'থাকবে এখানেই। এই একটা ব্যাপারে উত্তরে কাউকে চিন্তা করতে হয় না। কারও কিছু নেয়া এখানে ফাঁসিযোগ্য অপরাধ। চিন্তা ছিল কুকুর নিয়ে, কিন্তু যেখানে রেখেছি সেখানে কুকুরের দল ওগুলোর নাগাল পাবে না।'

স্টীমারের পেছনে একটা বার্জ টেনে আনা হয়েছে, ওটা থেকে এখনও মালপত্র নামানো হচ্ছে ডকে। কার্লের পাশে পা বাড়াল জেন, মালপত্র পাশ কাটিয়ে একটু পরই ডক ছাড়িয়ে শহরে ঢুকল ওরা। শহরের শেষে পাহাড়ী এলাকা। কার্ল জানে বার্চ ক্রীক এখান থেকে ছ'মাইল দূরে। ওখানে সোনা পাওয়া যাবার পরই গড়ে উঠেছিল শহরটা। ওদিক থেকে শীতল হাড় কাঁপানো বাতাস বইছে। বন্য জন্তুর মতো বাতাসের গন্ধ শুঁকল কার্ল। নদীপথে আসতে বেশ দেরি হয়েছে ওদের। ইন্ডিয়ানদের বলা শীতকাল আর বেশি দেরি নেই আসতে। বাতাসে শীতের আগমনী বার্তা টের পাচ্ছে ও। ইউকন কুইনের আরও একটা ট্রিপ দেবার কথা,

কিন্তু বোধহয় জাহাজটা এবছর আর ফিরতি যাত্রা করতে পারবে না। ওর ধারণা ভুল না হলে আগামী মাসে নদী বরফ হয়ে যাবে–নির্ধারিত সময়ের একমাস আগেই।

সার্কেল সিটির প্রধান সড়কটা চওড়া, কাদাময়। দু'পাশে কাঠের বাড়ি। একটা বন্ধ ডান্সহল আর জেনারেল স্টোর পাশ কাটিয়ে এগোল ওরা। স্টোরের পোর্চে বসে আছে তিন ইন্ডিয়ান, মনোযোগ দিয়ে দুটো কুকুরের প্রাণপণ লড়াই দেখছে। কুকুর দুটোকে বেশ দূর দিয়ে পার হলো ওরা। একটু পরই কার্ল থেমে দাঁড়িয়ে মাথা কাত করে ইঙ্গিত করল। বাজনার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

মৃদু শব্দ, পিয়ানো বাজছে, রাস্তার উল্টোপাশের একটা বাড়ি থেকে আসছে আওয়াজটা। সাইনবোর্ডটা দেখল কার্ল। ডান্সহল অ্যান্ড বার। ভ্রূ ওপরে তুলল ও, নিচু স্বরে বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে সার্কেল সিটি একেবারে মরে যায়নি!'

আবার সামনে বাড়ল ওরা, আরেকটা দোকান পাশ কাটাল। আগেরটার চেয়ে বড় এটা, ব্যবসা করছে এখনও। ওরা পার হচ্ছে এমনসময়ে দু'জন লোক স্টোরের পোর্চে দাঁড়িয়ে ওদের দেখল। জেনের দিকেই মনোযোগ বেশি, তবে কার্লের অস্ত্র সম্ভারও তাদের নজর কেড়েছে। লোক দু'জনকে মেপে নিল কার্ল, ভ্রূ কুঁচকে উঠল আবার। দেখে তাদের মাইনার বলে মনে হয়নি। কোমরে অস্ত্র ঝুলছে। চোখে লোভী দৃষ্টি, দেখছে জেনকে। হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়াল দু'জন, ফিরে গেল দোকানের ভেতরে। দরজার ওপরের সাইনবোর্ডটা পড়ল কার্ল। *ওয়েটস্টোন জেনারেল মার্কেন্টাইল অ্যান্ড ট্রেডিং*।

ওরা এখন শহরের যেখানে চলে এসেছে সেখানে রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট কেবিন আর কুঁড়েঘর। বেশিরভাগই কাঠের তৈরি, ফাঁকফোকর বন্ধ করা হয়েছে শ্যাওলা জাতীয় গাছ আর

কাদা দিয়ে। কার্ল বিস্মিত বোধ করল ওগুলোর বেশিরভাগই লোকজন ব্যবহার করছে বুঝতে পেরে। ওগুলোর চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দরজা বন্ধ। ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর। দেখে মনে হচ্ছে সার্কেল সিটিতে আবার নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে! ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। নতুন করে সোনা পাওয়ার কোন খবর জানা যায়নি। সোনা পাওয়া না গেলে পরিত্যক্ত ভুতুড়ে শহরে নতুন করে তো কর্মব্যস্ততা শুরু হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া কেবিনগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে বটে, কিন্তু শহরের রাস্তা একেবারেই ফাঁকা। কেন! ঘাড়ের কাছে ছোট চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল কার্লের। এই সতর্ক সঙ্কেত ওর চেনা। ডেনি যেদিন নোমে ওর ওপর গুলি চালাল তখনও ঘাড়ের চুলগুলো ওকে সতর্ক করেছিল। অজান্তেই অস্ত্রগুলো ছুঁয়ে দিল কার্ল।

রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় বনের ধারে চলে আসার পর একটা খালি কেবিন খুঁজে পেল ওরা। বেশিরভাগ কেবিনের চেয়েই বড় এটা। দেখে মনে হচ্ছে মালিক যত্ন করে তৈরি করেছিল। তবে দীর্ঘদিন ব্যবহার না করায় অবস্থা এখন বিশেষ সুবিধের নয়। কাঠের গুঁড়ির ফাঁক থেকে কাদা খসে পড়েছে অনেক জায়গায়। ভেতরে বাতাস ঢুকবে। সম্ভবত একারণেই কেউ এটার দখল নেয়নি। আধখোলা দরজাটা পুরো খুলে ভেতরে ঢুকল কার্ল, পেছনে জেন। ঘরের ভেতরের বদ্ধ বাতাসে ইঁদুর আর স্কুইরেলের মিলিত ঘ্রাণ। জানালাগুলো পরখ করে দেখল কার্ল। ঠিকই আছে। একটাও ভাঙা নয়। কেবিনের মেঝেটা তক্তা দিয়ে তৈরি। দেয়ালের দু'ধারে দুটো বাঙ্কও আছে। একটু মেরামত করে নিলে এখানে শীতটা কাটানো সম্ভব।

'অবস্থা সুবিধের নয়,' নাক কুঁচকে মন্তব্য করল জেন।

'এরচেয়ে অনেক খারাপ জায়গাতেও আমি থেকেছি,' বলল কার্ল। 'তুমি বললে অন্য রাস্তাগুলো আমরা ঘুরে দেখতে পারি।

কিন্তু বুঝতে পারছি এটার চেয়ে ভাল কিছু কপালে জুটবে না। আগামীকাল কয়েকজন ইন্ডিয়ানকে দিয়ে কাঠের ফাঁকফোকড় কাদাতে লেপে নেয়া যাবে। আমাদের মালপত্রও এখানে নিয়ে আসা যায়। পরে দরকার মনে করলে অন্য জায়গা খোঁজার সুযোগ তো আছেই।'

'তুমি যা ভাল মনে করো,' বিড়বিড় করে বলল জেন। 'ভাড়া তো দিতে হচ্ছে না।'

'না, ম্যাম,' ওদের পেছন থেকে বলল ভারী একটা কণ্ঠ। 'ভুল বললে তুমি। ভাড়া আছে কেবিনের।'

ঘুরে দাঁড়াল জেন আর কার্ল। কার্ট্রিজ বেল্টে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে দেখে কার্লের চোখ সরু হয়ে গেল। লোকটার পেছনে স্টোরে দেখা সেই সশস্ত্র লোক দু'জনও দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হলো তারা সামনের লোকটার বডিগার্ড।

এক পা সামনে বাড়ল সামনের লোকটা। ক্যারিবুর চামড়া দিয়ে তৈরি একটা পার্কা তার পরনে, হূডটা ঘাড়ের পেছনে ফেলে রেখেছে। বয়স কার্লের সমানই হবে। সোনালী চুল। নীল চোখ দুটো কার্লের জীবনে দেখা সবচেয়ে শীতল দৃষ্টি সম্পন্ন। আপাদমস্তক জেনকে দেখল লোকটা। চোখে প্রশংসা। দৃষ্টি দিয়ে জেনের শরীর যেন চাটল লোকটা, আদর করল, তারপর কার্লের দিকে তাকাল—এক পলকে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল দৃষ্টি।

শীতল দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল কার্ল। 'কে তুমি?'

মৃদু হাসল সোনালী চুলের লোকটা। 'নাম আমার ওয়েটস্টোন। এই কেবিনের মালিক আমি।'

'এটার মালিক?' ভ্রূ কুঁচকাল কার্ল।

'হ্যাঁ।' হাসিটা আরও চওড়া হলো ওয়েটস্টোনের, কিন্তু চোখ জোড়া হাসছে না। 'পুরো শহরটাই প্রায় আমার।' আরেক পা

সামনে বাড়ল সে। কার্ল দেখল তার কোমরে পরা অস্ত্রটা .৪৪ কোল্ট। 'কাজেই আমি অনুমতি না দিলে এখানে বা এশহরে থাকতে পারবে না তোমরা।'

এবার কার্ল হাসল, বলা উচিত ঠোঁট প্রসারিত করল। 'নিজেকে অনেক বেশি বড় মনে করছ তুমি, মিস্টার ওয়েটস্টোন।' ওর হাত বন্দুকের স্লিঙে। 'আমি আগে কখনও শুনিনি সার্কেল সিটি বন্ধ শহর। এটাও শুনিনি যে সার্কেল সিটির মালিক মাত্র একজন।'

'আসলেই তাই। মালিক আমি। যখনই কেউ চলে গিয়েছে তার জমি আর বাড়ি আমি কিনে নিয়েছি। তোমার মতো সশস্ত্র লোক যখন এখানে আসে আমি স্বাভাবিক ভাবেই জানতে চাই সে কে, কেন এসেছে এবং কোত্থেকে।'

'উত্তরে কেউ এধরনের প্রশ্ন করেনি কখনও আমাকে,' শীতল গলায় বলল কার্ল। 'কখনও না।'

'ধরে নাও উত্তর বদলে গেছে।'

'ততোটা না,' দ্বিমত পোষণ করল কার্ল। 'যদি প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছে হয় তো দেব, তার আগে নয়।' ওয়েটস্টোনকে পছন্দ হচ্ছে না ওর। অপছন্দটা লুকিয়ে রাখার কোন চেষ্টাও করছে না। জাহাজে যেকদিন ছিল কোন গোলমালে নিজেকে জড়ায়নি, এখন মনটা চাইছে লড়াই করতে।

মৃদু হাসল ওয়েটস্টোন। 'নিজেকে তুমি খুব শক্ত লোক মনে করো, না? তোমার সঙ্গের মহিলাও নিজেকে খুব শক্ত মনে করে মনে হচ্ছে। কে তুমি, মহিলার স্বামী? তুমি নিশ্চই চাও না এই নির্জন জায়গায় বিধবা হয়ে একা সময় কাটাক মহিলা? অবশ্য কথা দিতে পারি, বেশিক্ষণ তাকে একা থাকতে হবে না এখানে।' হাসিটা মুছে গেল তার মুখ থেকে। সহজ ভাবটাও দূর হয়ে গেছে। 'আমি জানতে চাইছি শেষ বারের মতো। কে তুমি?

এখানে কি করছ। জাহাজটা চলে যাবার আগেই তোমার জবাবটা জানতে হবে আমার। যদি মনে করি তোমাকে এখানে চাই না তাহলে ওই জাহাজে করেই ফেরত যাচ্ছ তুমি।'

'তাই? সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে...' স্লিঙে আঙুলের টান দিল কার্ল। এক ঝটকায় বন্দুকটা উল্টো অবস্থায় চলে এলো কোমরের পাশে। নল দুটো ওয়েটস্টোন আর দুই সঙ্গীর দিকে তাক করা। একই সঙ্গে হাত সরিয়েছে কার্ল, এখন বন্দুকের ট্রিগারে ওর আঙুল। 'নড়বে না।' কড়া গলায় নির্দেশ দিল। 'এটার ভেতরে আঠারোটা বাকশট আছে। আমি চাইলে তোমরা চোখের পলক ফেলার আগেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

ঘটনাটা এতোই দ্রুত ঘটেছে যে বরফের মতো জমে গেছে তিনজন। ওয়েটস্টোনের মুখটা ফেকাসে হয়ে গেছে, কিন্তু অস্ত্র থেকে হাতটা দূরেই রাখল সে। বুঝতে পারছে ফাঁকা হুমকি দিচ্ছে না কার্ল।

এবার কার্ল বলল, 'এখন তো প্রশ্ন করার অবস্থায় নেই তোমরা, কাজেই বলছি আমি কে। আমার নাম কার্ল জন্সটন।'

নাকের পাটা ফুলে উঠল ওয়েটস্টোনের, চোখ সরু হয়ে গিয়েছে। 'কার্ল...পাঁচ বছর আগে ডসনে এক কার্ল জন্সটন ছিল। কানাডিয়ান পুলিশের সঙ্গে গোলমাল বাধায় সে আমেরিকায় ফিরে যায়।...হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে, সেলোক যেখানে যেত একটা শটগান নিয়ে যেত।...হ্যাঁ, এখন চিনতে পারছি তোমাকে।' ওয়েটস্টোনের চেহারায় প্রায় খুশি-খুশি একটা ভাব দেখা গেল। 'আরে, কার্ল, তোমাকে এখানে স্বাগতম! তুমি আর তোমার মেয়েমানুষকে আমরা উষ্ণ সম্বর্ধনা দেব দরকার হলে! তোমার মতো লোকই তো চাই আমি এখানে। খামোকা দুশ্চিন্তা করছিলাম তুমি আবার কোন টেরিটোরিয়াল মার্শাল কিনা।'

ডকের দিক থেকে স্টীমারের গম্ভীর হুইস্‌ল্ ভেসে এলো। 'ওটা

ইউকন কুইন,' বলল ওয়েটস্টোন। 'চলে যাচ্ছে। তুমি তোমার অস্ত্র নামাতে পারো, সারা শহরের বিরুদ্ধে তো আর লড়তে পারবে না। জাহাজটা গেলেই আবার নতুন করে জেগে উঠবে শহর। আমাকে তুমি খুন করতে পারবে, স্বীকার করছি, কিন্তু আমার অনেক লোক আছে যারা তোমাকে খুন করে ফেলবে আমি মারা গেলে।'

তাকিয়ে থাকল কার্ল, একটু পর নড করে আঙুল সরিয়ে নিল ট্রিগারের ওপর থেকে, অস্ত্র নামাল। তবে এখনও ওর হাত স্লিং ছুঁয়ে আছে। দরকারে মুহূর্তে আবার হাতে চলে আসবে শটগান।

অধৈর্য স্বরে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল ওয়েটস্টোন, 'হল্ট, কেস, তোমরা যেতে পারো, আপাতত তোমাদের কোন দরকার নেই। সবাইকে জানিয়ে দাও এখন বাইরে বের হতে আর কোন অসুবিধে নেই। বলে দিয়ো জাহাজে আইনের কেউ ছিল না। বলবে কার্ল জন্সটন এসেছে। তাকেও আর সবার মতোই খুঁজছে কানাডার আইন, কাজেই কেউ যেন দুশ্চিন্তা না করে।' কার্লের দিকে তাকিয়ে হাসল ওয়েটস্টোন। 'আমার সঙ্গে তোমার মেয়েমানুষকে নিয়ে স্টোরে চলো, তোমাদের আমি ড্রিঙ্ক কিনে দেব। কয়েকজন ইন্ডিয়ানকে পাঠিয়ে দেব, ওরা তোমাদের মালপত্র নিয়ে আসবে এখানে। পরিচয়ের শুরুটা খারাপ ভাবে হয়েছে আমাদের, কিন্তু কে বলতে পারে শেষটা হয়তো চমৎকার হবে। এখানে আমার নিজেরও একজন মেয়েমানুষ আছে, ও তোমাদের গুছিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারবে।'

দ্রুত চলছে কার্লের মস্তিষ্ক। ও বুঝতে পারছে না এমন কিছু একটা এখানে হচ্ছে এটা টের পাচ্ছে। ঘটনা যা-ই হোক, ও যা ভেবেছিল তার চেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে এটা অনুভব করতে পারছে। মনে হচ্ছে ও একটা মাছি, বোলতার চাকে ঢুকে পড়েছে। আপাতত জেসন ওয়েটস্টোনের কথা মতো না খেলে কোন উপায় নেই। পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে আগে, ঈগলের মতো

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে লোকটার ওপর। 'বেশ,' সায় দিল কার্ল।

কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ওয়েটস্টোন, একবারও পিঠ দিল না কার্লের দিকে। লড়াকু লোক, বুঝতে পারল কার্ল। ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে ওর মাথা, তথ্য খুঁজছে লোকটার ব্যাপারে। সত্যিকার লড়াকু লোক খুব কমই আছে। যারা আছে তারা একে অন্যের নাম জানে, খোঁজ রাখে কে কি করল। একারণেই ডসনের ব্যাপারটা ওয়েটস্টোনের জানা আছে। কানাডায় গানফাইটে একজনকে ও খুন করেছিল। পুলিশরা মেনে নেয় যে ওটা ছিল আত্মরক্ষা। কিন্তু পুলিশের চীফের সঙ্গে খটাখটি বাধায় কানাডা ছেড়ে চলে আসে ও।

তার আগের বছর নিজের নামটা পরিচিত করেছে ওয়েটস্টোন। রেঞ্জ ডিটেকটিভ হিসেবে র‍্যাঞ্চার অ্যাসোসিয়েশনের কাজ নেয় সে। বলা হয় ওয়েটস্টোন কাউকে ধরে আইনের হাতে তুলে দিত না, পেছনের ঝোপ থেকে রাইফেলের একটা গুলি ছিল ওর ঝামেলা শেষ করার মূলমন্ত্র। বিখ্যাত টম হর্নকে এজন্যে পরে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছিল, কিন্তু ওয়েটস্টোন পরিস্থিতি খুব বেশি গরম হয়ে যাবার আগেই গা ঢাকা দেয়। পরে জানা গেছে সে উত্তরে চলে আসে। চিকুট পাস পার হয়ে আলাস্কায় আসে সে। পথে নানা গোলমাল হয়, অনেকে মারা যায়, সেসবের সঙ্গে ওয়েটস্টোনের নাম জড়িয়ে গেলেও কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। এখন দেখা যাচ্ছে সার্কেল সিটি চালাচ্ছে লোকটা। সতর্ক চোখে লোকটাকে দেখল কার্ল, এগিয়ে চলেছে ওয়েটস্টোনের পাশে। জেন আসছে একটু পেছনে।

রাস্তায় এখন লোকের অভাব নেই। ইউকন কুইন চলে যাওয়ায় যেন সঙ্কেত পেয়ে গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসেছে সবাই। হাঁটতে হাঁটতে লোকগুলোকে খেয়াল করছে কার্ল, ওর মগজে সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল। এক পলকে এদের ধরনটা

চিনে গেছে ওর অভিজ্ঞ চোখ। শকুনের দল এরা, উত্তরের কুখ্যাত একদল মানুষ, যাদের প্রধান আয়-উপার্জন নিরীহ মানুষদের সম্পদ কেড়ে নেয়া।

এরা মাইনার, প্রসপেক্টর, ট্র্যাপার নয়; এরা গানম্যান! প্রত্যেকে সশস্ত্র। প্রত্যেকের চেহারায় হিংস্রতার সুস্পষ্ট ছাপ। কৌতূহল এবং প্রশংসা নিয়ে কার্লকে দেখছে তারা। নগ্ন দৃষ্টি দিয়ে জেন স্টোনকে চাটছে। বাম কাঁধে বন্দুকটা ঝোলাল কার্ল। এভাবেও বন্দুক ব্যবহারের অভ্যেস আছে তার। ডান হাতটা খালি রাখল ·৩৮ কোল্টের জন্যে।

যেন কার্লের মন পড়তে পারছে এমন ভঙ্গিতে হাসল ওয়েটস্টোন। 'শক্ত একদল মানুষ ওরা, তাই না? এখানে তোমার নিজেকে মানিয়ে নিতে কোন অসুবিধে হবে না, কার্ল।'

'কোত্থেকে এসেছে ওরা?'

'একটু পর বলছি।' দোকানের কাছে চলে এসেছে ওরা, পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল ওয়েটস্টোন, তবে একবারও কার্লের দিকে পিঠ দিল না।

ভেতরটা প্রকাণ্ড, মালামালে ভর্তি। ডক থেকে আরও মালামাল নিয়ে এসে রাখছে ইন্ডিয়ানরা। সংক্ষেপে তাদের নির্দেশ দিল ওয়েটস্টোন, যাতে কার্লের মালপত্র কেবিনে পৌঁছে দেয়। এক সময় এই ইন্ডিয়ানরা শিকারী এবং ট্র্যাপার হিসেবে সুবিখ্যাত ছিল, এখন শহরের সভ্যতা আর বেআইনী হুইস্কি ওদের চাকরে পরিণত করেছে।

ইন্ডিয়ানদের একজন নড করে জবাবে কি যেন বলল। তার পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল আরও দু'জন ইন্ডিয়ান। ওয়েটস্টোন বলল, 'ওরা তোমাদের মালপত্র পৌঁছে দেবে।' পথ দেখিয়ে পেছনের ঘরে ওদের নিয়ে এলো সে।

পেছনের ঘরটাও ছোট নয়। জ্বলছে একটা স্টোভ। ঘরের

মাঝখানে একটা বড় টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। ঢুকতে ঢুকতে বলল ওয়েটস্টোন, 'বেলা, অতিথি নিয়ে এসেছি।'

মহিলা লাল পোশাক পরে আছে। ওয়েটস্টোনের মতোই সোনালী চুল। বয়স বড়জোর তেইশ কি চব্বিশ হবে। চোখ ধাঁধানো সুন্দরী। সুপুরুষ ওয়েটস্টোনের পাশে তাকে চমৎকার মানিয়েছে। বেগুনি চোখে বিস্ময় নিয়ে কার্ল আর জেনকে দেখল সে, লিপস্টিক রাঙানো ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে গেল। 'যাক, আরেকজন মহিলা দেখতে পেলাম যাকে লাঠি নিয়ে হাঁটতে হয় না!' জেনের চোখে তাকাল। 'কোত্থেকে এসেছ তোমরা?'

'ক্যালিফোর্নিয়া,' জানাল জেন।

'তাহলে তো তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। স্টেটসের ওরা এখন কি পোশাক পরে? বোসো, বোসো, আমি ড্রিঙ্ক নিয়ে আসছি।' কেবিনেটের কাছে চলে গেল বেলা, একটা হুইস্কির বোতল আর চারটে গ্লাস নিয়ে ফিরে এলো।

'ও বেলা ডালটন,' পরিচয় করিয়ে দিল ওয়েটস্টোন, 'আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।' অর্থবহ দৃষ্টিতে কার্লের দিকে তাকাল। 'বেলা, এ জন্সটন, কার্ল জন্সটন। আর...'

'আমার নাম জেন,' ওয়েটস্টোনকে অপ্রস্তুত হতে দেখে মিষ্টি করে হাসল জেন।

বিস্মিত দেখাল ওয়েটস্টোনকে। 'শুধুই জেন?'

'হ্যাঁ, শুধুই জেন। আমি কার্লের সঙ্গে আছি।'

আপাদমস্তক জেনকে দেখল ওয়েটস্টোন, মন্তব্যের সুরে বলল, 'কার্ল সবসময় সেরাটা বেছে নেয়।' এবার সে হাতের ইশারায় ওদের চেয়ারে বসতে বলল। বেলার পাশে নিজেও বসল সে একটা বেঞ্চে। কড়া মেকআপ নিয়েছে বেলা, দেখলে মনে হচ্ছে ডান্স হলের পতিতা। কিন্তু কার্লের তীক্ষ্ণ নজরে ধরা পড়ল, ওপরের কাঠিন্যের নিচে অদ্ভুত একটা সরলতা আর কোমলতা আছে

মেয়েটার। নিষ্পাপ একটা মেয়ে, নিজেকে ঢেকে রেখেছে কড়া মেকআপে। এমন একটা ভান করছে যা সে মোটেই নয়। পুরুষদের মতোই হুইস্কিতে চুমুক দিল বেলা, কিন্তু হুইস্কির স্বাদে মুখ কুঁচকে গেল ওর।

নিজের ড্রিঙ্কটা শেষ করে আরেকটা ঢালল ওয়েটস্টোন, উদার গলায় বলল, 'আর কোন প্রশ্ন তোমাকে করব না, কার্ল। এবার বলছি এখানে পরিস্থিতিটা কেমন। জানলে হয়তো তুমি বলবে কেন এসেছ।' একটা সিগার বের করে দাঁতে কামড়ে ধরে আগুন জ্বালল সে। 'তুমি জিজ্ঞেস করেছ বাইরের ওই নেকড়েগুলো কোত্থেকে এলো। ওদের বেশিরভাগই এসেছে কানাডা থেকে। পলাতক আসামী আর ধরা-না-পড়া অপরাধী। পুলিশের ধাওয়ার কারণে শীত কাটানোর কোন জায়গা ছিল না ওদের, সে ব্যবস্থা আমি করেছি।' হাসল জেসন। 'টাকার বিনিময়ে ওদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

আরও ড্রিঙ্ক ঢালল সে। 'শহরটা মারা যাচ্ছিল। লোকজন চলে যাচ্ছিল। আমি শুধু শেষ মুহূর্তে কম দামে ওদের সম্পত্তি কিনে নিয়েছি। আইনত আমিই এখন শহরের বেশিরভাগ সম্পত্তির মালিক। প্রচুর রসদ আনিয়েছি, তারপর খবর ছড়িয়ে দিয়েছি, এখানে প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা আছে, আইনের উপস্থিতি ছাড়া। কানাডার চোর-ডাকাতরা এর বেশি কিছু চায় না। বাড়ি আছে এখানে, রসদ আছে, মেয়েমানুষেরও কোন অভাব নেই। প্রচুর ইন্ডিয়ান মেয়ে ভাড়া করেছি আমি। এদিকের ইন্ডিয়ানদের এমনই অবস্থা যে নিজের মেয়েমানুষও বেচে দেয় একটা ড্রিঙ্কের বদলে। শহরটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শীতের আগেই কানাডার মাউন্টেড পুলিশের তাড়া খেয়ে যারা আসবে তারা শহরটা ভরে তুলবে। এখানে আলাস্কায় ওদের ছুঁতে পারবে না কানাডিয়ান পুলিশ। আর যদি ছুঁতে পারতও তাতে আমার কিছু

যেত আসত না। এ বছর তাড়াতাড়ি শীত পড়বে, জগতের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সার্কেল সিটি। চাঁদের পিঠে যেমন কেউ বিরক্ত করতে যেত না তেমনি সার্কেলেও এদের বিরক্ত করতে আসবে না আর কেউ।'

'আচ্ছা,' আস্তে করে বলল কার্ল। বুঝতে পারছে ওয়েটস্টোনের পরিকল্পনা। 'কিন্তু এখানে বার্চ ক্রীক আর অন্যান্য জায়গায় সেসব মাইনাররা আছে তাদের ওপর অত্যাচার হবে না আউট-লরা থাকলে?'

হেসে উঠল জেসন ওয়েটস্টোন। 'ঝুঁকি তো ওদের নিতেই হবে এই এলাকায় থাকতে হলে। এদের কেউ যদি মাইনারদের সোনা চুরি-ডাকাতি করে নেয় তাহলে আমি কি করতে পারি? হ্যাঁ, পুরানো সেটলাররা বেশ আপত্তি তুলছিল, কিন্তু তাদের বেশিরভাগই চলে গেছে। যারা আছে তারাও না খেয়ে মরবে শহরটা জনশূন্য হয়ে গেলে। ওদের কারও কিছু করার নেই। সবকিছুর আইনী নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে। যতোক্ষণ পর্যন্ত কারও ওপর টেরিটোরিয়াল ওয়ারেন্ট ইস্যু না-হচ্ছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে বাড়ি আমি ভাড়া দিতেই পারি। শীতের রসদ যোগানেও আইনগত কোন বাধা নেই। ড্রিঙ্ক আর মেয়েমানুষ দিয়ে ইচ্ছে করলেই আমি ব্যবসা করতে পারি। কারও আপত্তি করার কিছু নেই। কারও বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছি না আমি। আগামী বষন্তে আমি বড়লোক হয়ে যাব, কার্ল।'

সিগারটা নিভে গেছে, ওটা আবার জ্বালল সে। 'শুনলে তো আমার পরিকল্পনা, এবার তোমার ব্যাপারে বলো। ক্লনডাইকে তুমি ওয়ান্টেড ছিলে, কিন্তু এসেছ নোম থেকে। কেন?'

দ্রুত চিন্তা করল কার্ল। এখন এতো তাড়াতাড়ি ডিউই বা কমিটী অভ টেনের ব্যাপারে কিছু না বলাই ভাল। হয়তো বললে কিছু যাবে আসবে না, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত কিছুও ঘটতে পারলে

নামগুলো উল্লেখ করলে। আগে শহরের পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে নিতে হবে। কার্ল বলল, 'আসলে তুমি যখন অন্যের বউ নিয়ে পালাবে তখন এমন কোথাও যেতে চাইবে যেখানে স্বামী ধাওয়া করে ধরতে পারবে না।'

জেনের দিকে তাকাল জেসন, চোখে খেলে গেল কিসের যেন ছায়া। 'ও,' নরম স্বরে বলল সে। কার্ল বুঝে গেল তাকে জেসন বিশ্বাস করেছে। 'ব্যাপার তাহলে এই!' কৌতূহলী চোখে কার্লের দিকে তাকাল। 'ওর স্বামীকে ভয় পাচ্ছ নাকি? আমি জানতাম কার্ল জন্সটন দুনিয়ার কাউকে ভয় পায় না।'

'আমি লোকটাকে খুন করতে চাইনি,' মিথ্যে বলল কার্ল। 'স্টেট্‌সে লোকটার নাম আছে। হয়তো আমার নামে খুনীর পোস্টার বেরিয়ে যেত এতোদিনে। তাছাড়া অনেকদিন হলো আমি আলাস্কায় আসিনি, আসার সময় হয়ে গিয়েছিল বলে চলে এলাম। ভেবেছিলাম সার্কেলে পোকার আর ব্ল্যাকজ্যাক খেলে বেশ দু'পয়সা আয় করা যাবে। জানতাম না সার্কেলে থাকতে গেলে উল্টো পয়সা খরচ করতে হবে আমাকে। কেবিনের জন্যে কতো দিতে হবে?'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জেসন। 'সম্ভবত তোমাকে কিছু দিতে হবে না, কার্ল।'

'সেটা তোমার বদান্যতা,' জানাল কার্ল।

'না, আমি বদান্যতা দেখাচ্ছি না। আমার সঙ্গে একটু আগে যে দু'জন ছিল তাদের দেখেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওদের মতো আরও অনেকেই আছে আমার পে-রোলে। তবে ওরা কেউ মাথা খাটায় না। আমার মাথা খাটায় এমন লোক দরকার। এ শহরে যে ধরনের মানুষ ভিড় করেছে তাতে টিকে থাকতে হলে তোমাকে হতে হবে ওদের সেরা। তা যদি না হও,

তোমাকে স্রেফ মেরে ফেলে জায়গা করে নেবে আর কেউ। শক্ত লোক দরকার আমার। আর তোমার চেয়ে শক্ত লোক দুনিয়ায় জন্মায় না। মনে হচ্ছে তুমি আর আমি একটা চুক্তিতে আসতে পারি। তোমাকে আমার দরকার। তোমার বুদ্ধি আর অস্ত্র–দুটোই আমার প্রয়োজন।'

মনে মনে খুশি হলো কার্ল, জেন ওর জন্যে পরিস্থিতিটা অনেক সহজ করে দিয়েছে। চুক্তিতে রাজি হলে ডিউই লেনের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়ার সুবিধে হয়ে যাবে। সেকারণেই এখানে এসেছে কার্ল, জেসনের সঙ্গে বাজাবাজি করতে নয়। 'শুনে তো ভালই মনে হচ্ছে,' বলল ও, 'নির্ভর করে কতোখানি বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে আমাকে তার ওপর।'

'সার্কেল সিটি ছেড়ে কোথাও তুমি যাবে না। বিনিময়ে মাসে আমি যা রোজগার করি তার দশ পার্সেন্ট পাবে। যা ভাবছ তার চেয়ে অনেক বেশি টাকাই আসবে তোমার হাতে। বেশ চড়া দামে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছি আমি, রসদের দামও বেশি ধরছি। দশ পার্সেন্টের বিনিময়ে তুমি আমার লোক হিসেবে থাকবে, দরকারে আউট-লদের বুঝিয়ে দেবে আমাকে ঘাঁটানো বা বাড়াবাড়ি করা চলবে না। জুয়া খেলে তুমি যা পাবে তাতে আমার কোন ভাগ থাকবে না, ওটা তোমার একার রোজগার।'

'শুধু অস্ত্র ভাড়া দেয়ার বদলে তাহলে ভাল টাকাই সাধছ তুমি।'

'প্রয়োজনে লড়তে হবে,' বলল জেসন। 'নিশ্চিত ধরে নিতে পারো শীত শেষ হওয়ার আগেই অন্তত কয়েকবার তোমাকে ডুয়েল লড়তে হবে। শুধু যে আউট-লদের সঙ্গে তা নয়, মাইনারদেরও বশে রাখতে হবে। তাছাড়া আছে শহরের পুরানো সেটলাররা। সংখ্যায় ওরা আশি থেকে একশোজন হবে। ওরা আমাকে পছন্দ করে না। যে বিরোধিতার মাঝে কাজ করতে হবে

তাতে বলা যায় তোমার বেতন হালাল হয়ে যাবে। শক্ত থাকতে হবে তোমাকে, এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে সবকিছু, যাতে...' থেমে গেল জেসন পেছনের দরজাটা খুলে যাওয়ায়।

দরজায় যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে সে বেঁটে এবং মোটা এক মাঝবয়সী উষ্কখুষ্ক চুলে পাক ধরা লোক। তার পরনে শহরের সুট। কোটের নিচে ভারী একটা সোয়েটার। অল্প অল্প টলছে। মাতাল। বেলার হাত বুকের কাছে উঠে এলো, বিস্ফারিত হলো চোখ। বিড়বিড় করে বলল, 'বাবা! বাবা, তুমি...'

'চুপ করো পতিতা কোথাকার!' কর্কশ গলায় ধমক দিল লোকটা। চোখ পিটপিট করে জেসনের দিকে তাকাল। 'এই যে, জেসন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'নেই,' এক কথায় বলে দিল জেসন ওয়েটস্টোন। 'বেলা তার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে।'

'কিসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেলা সেটা বোঝে?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। মেয়ের দিকে আঙুল তাক করল। 'একবার দেখো নিজেকে। আমার মেয়ে তুমি! পতিতাদের মতো পোশাক পরে মুখে রং মেখে বসে আছো। দোষটা ওয়েটস্টোনের, ও তোমার মাথা খেয়েছে। ও আসার আগে পর্যন্ত ভদ্রমহিলা ছিলে তুমি। ভাল মেয়ে ছিলে।'

ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে জেসন, ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'আগেও তোমার সঙ্গে এব্যাপারে কথা হয়েছে, ডক। আলাস্কার এদিকে তোমার মেয়ে সেরা সুন্দরী এটা আমার দোষ হতে পারে না। তুমি মদ খেয়ে পড়ে থাকো বলে ভাল কোন শহরে প্র্যাকটিস করতে পারো না, বেলা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল বনের ধারে একা থাকতে থাকতে, এটা আমার দোষ? আগেও তোমাকে বলেছি, এবার শেষ বারের মতো বলছি, আমাকে আর বেলাকে ঘাঁটাতে এসো না, নাহলে বিরাট বিপদে পড়ে যাবে।'

'বিপদ!' ঠোঁট বাঁকা করল ডাক্তার। 'তুমি কি মনে করো বিপদের ভয় পাই আমি?' হাত নড়তে শুরু করল তার, একটা নাক বোঁচা ব্যাঙ্কারস স্পেশাল রিভলভার বেরিয়ে আসছে হাতে। 'না, তোমাকে আমি ভয় পাই না।' দরজায় আরেক হাতের ঠেলা দিয়ে নিজেকে সামলে নিল। 'আমি তোমাকে খুন করতে এসেছি, জেসন। তোমাকে খুন করে পতিতা হয়ে যাওয়া মেয়েটাকে আমার ফিরিয়ে নিয়ে যাব, চেষ্টা করে দেখব আবার ওকে ভদ্রমহিলা করা যায় কিনা।' গলা কাঁপছে লোকটার, কিন্তু হাত নিষ্কম্প। অস্ত্রটা জেসনের বুকে তাক করে বলল, 'আমি মনে করি না তুমি প্রার্থনা করতে শিখেছ, জেসন। তবে যদি পারো তো করে নাও এই শেষ সময়ে।'

এবার নড়ল কার্ল। ঘরে যারা আছে তাদের মধ্যে সে-ই ডাক্তারের সবচেয়ে কাছে আছে। হঠাৎ করেই ওর বুট পরা পা ঝটকা দিয়ে ডাক্তারের হাতে লাগল। নড়ে গেল রিভলভারটা, নল ছাদের দিকে, বুম করে গুলি বের হলো। ডাক্তার নিজেকে সামলে নেয়ার আগেই তার পাশে গিয়ে কব্জি ধরে বসল কার্ল। হাড়ের মড়মড় আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল। গুঙিয়ে উঠল ডাক্তার, হাত থেকে অস্ত্রটা ছেড়ে দিল।

জেসনও উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁতের ফাঁকে বলল, 'ওকে ছেড়ে দাও, কার্ল।'

কার্ল সরে দাঁড়াল। জেসন এগিয়ে আসছে। বেলা চেঁচিয়ে উঠল, 'জেসন! না!'

'যথেষ্ট সহ্য করেছি ওর অত্যাচার।' হাতের উল্টোপিঠে প্রচণ্ড জোরে চড় মারল জেসন। হাত-পা ছড়িয়ে স্টোরের ভেতর চলে গেল ডাক্তার। প্যান্থারের দ্রুততায় অনুসরণ করল জেসন, ডাক্তার মেঝেতে পড়ার আগেই সোয়েটারের কলার ধরে দাঁড় করাল, তারপর চড় মারল আবার হাতের উল্টোপিঠে।

'জেসন, প্লীজ!' আর্তি করল বেলা।

চড় মারার জন্যে হাত উঁচু হয়ে আছে, জেসন বলল, 'বেছে নাও। হয় আমাকে নয় তোমার বাবাকে।'

'জেসন আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু...'

'হয় আমি নয় তোমার বাবা!' প্রায় গর্জন বেরোচ্ছে জেসনের গলা দিয়ে।

বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে আছে বেলা, চেহারায় নানা অনুভূতির খেলা, উত্তেজিত হয়ে আছে, টাইট লাল পোশাকের নিচে দ্রুত ওঠানামা করছে বুক। মনে হলো হঠাৎ করেই শিথিল হয়ে গেল সে, ফিসফিস করে বলল, 'জেসন, আমি তোমাকেই চাই। ঈশ্বর জানেন, তোমাকে চাই আমি।'

'বেশ, তবে ভেতরে যাও!' ডাক্তারকে টেনে নিয়ে স্টোরের দরজার দিকে চলল জেসন, হাতের দু'পিঠে চড় মেরে চলেছে। ডাক্তারের মাথাটা এপাশ ওপাশ করছে। 'বুড়ো শয়তান, শুনেছিস তোর মেয়ের কথা? গুলি করবি আমাকে?' পরপর দুটো চড় মারল জেসন ডাক্তারের মুখে। রক্ত বেরিয়ে এলো লোকটার ফাটা ঠোঁট থেকে। দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। 'আবার যদি জ্বালাতে আসিস, খুন করে ফেলব তোকে।'

এবার জেসন হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে ঘুসি মারল ডাক্তারের মুখে। ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল ডাক্তারের মাথা, টলমল পায়ে স্টোরের বাইরে চলে গেল লোকটা। জেসন তাকে ছেড়ে দিতেই সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ল। পড়েই থাকল ওখানে মড়ার মতো। বেলা দৌড়ে আসছিল কি ঘটেছে দেখতে, কিন্তু জেসন তাকে ধরে ফেলল, কড়া স্বরে বলল, 'না, তুমি আমাকে বেছে নিয়েছ।' জেসনের ব্যক্তিত্বময় সুদর্শন চেহারা এখন শান্ত, নরম চোখে বেলার দিকে তাকাল। 'মনে নেই তুমি আমাকে চেয়েছ?'

মনে হলো জেসনের দৃষ্টির সামনে গলে গেল মেয়েটা। একবার

জেসনের পাশ দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। ওর বাবা হামাগুড়ি দিয়ে উঠছে, পরাজিত একজন মানুষ। জেসনের চোখে তাকাল বেলা, ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, ডার্লিং, আমার মনে আছে।'

বেলাকে কাছে টানল জেসন গাঢ় চুমু দিল ঠোঁটে। কার্ল দেখল বেলার শরীর সাড়া দিতে শুরু করেছে, গা ডলছে সে জেসনের শরীরে। বুঝে গেল কার্ল, বেলা আসলে জেসনের সম্পূর্ণ অধীন, বলা চলে মানসিক ভাবে বন্দি।

জেনের দিকে তাকাল কার্ল, চোখ বড় বড় করে বিস্ময় নিয়ে দৃশ্যটা দেখছে জেন। চোখে আরও একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। জ্বলজ্বল করছে চোখ। কার্ল টের পেল, জেসন জেনকেও প্রভাবিত করেছে। সুযোগ পেলে সদ্ব্যবহার করতে ছাড়বে না জেন। অজান্তে ভ্রূ একটু কুঁচকে গেল কার্লের, সেক্ষেত্রে ও যা ভেবেছিল তার চেয়ে বড় ঝামেলায় পড়তে হবে ওকে। বেলাকে ছেড়ে এগিয়ে এলো জেসন ভেতরের ঘরের দিকে। শান্ত চেহারা, ঠোঁটে মৃদু হাসি–আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ।

'সামান্য পারিবারিক বিরোধ,' বলল সে। 'আমি আগেই বলেছি পুরানো সেটলাররা আমাকে দেখতে পারে না। ধন্যবাদ, কার্ল, লাথিটা তুমি না মারলে হয়তো সত্যি সত্যি আমাকে ফুটো করে দিত বুড়ো হারামজাদা। এরকম পরিস্থিতি আবারও আসতে পারে। সেজন্যেই তোমাকে আমার পাশে দরকার। কাজটা নিচ্ছ তুমি?'

জেনের দিকে তাকাল কার্ল। কথাবার্তায় জেনের কোন খেয়াল নেই যেন, একদৃষ্টিতে এখনও দেখছে জেসনকে। বড় করে শ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাল কার্ল। 'নিচ্ছি।'

খুশি হয়ে হাসল জেসন। 'ভাল। তাহলে এখন থেকে তুমি সার্কেল সিটির দ্বিতীয় প্রধান লোক।' বোতলের দিকে হাত বাড়াল। 'এসো, সৌভাগ্য কামনা করে একটা ড্রিঙ্ক নিই।'

ছয়

উত্তর থেকে ভেসে আসা বাতাস অত্যন্ত শীতল। কালো আকাশের নিচে মাটি ছুঁইছুঁই করছে ঘন মেঘ—আগাম তুষারপাতের হুমকি দিচ্ছে। এবছর সময়ের অনেক আগেই শীত পড়বে। ক্যাম্পেইন হ্যাটের বদলে নেকড়ের চামড়ার ক্যাপ পরেছে কার্ল, বুকে ঝুলছে শটগানের গুলির ব্যান্ডোলিয়ার, কাঁধে স্লিঙে ফক্স বন্দুকটা। জেসনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরদিন আজ। শহরের রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছে কার্ল।

গতকাল প্রায় সারাদিন জেন আর ও জেসন এবং বেলার সঙ্গে কাটিয়েছে। দুটো ব্যাপারের কোনটাই কার্লের নজর এড়ায়নি। জেসন আর জেন পরস্পরকে বারবার দেখেছে প্রশংসার চোখে। বেলাও ব্যতিক্রম নয়, ওকে আপাদমস্তক জরিপ করেছে মেয়েটা—চোখে ছিল নগ্ন আকাঙ্ক্ষা।

হাঁটতে হাঁটতে বাঁকা হাসল কার্ল। জেসন অতি সুদর্শন, সন্দেহ নেই কোন, যেকোন নায়কের মতোই ওর চেহারা। নারীদের আকর্ষণ করার সহজাত একটা ক্ষমতাও তার আছে। দিনটা শেষ হওয়ার আগেই জেন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। খুব সাবধানে তাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। তবে জেসনকে উত্তেজিত করার জন্যে যথেষ্টই করেছে জেন। ব্যাপারটা বেলাও খেয়াল করেছে। বিরক্ত হয়েছে সে। এমনিতেই দ্বিধায় ছিল বাবাকে জেসন মারপিট করায়, ফলে সে মনোযোগ দিয়েছে ওর দিকে। কয়েকবার

কার্ল খেয়াল করেছে বেগুনি চোখে কৌতূহল আর প্রশংসা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। মাঝে মাঝে দেখেছে জেনকে দেখছে মেয়েটা হিংসে নিয়ে।

হাসিটা আরও চওড়া হলো কার্লের। দুই মহিলাকে একই কেবিনের ভেতর রাখা হলে আগে হোক পরে হোক একটা বিস্ফোরণ ঘটবেই। জেন স্টোন জেসনের প্রতি আকর্ষিত হওয়াও কোন হিংসে অনুভব করছে না কার্ল, জেনের কাছ থেকে যা মজা পাবার তা পেয়েছে ও, এর বেশি কিছু আশা করে না। ডিউই লেনকে খুঁজে বের করতে পারলে বা তার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে আরও বিশ হাজার ডলার পাবে ও—ব্যস, জেনের সঙ্গে সমস্ত হিসেব নিকেশ চুকে যাবে। টাকার ব্যাপারটাই বড় করে দেখার বিষয়। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সময়ের আগেই ঝামেলায় না-জড়ানো। আগে শহরের পরিবেশ বুঝতে হবে। পরিস্থিতি বোঝার জন্যে চমৎকার একটা অবস্থানে আছে এখন ও। জেসন ওয়েটস্টোনের প্রধান লোক হওয়ায় সহজেই খবর বের করা সম্ভব হবে ওর পক্ষে।

আপাতত হাতের তাস বুকের কাছে রেখে খেলতে হবে, যাতে কেউ টের না পায় কি আছে ওর হাতে। সার্কেল সিটিতে যা কিছু জানার আছে সব জানার আগে পর্যন্ত জেসন ওয়েটস্টোনের পক্ষে থাকতে হবে। ধারণাটা কাল রাতে কেবিনে ফিরে জেনের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করেছে ও। কেবিনটা ইন্ডিয়ানটা মেরামত করে দিয়ে গেছে। সমস্ত মালপত্রও পৌঁছে গেছে কেবিনে।

ফোর-পয়েন্ট হাডসন্স বে কম্বলের নিচে শুয়ে পরস্পরকে আনন্দ দিয়েছে ওরা। বরাবরের চেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে জেন স্টোন। কার্ল বুঝেছে তার এই আগ্রহ এসেছে জেসন ওয়েটস্টোনের সঙ্গে সারাদিন কাটানোয় এবং জেসন জেনকে সারা বিকেল বিশেষ নজরে দেখায়। ব্যাপারটা পরিষ্কার করা দরকার মনে করেছে কার্ল,

সেজন্যেই বলেছে, 'কি কথা ছিল মনে আছে? আমি নির্দেশ দেব, সে নির্দেশ তোমাকে মানতে হবে। আমি এখন তেমনই একটা নির্দেশ দিচ্ছি তোমাকে। এখন থেকে জেসন ওয়েটস্টোনের কাছ থেকে দূরে থাকবে তুমি।'

অলস ভাবে আড়মোড়া ভাঙল জেন। সবুজ চোখে বোদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে হাসল। 'কেন? হিংসে হচ্ছে?'

'না,' শান্ত গলায় বলল কার্ল।

'তাহলেই ভাল,' বলল জেন, 'হিংসে করার কোন দরকার নেই তোমার। হ্যাঁ, জেসন ওয়েটস্টোন সুদর্শন, কিন্তু সে তোমার মতো পুরুষালী নয়। সুন্দর লোক আমি হলিউডেও অনেক পেয়েছি, কিন্তু আমার যা দরকার সেটা পেয়েছি তোমার কাছে। তবে ঠিকই বলেছ তুমি, আমি চোখের ইঙ্গিতে জেসনকে কাছে আসতে বলেছি। আমি লোকটাকে চালাতে পারব। আগেও অনেককে চালিয়েছি নিজের পছন্দ মতো। ভাবছি জেসন ওয়েটস্টোনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা যতো ঘনিষ্ঠ হবে ততোই ভাল। হয়তো ওর কাছ থেকে কোন তথ্য আদায় করতে পারব আমি।'

বিরক্ত হয়ে বিছানা থেকে উঠে গেছে কার্ল, ঘরের মাঝখানে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউকন স্টোভের আগুনে ঘরটা গরম হয়ে আছে। দুটো সিগারেট জ্বেলেছে কার্ল, একটা জেনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে, 'বোকামি কোরো না। জেসন ওয়েটস্টোনের মতো লোক আগে কখনও দেখোনি তুমি। দেখতে সুন্দর ও, কিন্তু তোমার হলিউডের পুরুষদের মতো পুতুপুতু ধরনের মানুষ নয়। নাচাতে যেয়ো না, স্রেফ হজম করে ফেলবে তোমাকে সে, তারপর প্রয়োজন যখন ফুরাবে, থুতুর সঙ্গে বের করে ফেলে দেবে। তাছাড়া তুমি হয়তো পরিস্থিতি এমন করে তুলবে যে তোমার জন্যে লড়তে হবে আমাদের দু'জনকে। তাতে আমার পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হবে।'

'আমার-জন্যে জেসনের সঙ্গে লড়বে তুমি?'

নাক দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল কার্ল, ঠাণ্ডা চোখে জনকে দেখল। 'তোমার জন্যে লড়ব না আমি, কিন্তু তুমি ওর সঙ্গে মাখামাখি করতে গেলে ওর ধারণা হবে তোমাকে পেতে হলে আগে আমাকে পথ থেকে সরানো দরকার। একটা কথা তোমার জেনে রাখা ভাল, আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আর হলিউডে ফিরতে পারবে না তুমি, নাটক তো দূরের কথা, জেসন যখন তোমাকে ছাড়বে তখন আর সবাই ধরবে। শেষে পতিতালয়েও স্থান পাবে না তুমি। মনে রেখো একদল নেকড়ের মাঝে তুমি একটা ভেড়া। খেলতে যেয়ো না, কাঁচা খেয়ে ফেলবে ওরা। এরা অভিনেতা নয়, সত্যিকারের রুক্ষ বুনো পুরুষ মানুষ।'

উঠে বসল জেন, বুকের ওপর থেকে কম্বল সরে গেছে। গম্ভীর এখন চেহারা। 'ঠিক আছে, জেসনের কাছ থেকে আমি দূরে সরে থাকব। তুমিও বেলার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চোলো, কয়েকটা ড্রিঙ্কের পর ও তোমার দিকে কিভাবে তাকাচ্ছিল তা আমার নজর এড়ায়নি। জেসন ওয়েটস্টোনই একমাত্র মানুষ নয় যে একই খাদ্যে বিরক্ত হয়ে গেছে।'

'আমি বেলার ধারেকাছেও ঘেঁষব না। তবে ওর বাবার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

'ওর বাবা? তার সঙ্গে কি কথা?'

'অনেকদিন ধরে এখানে আছে সে। ডাক্তার মানুষ, সবাইকে চেনার কথা। তাছাড়া জেসনের ওপর রাগ আছে তার। হয়তো ডিউই লেনের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে সে।'

'আজকে যা হলো তারপরও তোমার কাছে মুখ খুলবে সে?'

'দেখা যাবে,' বলল কার্ল। 'হয়তো সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে তার সঙ্গে। সময় লাগবে যদিও। ধৈর্য ধরতে হবে তোমাকে

'ধৈর্য ধরতে আপত্তি নেই আমার,' বলল জেন। 'সবকিছু

তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সেজন্যেই তোমাকে ভাড়া করেছি আমি।...আরও একটা কারণ আছে...' ভেজা ঠোঁট ফাঁক করল জেন, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। 'শীত লাগছে আমার।'

বিছানার দিকে এগিয়ে গেল কার্ল।

*

জেসন ওয়েটস্টোনের দোকানে পৌঁছে গেল কার্ল, সিঁড়ির ধাপগুলো টপকে প্রবেশ করল ভেতরে। কাউন্টারের পেছনে আছে জেসন, সোনার গুঁড়ো ওজন করছে। কাউন্টারের সামনে যে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখে কোনমতেই মাইনার বলে মনে হয় না। দু'জনই ভারী ম্যাকিনও আর ফার ক্যাপ পরে আছে। বেল্টে ঝুলছে দুটো করে .৪৫ সিক্সগান। দ্বিতীয়জনের হাতের ভাঁজে একটা মার্লিন .৪৫-৭০ রাইফেলও আছে। মুখটা তার সরু, কুঁতকুঁতে চোখ দুটো জেসনের দাঁড়িপাল্লার ওপর সেঁটে আছে। সোনার গুঁড়োর ওজন অন্তত বিশ আউন্স হবে।

দাঁড়িপাল্লা নামিয়ে রাখল জেসন, সোনার গুঁড়ো চামড়ার থলেয় পুরে বলল, 'মোট পনেরো আউন্স। প্রতি আউন্স তিরিশ ডলার হিসেবে...'

মারলিন হাতে সরু মুখের লোকটা নাক দিয়ে অসন্তুষ্টির আওয়াজ করল। 'পনেরো আউন্স, ওয়েটস্টোন? আমাদের কি মনে করো তুমি? পুরো বিশ আউন্স আছে ওখানে।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল জেসন। একে একে দু'জনের ওপর ঘুরে এলো তার নীল চোখের কঠোর দৃষ্টি। 'আমার দাঁড়িপাল্লা পনেরো আউন্সই দেখিয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে তোমার দাঁড়িপাল্লায় কারচুপি করা আছে,' বলে উঠল লাল দাড়িওয়ালা সঙ্গী। 'বোনানযা ক্রীকে মাইনারের কাছ থেকে ওটা কেড়ে নেবার পর দু'বার আমরা মেপে দেখেছি—বিশ আউন্স আছে ওখানে। হয় আমাদের বিশ আউন্সের টাকা দেবে

তুমি, নইলে…' রিভলভারের দিকে হাত বাড়াল সে। সরু চেহারার লোকটা রাইফেলের নলটা জেসনের দিকে ঘোরাতে শুরু করেছে। 'ঠকতে এখানে আসিনি আমরা,' আড়ষ্ট স্বরে বলল লাল দাড়িওয়ালা।

কাউন্টারের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে জেসন। নরম গলায় বলল, 'তোমরা ভাবছ তোমাদের সঙ্গে সৎ ব্যবসা করছি না আমি, তাই না?' ডানহাতটা নড়ল তার। এতোই দ্রুত যে চোখ দিয়ে অনুসরণ করা যায় না। আবার যখন হাতটা স্থির হলো, দেখা গেল লাল দাড়িওয়ালার দিকে একটা ·৪৪ তাক করে রেখেছে সে। বলল, 'এটা হয়তো তোমাদের মতামত বদলাতে সাহায্য করবে।'

অর্ধেক বের হওয়া অবস্থায় অস্ত্রটা থেকে হাত সরিয়ে নিল লাল দাড়িওয়ালা, বিড়বিড় করে কাকে যেন গাল বকল।

'কি?' জিজ্ঞেস করল জেসন, 'আমার ওজন মেনে নিচ্ছ, নাকি না?' অস্ত্রটা লাল দাড়িওয়ালার ওপর থেকে সরে সরু মুখের শরীর ঘুরে এসে এবার স্থির হলো মাঝামাঝি। কার্লের দিকে তাকাল জেসন। 'আছো তো?'

'আছি।' আস্তে করে স্লিং ধরে বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামাল কার্ল।

শীতল হাসল জেসন। 'আমার ·৪৪ দেখার পর তর্ক করার ইচ্ছে থাকতে পারে তোমাদের, কিন্তু ওর টেন-গজ শটগানটা দেখার পর বোধহয় তোমাদের কিছু বলার থাকবে না।'

আস্তে করে মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল দু'জন। নিষ্কম্প হাতে কামানের মতো বন্দুকটা তাক করে দাঁড়িয়ে আছে কার্ল। বিরাট একটা ঢোক গিলল লাল দাড়িওয়ালা। 'ঠিক আছে, ওয়েটস্টোন, তোমার কথাই থাকল। বন্দুকের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলার নেই।'

'এই তো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলতে শুরু করেছ,' বলল

জেসন। 'সোনার বদলে তোমাদের আমি বাকিতে রসদ নিতে দেব। আমার যেকোন খালি কেবিনে থাকতে পারো তোমরা।'

'নগদ চাই আমাদের,' বলল লাল দাড়িওয়ালা।

মায্‌ল্‌টা লাল দাড়িওয়ালার ওপর স্থির করল জেসন। 'তোমাদের কাছে যদি নগদ থাকে তো এমন কোথাও খরচ কোরো না যেখানে খরচ করলে টাকাটা আমার পকেটে আসবে না। অবশ্য তেমন জায়গা শহরে খুব একটা নেই। যা কিছু সার্কেল সিটিতে দরকার হবে সব আমিই যোগান দিয়ে থাকি।' সিক্সগানের নলের ওপর দিয়ে হাসল জেসন। 'অন্যখানে বাজে খরচ করার দরকার নেই, কি বলো, আছে?'

একেবারেই গিরগিটির মতো ঠাণ্ডা রক্ত জেসনের, সিদ্ধান্তে এলো কার্ল। শুধু অস্ত্রের কারণে নয়, বরং জেসনের ব্যবহারেই গোলমাল না করে পিছিয়ে যাচ্ছে লোক দুটো। যতো অসন্তোষই প্রকাশ করুক, পিছিয়ে যেতে হচ্ছে তাদের। সোনার থলে কাউন্টারের নিচে ঢুকিয়ে রাখল জেসন, লোক দু'জন দোকানের বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত অস্ত্র নামাল না, তারপর তারা চলে যেতে বলল, 'ধন্যবাদ, কার্ল। যা ভেবেছিলাম ঠিক সেরকমই কাজে আসছ তুমি। সোনার গুঁড়োর দশ পার্সেন্ট তোমার।'

'জানি সেটা,' বলল গম্ভীর কার্ল, 'কিন্তু শহরে আসা সবকয়জন আউট-লর সঙ্গে যদি তুমি এই একই আচরণ করো তাহলে শীত শেষ হওয়ার আগেই দল বেঁধে চড়াও হবে ওরা তোমার ওপর।'

'সবাইকে এভাবে চুষি না আমি,' হেসে উঠে বলল জেসন, 'শুধু মাথামোটা গাধাগুলোকে সামান্য ঠকাই। চালাক যারা, যাদের হাত অস্ত্রে চালু, তাদের সঙ্গে সাবধানে ব্যবসা করি আমি। তারা আমার পক্ষে থাকবে। তাতে ওদের নিজেদেরই সুবিধে। তবে বোকাগুলো যে টাকা বাকি পাবে তাতে মজা করে নিতে পারবে সার্কেল সিটিতে।' একটা সিগার ধরিয়ে আরেকটা কার্লের

দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'তুমি আর তোমার মেয়েমানুষ কেবিনে গুছিয়ে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ।' সিগারটা ধরাল কার্ল।

'দারুণ মাল বাগিয়েছ। ওর পাশে বেলাকে দেখে মনে হচ্ছিল ছেঁড়া কাঁথা পরা ভিখারিনী। তুমি ওর ব্যাপারে লেনদেনের ব্যবসা করতে চাও না আপাতত, ঠিক কিনা?'

'ঠিক।'

হেসে উঠল ওয়েটস্টোন। 'ঠিক আছে, মাঝ শীত পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক তোমার মত বদলায় কিনা।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করবে ভাবছ?'

'শহরে ঘুরেফিরে বেড়াব। হয়তো সামান্য পোকারও খেলব।'

'ভাল। আমিও তাই চাই। চোখ-কান খোলা রেখো। যদি মনে করো কিছু আমার জানা দরকার তো সঙ্গে সঙ্গে এসে জানিয়ে যেয়ো।'

'নিশ্চই।'

'যদি হুইস্কি চাও তো ডান্সহল দুটোর যেকোনটায় চলে যেয়ো। দুটোই আমার। ওখানে তোমার জন্যে বিনে পয়সায় মদ সরবরাহ করতে বলে দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ,' বলে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো কার্ল।

সাদা পাখির পালকের মতো দু'এক চিলতে তুষার এসে রাস্তায় পড়ছে শীতল বাতাসে ভেসে ভেসে। বোর্ডওয়াক ধরে এগিয়ে চলেছে কার্ল, ডাক্তারের অফিসটা খুঁজছে ওর চোখ। প্রথমে অফিসটা খুঁজে পেতে হবে, তারপর বুঝতে হবে কিভাবে কারও চোখে না পড়ে ভেতরে ঢোকা যায়। প্রধান সড়কে অফিসটা নেই, বোধহয় কোন পার্শ্ব রাস্তায় হবে। একটা কোনা ঘুরে থামল কার্ল।

বোর্ডওয়াক ধরে সেই দু'জন লোক হেঁটে আসছে স্টোরের ভেতরে যাদের ঠকিয়েছে জেসন। কার্লকে দেখে পঞ্চাশ ফুট দূরে

থাকতেই থমকে দাঁড়াল তারা। দাঁতের ফাঁকে হিসহিস করে বলল লাল দাড়ি, 'লী, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তুমি তা দেখতে পাচ্ছ?'

'ওয়েটস্টোনের পোষা কুকুর,' ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল সরু মুখ।

কার্ল বলে উঠল, 'আমি কোন ঝামেলা চাই না।'

'খুব খারাপ,' টিটকারির সুরে বলল লালদাড়ি। 'তুমি না চাইলেও ঝামেলা হবে, চোরের বাচ্চা কোথাকার!' কথা শেষ করেই রিভলভারের দিকে হাত বাড়াল লালদাড়ি। তার সঙ্গী ·৪৫-৭০ রাইফেলটা তুলছে।

ফক্স শটগানের স্লিঙে টান দিল কার্ল, ঝাঁকি খেয়ে বন্দুকটা চলে এলো ওর কোমরের কাছে। উল্টো হয়ে আছে, ট্রিগারটা ওপরের দিকে। দুটো ট্রিগারে একই সঙ্গে আঙুল ছোঁয়াল কার্ল। মনে হলো বজ্রপাত হয়েছে, এতোই জোরাল আওয়াজ করল দুটো বাকশট। বন্দুকের গর্জনের নিচে চাপা পড়ে গেল লী'র রাইফেলের হুঙ্কার।

বিরাট দুটো মিশ্র গোলক তৈরি করে ছুটল ছররা গুলি। এতো জোরে ধাক্কা দিল যে লালদাড়ি আর সরু মুখ ছিটকে পেছনে ছুটল। লালদাড়ি বোর্ডওয়াক থেকে রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়ল, মৃতদেহের হাত থেকে আগেই পড়ে গেছে রিভলভারটা। লী তার পেট চেপে ধরেছে, রাইফেলটা পড়ে আছে পায়ের কাছে, কোনদিকে মনোযোগ নেই। কাত হয়ে পড়ে গেল বোর্ডওয়াকে। 'গুলি!' কাঁপা গলায় বলল, 'গুলি লেগেছে আমার!' পা আছড়াল বোর্ডওয়াকে। পেটের কাছ থেকে হাত সরাল, মাথাটা কাত হয়ে গেল এক পাশে, তারপর স্থির হয়ে গেল চিরতরে।

বন্দুকটা হাতে নিল কার্ল, নল খুলে গুলির খালি খোসা দুটো বের করে বেল্ট থেকে নতুন দুটো গুলি ভরে আবার ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। এতোক্ষণে টের পেল গুলি খেয়েছে ও, লী'র রাইফেলের গুলি লক্ষ্যভেদ করেছে।

টের পেল পার্কার নিচে কনুই বেয়ে উষ্ণ রক্ত নামছে। আস্তে আস্তে শুরু হলো ব্যথা। পার্কার বাম হাতার দিকে তাকাল ও। কোন গর্ত নেই, পার্কায় ঘষা দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। যাওয়ার সময় বাহুর সামান্য মাংস নিয়ে গেছে। খারাপ ক্ষত নয়। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল কার্ল, এরচেয়ে অনেক গুরুতর ক্ষত পাত্তা দেয়নি ও।

রাস্তায় লোক বেরিয়ে এসেছে। সবাই মিলে মৃতদেহ দুটো দেখছে। কার্লের দিকেও মনোযোগ দিচ্ছে অনেকে। হাসিটা প্রসারিত হলো কার্লের, এই লড়াইটা ওকে ভাল একটা অবস্থানে যেতে সাহায্যই করবে। কঠোর লোকগুলো বুঝে যাবে লাগতে গেলে তাদের কি হাল হতে পারে।

পেছনে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেল ও। শুনতে পেল ওয়েটস্টোনের গলা। 'কি ব্যাপার? আরে! তুমি দেখছি দু'জনকেই মেরে ফেলেছ!'

'হ্যাঁ।' ঘুরে দাঁড়াল কার্ল। 'ওরা আগে ড্র করেছিল।'

মুহূর্তের জন্যে নিরব হয়ে গেল জেসন, তারপর শ্রাগ করল। 'বেশ, ওদের সোনার গুঁড়ো এখন পুরোটাই আমাদের লাভ। আরে…তোমার হাত বেয়ে তো রক্ত পড়ছে। গুলি লেগেছে।'

'হ্যাঁ। ডাক্তার কোথায় থাকে, বেলার বাবা?'

'ডালটন? ওর কাছে তোমার না যাওয়াই ভাল।'

'আর কোন ডাক্তার নেই শহরে?'

'না।'

'তাহলে তার কাছেই যেতে হবে আমাকে। অস্ত্র ব্যবহারে অসুবিধে হবে সে সুযোগ আমি তৈরি করে দিতে পারি না।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল জেসনের। 'সাবধানে থেকো, দেখো বুড়ো বদমাশ আবার না কোন ক্ষতি করে দেয়।' মৃতদেহের দিকে আঙুল তুলল সে। 'ওই কোনা ঘুরে তৃতীয় বাড়িটায় ওর অফিস।

তুমি চাইলে আমিও সঙ্গে আসতে পারি।'

'আমি একাই দরকারে ওকে সামলাতে পারব। তুমি বরং তোমার ইন্ডিয়ানদের দিয়ে লাশগুলো সরানোর ব্যবস্থা করো।' কার্ল সামনে বাড়তে ওকে পথ করে দেবার জন্যে দু'দিকে সরে জায়গা করে দিল লোকগুলো।

একজন বিড়বিড় করে বলল, 'আমি ওর ওই নলকাটা বন্দুকের সামনে থাকতে রাজি হবো না হাজার ডলার পেলেও।'

আরেকজন বলল, 'ঘটনা আমি দেখেছি। বন্দুক উল্টো করে ধরে গুলি করে জন্সটন।'

'ওই জিনিস উল্টো কি সিধে তাতে কিছু যায় আসে না। যেভাবেই গুলি করুক, দশ-বারোজনকে একসঙ্গে দোজখে পাঠানোর জন্যে যথেষ্ট।'

হেঁটে চলেছে কার্ল, বাঁক ঘুরল, বাহুতে এখন সত্যিই ব্যথা করতে শুরু করেছে। লগ কেবিনের সামনে থামল। ওটার দেয়ালে সাইনবোর্ড লাগানো আছে: *আর.বি.ডালটন, ডক্টর অ্যান্ড ডেন্টিস্ট।* দরজা ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকল কার্ল, প্রায় দরজার কাছেই থেমে দাঁড়াল, নাক কুঁচকে উঠেছে।

বাতাস বদ্ধ, ভাপসা, সেই সঙ্গে হুইস্কি, ওষুধ আর অপরিষ্কার মানব দেহের ঘাম মিলে এমন বোটকা একটা গন্ধ যে কাঁচা মাছ খেতে অভ্যস্ত এস্কিমোদেরও বমি চলে আসতে পারে। পেছনে বোতল ভরা ওষুধের শেলফ নিয়ে একটা টেবিলের পেছনে চেয়ারে বসে আছে ডাক্তার। তার সামনে হুইস্কির একটা জগ। কার্ল ভেতরে ঢোকায় ঘোলা চোখে তাকে দেখল ডাক্তার, চোখ নেড়েচেড়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। বিড়বিড় করে বলল, 'চলে যাও। আমি মাতাল।'

'আর আমি আহত,' সামনে বাড়ল কার্ল।

'নিজে ব্যান্ডেজ করে নাও। তোমরা বদমাশরা সহজে মরো

না, খালি মানুষ মারো।' চোখের দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হলো। চোখ সরু হলো ডাক্তারের। 'চিনতে পেরেছি তোমাকে। গতকাল দেখেছি ওয়েটস্টোনের দোকানে।'

'ঠিক।' গুলির বেল্ট আর বন্দুকটা ডাক্তারের নাগালের বাইরে টেবিলের ওপর রাখল কার্ল, পার্কাটা খুলে ফেলল। 'ব্যান্ডেজ করে দাও, তার ফাঁকে সামান্য আলাপও করব আমরা। ব্যান্ডেজ নাহয় আমিই করব, আসলে আলাপ করতেই এখানে এসেছি আমি। ব্যান্ডেজ আছে তোমার কাছে?'

'ওই ড্রয়ারে।' হাত দিয়ে ড্রয়ারটা দেখিয়ে হুইস্কির জগ কাত করে গ্লাসে মদ ঢালল ডাক্তার। 'আমার কোন কথা থাকতে পারে না তোমার সঙ্গে। তুমি ওয়েটস্টোনের লোক।'

ব্যান্ডেজ খুঁজে পেল কার্ল, ওর দু'হাতে সমানে কাজ করতে পারাটা কাজে এলো। ক্ষতের ওপর প্যাড বসাল ও, তারপর শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধল গজ দিয়ে। ওর দক্ষতা খেয়াল করল ডাক্তার মনোযোগ দিয়ে। 'আমি হয়তো ওয়েটস্টোনের লোক,' বলল কার্ল, 'হয়তো আমি তা নই।' শার্ট আর পার্কাটা আবার পরে নিয়ে একটা চুরুট বের করে ধরাল ও, আরেকটা এগিয়ে দিল ডাক্তারকে। 'আমি কার পক্ষে কাজ করছি তা জানতে পারবে না তুমি আমরা আলাপ না করলে। হয়তো আলাপ শেষেও জানতে পারবে না। ডিউই লেন নামের এক লোকের ব্যাপারে তোমার কাছে জানতে চাই আমি।'

ডাক্তারের মার খাওয়া মুখটা একটু ফেকাসে দেখাল। ফিসফিস করে বলল, 'ডিউই...ডিউই তো মারা গেছে।'

'তাই?'

ড্রিঙ্ক ঢালল ডাক্তার, হাত কাঁপছে। 'না। তবে কমিটী অভ টেন তা-ই প্রচার করেছে। ওরা তা-ই ভাবতে চায়।'

'কমিটী অভ টেন? কারা তারা, কি তাদের উদ্দেশ্য?'

'সার্কেল সিটিতে ওদের মাত্র একজনই শুধু বেঁচে আছে। জেসন ওয়েটস্টোন। অন্যরা হয় মারা গেছে নয়তো চলে গেছে শহর ছেড়ে। জীবিত ছিল শুধু হ্যানন আর ডেনি।' মুখের কাছে গ্লাস তুলল ডাক্তার, খানিকটা হুইস্কি ছলকে টেবিলের ওপর পড়ল। ঢকঢক করে পানীয়টুকু গিলে নিল সে। বারকয়েক থরথর করে কাঁপল সারাশরীর। আবার হাত বাড়াল জগের দিকে, কিন্তু আগেই তার হাতের নাগালের বাইরে জগটা সরিয়ে ফেলল কার্ল।

'পরে। আগে বলো কি ঘটেছিল ডিউই আর কমিটী অভ টেনের মধ্যে।'

'তোমাকে কেন বলব আমি? জেসন যদি টের পায় তাহলে আমাকে খুন করে ফেলবে। তুমিও বাঁচবে না ওর হাত থেকে।'

ঠোঁট বেঁকে গেল কার্লের। 'আমাকে শেষ করা সহজ হবে না ওর পক্ষে।'

চেয়ারে হেলান দিল ডাক্তার। 'আমি মরি কি বাঁচি তাতে কিছু আর যায় আসে না আমার। জেসন যদি তোমার সঙ্গে লাগতে গিয়ে মারা পড়ে তাহলে বেলা ওর হাত থেকে মুক্তি পাবে। সেটা বেলার জন্যে একটা আশীর্বাদ হবে। আমার জন্যেও। আমি চাই আমার মেয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে আসুক।...ঠিক আছে যা জানতে চাও বলব আমি। প্রশ্ন করো।'

'করার মতো প্রশ্ন নেই আমার। তুমি ডিউই আর কমিটী অভ টেনের ব্যাপারে যা জানো বলে যাও। দরকার মনে করলে প্রশ্ন করব আমি।'

'দশজনের একটা সংগঠন ওটা। ওয়েটস্টোন, লুকাস, হ্যানন, রালফ, ডেভিডসন আরও কয়েকজন মিলে করেছিল কমিটীটা। কঠোর লোক সবাই, রুক্ষ, বন্য, শক্ত মানুষ। সম্মিলিত ভাবে আইন রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল তারা। সেসময়ে আমরা সবাই খুশি মনে রাজি হয়েছিলাম, জানতাম না কি করতে যাচ্ছে ওরা। যারাই

সোনা পেল, তাদের ওপর হামলা করল ওরা। আইনের প্যাঁচে ফেলে শাস্তি দিতে শুরু করল। ক্লেইম দখল করে নিল, সহায় সম্পত্তি ভাগ করে নিল নিজেদের মাঝে। পুরো একটা শীত ওরা রাজত্ব করল। অবস্থা শেষে এমন পর্যায়ে পৌঁছুল যে কেউ আর ওদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পেত না। এমনি সময়ে এলো ডিউই লেন।'

'কমিটী অভ টেনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল সে?'

'না। লড়াকু লোক ছিল না সে। নির্বিরোধী নিরীহ লোক। ঝামেলা এড়িয়ে চলত। তবে কপালটা ভাল ছিল তার, বার্চ ক্রীকে এমন একটা পকেটে সোনা পেল যেটা আর সবার চোখ এড়িয়ে গেছে। প্রচুর সোনা নিয়ে শহরে এলো সে, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মুখ খুলল। কমিটী অভ টেনের নজরে পড়ে গেল সে। ক্রীকের কাছে একটা ডাকাতির অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হলো। এদিকে চুরির শাস্তি কি তাতো তুমি জানোই। ফাঁসির ভয়ে কোণঠাসা ইঁদুরের মতো আপ্রাণ লড়ল লোকটা, ওয়েটস্টোনকে আহত করল। ওয়েটস্টোন খেপে গেল। কমিটী অভ টেন সিদ্ধান্ত নিল তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হবে। হাত-পা বেঁধে একটা স্লেডে করে তাকে গ্র্যানিট ভ্যালিতে নিয়ে যাওয়া হলো। জায়গাটা এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। তখন পুরো শীতকাল—বরফে ঢেকে গেছে সব। গ্র্যানিট ভ্যালিতে নিয়ে গিয়ে লেনের আন্ডারওয়্যার ছাড়া আর সমস্ত পোশাক খুলে তাকে ওখানে মরতে ফেলে এলো কমিটী অভ টেন।' হুইস্কির গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল ডাক্তার। 'কথা বললে আমার তেষ্টা পেয়ে যায়।'

গ্লাসে উঁচু করে হুইস্কি ঢেলে এক চুমুকে সাবড়ে দিল ডাক্তার।

'ডিউই লেনের বাঁচার কোন উপায় থাকল না। ওই এলাকায় কয়েক ঘণ্টায় বরফ হয়ে যাবার কথা তার।'

'বাঁচল ডিউই লেন?'

শ্রাগ করল বুড়ো। 'আমি জানি না। তারপর কেউ আর তাকে দেখেনি। আমি বলতে চাইছি দেখে বলার জন্যে বেঁচে থাকেনি—ডেনি লুকাস বাদে। ডেনি লুকাস পাগল হয়ে গিয়েছিল, কাজেই তার কথা ধরা যায় কিনা জানি না।'

'ডেনি মারা গেছে।'

'কিভাবে?'

'আমি গুলি করে মেরেছি। তোমার কাহিনী বলে যাও।'

'বেশ। এরপর দু'তিন মাস কেটে গেল। প্রথমে মারা গেল বার্ট রালফ। নিজের কেবিনে মৃত পাওয়া গেল তাকে। কসাইয়ের ছুরি দিয়ে সারাশরীর চিরে খুন করা হয় তাকে। তার বুকের ওপর একটা কাগজ পাওয়া যায়। ওটাতে লেখা ছিল: এক নম্বর। ডিউই লেন।

'লিনক্স ক্রীকে স্যাম ডেভিডসনের একটা ক্লেইম ছিল। শীতটা ওখানেই কাটাবে ঠিক করেছিল। এক ইন্ডিয়ান তার কাছে তামাক ধার চাইতে গিয়ে দেখে স্যামকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে খুন করে রেখে গেছে কে যেন। খুব ধারাল একটা কুঠার ব্যবহার করা হয়েছে। রালফের মতোই মরতে প্রচুর সময় নিয়েছে লোকটা। বিচ্ছিন্ন মাথাটার ঠোঁটের ফাঁকে একটা কাগজ ছিল। তাতে লেখা: দুই নম্বর। ডিউই লেন।'

'আর বাকিরা?'

'একজন একজন করে মরল তারা। কেটসকে পাওয়া গেল নিজের ট্র্যাপ লাইনের ধারে। কে যেন তার দু'পায়ের রগ কেটে দিয়েছিল। রক্তক্ষরণে মৃত্যু।...তার পর ওয়াল্টার। কেবিনে আগুন ধরে যাওয়াতে পুড়ে মারা যায় সে। বেরোনোর কোন উপায় ছিল না তার। কে যেন তার হাত-পা ট্র্যাপ চেইন দিয়ে বেঁধে রেখে যায়। তারপর গ্রীষ্মে মরল নরিস্। তাকে বেঁধে জলার ধারে ফেলে রাখা হয়েছিল। তুমি তো বোধহয় জানো সুযোগ পেলে মশা আর

কালো মাছি কি করতে পারে। উলঙ্গ ছিল নরিস। আস্তে আস্তে তার শরীরের রক্ত শুষে খেয়েছে কীট-পতঙ্গ। কপাল ভাল হলে ঈগল তার চোখ আর শেয়াল তার পেট খুবলে খাওয়ার আগেই মারা গেছে সে। শোয়েইটযার, বিশালদেহী জার্মান লোকটাকে তার কেবিনে বেঁধে রাখা হয়। সঙ্গে স্লেড টানার হিংস্র কুকুরগুলোও ছিল। খিদে লাগায় কুকুরগুলো তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। সবার শেষে মারা গেল মারফি। ডেনি পাগল হয়ে যাওয়ায় মারা হয়নি তাকে, সবার শেষে মরল মারফি। ভালুকের শিকারের সঙ্গে কে যেন তাকে বেঁধে রাখে। তুমি তো জানো ভালুক এক রাতে শিকার খেয়ে শেষ করে না, পরেরদিন ফিরে আসে খেতে। তখন খাবারের কাছাকাছি আর কোন প্রাণী দেখলে তার আর নিস্তার নেই। এভাবেই মরল মারফি।'

সিগারের ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে বুড়ো মানুষটার দিকে তাকাল কার্ল। 'আর লুকাস, হ্যানন, ওয়েটস্টোন?'

'ডেনি লুকাস ছিল ওয়েটস্টোনের পর সবচেয়ে শক্ত লোক। আর সবার পরিণতি দেখার পরও শীতকালটা সে রকি ফর্কের কেবিনে কাটাতে গিয়েছিল। প্রচুর বরফ পড়ে সেবার। বের হতে পারেনি ডেনি। শীতকালে কি ঘটেছিল তা কারও জানা নেই। পরের বসন্তে জানা গেল বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে সে। কয়েক মাসেই চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। ওকে সবাই মিলে রিভারবোটে করে নোমে পাঠিয়ে দিল।'

হোটেলে পাওয়া নোটটার কথা মনে পড়ায় কার্ল বলল, 'হয়তো তুমি যতোটা বলছ ততোটা পাগল ছিল না ও।'

'হয়তো। হয়তো সেরে উঠছিল। জানি না। ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম যে মারা গেছে ও তোমার হাতে।'

হ্যাননের সঙ্গে মারামারি আর ডেনির সঙ্গে গোলাগুলির ঘটনা

খুলে বলল কার্ল।

'ডিউই লেনের নাম উচ্চারণ করাই ওদের উত্তেজিত করার জন্যে যথেষ্ট ছিল। হয়তো ডেনিই নোটটা লিখেছে, ভেবেছিল তুমিই ডিউই লেন। অথবা ওর হয়তো মনে হয়েছিল তুমি কমিটী অভ টেনের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করছ। অনেকগুলো খুন করেছে ওরা। যাই হোক, এরপর হ্যানন আর শহরের বাইরে বের হতো না। কয়েক বছর আগে সে হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে যায়। আর ওয়েটস্টোন কিভাবে বডিগার্ড নিয়ে ঘোরে সেটা তো দেখেইছ। ওয়েটস্টোন নিজেও গানম্যান, তারপরও বডিগার্ড রাখে। তুমি নিজেও তো সম্ভবত ওয়েটস্টোনের বডিগার্ড। সঙ্গে লোক না নিয়ে কোথাও যায় না সে। শহরের বাইরে পারতপক্ষে পা ফেলে না।'

'আচ্ছা!' সিগারটা টিপে নেভাল কার্ল। 'এসব কবেকার ঘটনা?'

'চার বছর আগে ডিউইকে ওরা মৃত্যুর মুখে রেখে আসে। পরের খুনগুলো গত তিন বছরে হয়।'

'ডিউই লেনকে সেই থেকে আর কেউ দেখেনি?'

'না। জীবিত কেউ দেখেছে বলেনি। হয়তো সে চলে গেছে এই এলাকা ছেড়ে।'

'তুমি মনে করো সে চলে গেছে?'

ড্রিঙ্ক নিয়ে শেষ করল ডাক্তার। 'না। আমার বিশ্বাস ওয়েটস্টোন মরার আগে পর্যন্ত সে যাবে না। কিছু যদি না ঘটে থাকে তো এখনও ডিউই লেন শহরের বাইরে বন্য এলাকায় অপেক্ষা করছে, নজর রাখছে।'

'বাঁচছে কিভাবে লোকটা?'

'সাতজনকে মেরে তাদের মালামাল নিয়েছে সে। হয়তো ক্রীকে ডাকাতিও করেছে। আর এতোদিন যদি বেঁচে থাকে তাহলে সে এখন দক্ষ শিকারী। শহরের উত্তর-পুবে বিরাট খোলা এলাকা

পড়ে আছে, শিকারের কোন অভাব নেই।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কার্ল। 'তাহলে তুমি বলতে চাইছ সে এখনও বাইরে কোথাও অপেক্ষা করছে?'

'বাজি ধরতে পারি,' জোর দিয়ে বলল ডাক্তার। 'এবার বলো তুমি ডিউই লেনের ব্যাপারে এতো খোঁজ নিচ্ছ কেন।'

'দুঃখিত, এখনই বলতে পারছি না।' শার্ট, পার্কা, আর গুলির বেল্ট পরে শটগানটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল কার্ল। ড্রিঙ্কের দিকে হাত বাড়াল ডাক্তার। কার্ল বলল, 'তাহলে ডিউই লেনকে আড়াল থেকে বের করে আনতে হলে ওয়েটস্টোনকে আগে বাইরে নিতে হবে, যাতে ডিউই তাকে খুন করতে পারে।'

'হ্যাঁ,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডাক্তারের চেহারা। 'ডিউই নিশ্চয়ই বেরোবে। আর সামান্যতম সুযোগও যদি সে পায় তাহলে ওয়েটস্টোন খুন হয়ে যাবে।'

'হয়তো তা-ই ঘটবে,' বিড়বিড় করে বলল কার্ল, বেরিয়ে এলো ডাক্তারের অফিস থেকে।

সাত

যা ধারণা করা গিয়েছিল তা-ই হলো, সময়ের অনেক আগে শীত আর বরফ ঝড় শুরু হয়ে গেল।

এক রাতে তাপমাত্রা নেমে গেল শূন্যের নিচে। ইউকন নদী আর ক্রীকগুলো ওই রাতেই জমে বরফ হয়ে গেল। উত্তর থেকে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের মতো হুঙ্কার ছেড়ে বইতে শুরু করল

হিমশীতল বাতাস। তিন থেকে চার ফুট বরফে ছেয়ে গেল জমি। মূসের দল সিডার জঙ্গলের কাছে নেমে এলো। তাদের পেছনে এলো নেকড়ের পাল। রাতে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হলো নেকড়ের শিকার-ধরা গর্জন। দুনিয়ার কাছ থেকে সার্কেল সিটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কুকুরে টানা স্লেড ছাড়া যাতায়াতের আর কোন উপায় রইল না।

একদল খুনী ডাকাত চোর আর বদমাশদের মাঝে বিনা চ্যালেঞ্জে ঘুরে বেড়াতে লাগল কার্ল। লালদাড়ি আর লীকে খুন করার পর আর কেউ ওর শটগানের সামনে দাঁড়াতে রাজি নয়। তাছাড়া ও ওয়েটস্টোনের বিশ্বস্ত আইন প্রয়োগকারী, কাজেই নিজেদের মাঝে মাতাল হয়ে খুনোখুনি করলেও কার্লকে ঘাঁটাল না কেউ। ওয়েটস্টোনের অধীনে বড়সড় একদল গানম্যান আছে, তবে তাদের মাথার ওপর বস্ হিসেবে বসিয়ে দেয়া হয়েছে কার্লকে। ওয়েটস্টোনের নির্দেশ তার মাধ্যমেই গানম্যানদের কাছে আসে।

এদিকে ক্রমেই ধৈর্যহারা হয়ে উঠছে জেন স্টোন। এক রাতে বাইরে যখন তুষার ঝড় হচ্ছে, বিরক্ত হয়ে ফ্রাইং প্যানটা স্টোভের ওপর সশব্দে নামিয়ে রাখল সে, বলল, 'ধুত্তোরি, আর পারি না! কবে তুমি কিছু একটা করবে, হ্যাঁ? তুমি ড্রিঙ্কিং আর জুয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকবে আর সারাদিন আমি কেবিনের ভেতরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকব সেজন্যে আমি আলাস্কায় আসিনি। পাগল হয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে আমার!'

টেবিলে বসে অস্ত্র পরিষ্কার করছে কার্ল, শটগানটা হাত থেকে টেবিলে রেখে নিস্পৃহ চেহারায় শান্ত গলায় বলল, 'আমি আগেই বলেছিলাম শীতটা এখানে কাটানো তোমার পক্ষে সহজ হবে না।'

'সারাদিন বন্দি কয়েদীর মতো কেবিনে আটকে থাকতে হবে সেটা ভাবিনি আমি।'

বড় করে শ্বাস ফেলল কার্ল। 'তোমার কি ধারণা কোন ক্রীক

বা ট্র্যাপ লাইনে শীত কাটানো এরচেয়ে ভাল কিছু হতো? ওখানেও তোমাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আটকে বসে থাকতে হতো। উত্তরে শীতকালে মহিলাদের একাই থাকতে হয়, এটাই নিয়ম। প্রয়োজনের কারণেই একা থাকা শিখতে হবে তোমাকে।'

'একা থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছি আমি।'

'তুমি যদি একা বাইরে বের হও তাহলে রাস্তার ওমাথায় যাওয়ার আগেই অন্তত ছয়বার ধর্ষিত হবে। তোমার কারণে অন্তত ছয়বার গান ফাইটে জড়াতে হবে আমাকে। শহরে যারা আছে তাদের মানুষ বলা যায় না, পশু একেকটা। শহরে তুমি আর বেলা ছাড়া সুন্দরী আর কোন সাদা মেয়েমানুষ নেই। ওয়েটস্টোন তার মেয়েমানুষকে আটকে রাখে, আমি আটকে রাখি তোমাকে–তোমাদের নিজেদের স্বার্থেই কাজটা করতে হয় আমাদের। আমি ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নেয়ার আগে পর্যন্ত এভাবেই কাটাতে হবে তোমাকে। এছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।'

'ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ? কিসের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ!' ঠোঁট বাঁকা করল জেন। 'গত দু'সপ্তাহে ড্রিঙ্ক করা আর জুয়া খেলা ছাড়া আর কিছুই করোনি তুমি।'

'জানতে পেরেছি ডিউই সম্ভবত এখনও বেঁচে আছে। ওর সামনে টোপ দিয়ে বের করে আনতে চেষ্টা করব।'

'তারপর কি? ওয়েটস্টোনের লোকদের হাতে ওকে খুন করাবে?'

শান্ত চোখে জেনকে দেখল কার্ল, তারচেয়েও শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমি জানতাম ও বেঁচে আছে কিনা তারচেয়ে ওর দেহ পাওয়াটাই তোমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ডিউই মৃত সেটা প্রমাণ করতে পারলে আধ মিলিয়ন ডলার পাবে তুমি। কিন্তু সেজন্যে আমি ওয়েটস্টোনের লোকদের হাতে ওকে খুন করাব না। এ ধারায় কাজ করি না আমি।' উঠে দাঁড়াল কার্ল, জেনের দিকে

পা বাড়াল। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছি আমি থাকব বস্, আদেশ নির্দেশ আমি দেব যা দেয়ার। চুপচাপ বসে নির্দেশ পালন করতে হবে তোমাকে।'

'জানি না কিধরনের মহিলা আমাকে মনে করো তুমি!' চোখ দুটো জ্বলছে জেনের। কার্ল বুঝতে পারছে কেবিন জ্বরে ধরেছে জেনকে। কিন্তু আপাতত কিছু করার নেই। স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে জেন. পরিস্থিতি যেমনই হোক তাকে মানিয়ে নিতে হবে। 'এই যাত্রার পুরো খরচ আমি বহন করছি। আমার অধিকার আছে...'

অধৈর্য হয়ে গেছে কার্ল, রাগ সামলাতে না পেরে চড়াৎ করে চড় মারল জেনের গালে। এতোই জোরে যে বাঙ্কের গায়ে কাত হয়ে পড়ল জেন। ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেছে কার্লের, হিসহিস করে বলল, 'একটা কথা মনে রেখো, জেন; এটা কোন নাটকের মঞ্চ নয়। বাইরে যে মানুষগুলো ঘুরছে তাদের অস্ত্রগুলো আসল। যা বলি মানতে হবে তোমাকে, কোন তর্ক চলবে না। আমি সঙ্গে না থাকলে এক পা বাইরে বেরোবে না তুমি। আমি যখন বাইরে বেরোব দরজা বন্ধ করে কেবিনে থাকতে হবে তোমাকে। আর একটা কথা...'

জ্বলন্ত চোখে কার্লের দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে গাল ডলল জেন, চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো। 'কেউ আমার গায়ে কখনও হাত তোলেনি...আমি অভিনয় শুরু করার পর। মাত্র একজনই চেষ্টা করেছিল, তাকে আমি হত্যা করেছি।'

'আমি মহিলাদের গায়ে হাত তুলতে অভ্যস্ত নই,' শান্ত স্বরে বলল কার্ল। 'তবে সময় আসে যখন উপায় থাকে না গায়ে হাত না তুলে।' আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে দরজায় টোকার আওয়াজ হলো।

বাইরে ওয়েটস্টোনের গলা: 'হ্যালো, কেবিনে কেউ আছো?'

‘চোখের পানি মুছে ফেলো,’ কড়া গলায় কথাটা বলে দরজার কাছে গিয়ে একটানে ওটা খুলল কার্ল।

দাঁড়িয়ে আছে ওয়েটস্টোন, পরনের পার্কায় হালকা তুষার, হাতে একটা হুইস্কির বোতল। ‘কার্ল, কথা আছে তোমার সঙ্গে।’

‘আগামীকাল,’ বলল কার্ল।

‘না, আজকেই।’ কার্লকে ছাড়িয়ে জেনের দিকে একবার তাকাল ওয়েটস্টোন। জেন মাত্র বাঙ্ক ছেড়ে উঠে ব্লাউজ ঠিক করছে, চুল এলোমেলো। ‘জরুরী ব্যাপার।’

একটু দ্বিধা করল কার্ল, তারপর বলল, ‘ভেতরে এসো।’

ভেতরে ঢুকে টেবিলের ওপর হুইস্কির বোতলটা রাখল ওয়েটস্টোন। ‘সামান্য উপহার নিয়ে এলাম। কি খবর, জেন?’ গলা মসৃণ হয়ে গেল তার। ‘বেশ কয়েকদিন হলো তোমাকে দেখি না। ছিলে কোথায়?’

‘কেবিনে, যেখানে ওর থাকার কথা,’ আড়ষ্ট গলায় বলল কার্ল।

নাক দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা আওয়াজ করল জেন।

দাঁতে কামড়ে বোতলের কর্ক খুলল ওয়েটস্টোন। ‘সামান্য ড্রিঙ্ক চলবে?’ পার্কার হুড খুলে কোমরে ঝোলানো ·৪৪ সিক্সগানটা নেড়েচেড়ে আরাম করে বসল সে। একটু যেন ব্যগ্র ভাবে টিনের কাপ নিয়ে এগিয়ে এলো জেন।

ড্রিঙ্ক ঢালল ওয়েটস্টোন। ‘শহরের সেরা দুই সুন্দরীর একজন্যের উদ্দেশ্যে ড্রিঙ্ক করছি আমি এখন।’ একসঙ্গে গলায় মদ ঢালল জেন আর ওয়েটস্টোন। কার্লের নজর এড়াল না কিভাবে ওয়েটস্টোনের দিকে চোখের আহ্বান দিচ্ছে জেন। মেয়েটার দৃষ্টিতে স্পষ্ট বিজয়ের আভাস।

‘কি ব্যাপার, জেসন?’ নিজের ড্রিঙ্কটা নিল কার্ল।

‘এটা।’ পার্কার পকেটে হাত গলিয়ে একটা কাগজ বের করে

বাড়িয়ে দিল ওয়েটস্টোন। পড়ল কার্ল। লেখা আছে: *ওয়েটস্টোন, তোমার জীবনে এটাই শেষ শীত। ডিউই লেন।*

উত্তেজনার ছোঁয়া লাগল কার্লের মনে। জেন ড্রিঙ্ক ঢালছে আবার। টেবিলের এমন একটা জায়গায় কাগজটা কার্ল নামিয়ে রাখল যেখানে জেন দেখতে পায়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাগজটা তুলে পকেটে ভরে ফেলল ওয়েটস্টোন। 'বেশ,' কিছু জানে না এমন স্বরে বলল কার্ল, 'এর মানে কি?'

'মানে সোজা। এ এমন একজন লোক যার রাগ আছে আমার ওপর। সে আমাকে খুন করতে চায়। লোকটা শহরের বাইরে কোথাও আছে। আমি চাই আমাকে ও খুন করতে পারার আগেই ওকে খুন করতে।'

উত্তেজনা বাড়ল কার্লের। যে সুযোগের অপেক্ষায় ও ছিল সে সুযোগ যেন আসছে–শহরের বাইরে পা ফেলার সুযোগটা কাজে লাগানো যাবে এবার। পাহাড়ে টিলায় খোঁজা যাবে ডিউই লেনকে। আর সঙ্গে যদি কোন উছিলায় ওয়েটস্টোনকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে প্রচুর সম্ভাবনা যে ডিউই লেন গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসবে।

'ঠিক আছে,' বলল কার্ল, 'ও যদি শহরের বাইরে থাকে তো চলো ও তোমাকে খুঁজে বের করার আগেই ওকে খুঁজে বের করে শেষ করে দিই আমরা। চলো কুকুরের দল নিয়ে রওনা দিই তুমি আর আমি।'

'আমিও সেটাই ভাবছি,' বলল ওয়েটস্টোন, 'তবে আমি না, তুমি একা যাবে ওকে খুঁজতে।'

'সঙ্গে তুমি থাকলে ওর বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা বেশি। তুমিই টোপ।'

'তা ঠিক, কিন্তু আমি কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না। সাজ্ঘাতিক লোক সে। ভয়ঙ্কর। উন্মাদ একটা। অন্তত সাতজন লোককে সে খুন

করেছে। আট নম্বর হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার।' সংক্ষেপে কমিটী অভ টেনের কার্যক্রম জানাল ওয়েটস্টোন। বলল কি কারণে ডিউই লেনকে তারা বরফের মধ্যে ফেলে এসেছিল। 'একের পর এক সদস্যকে খুন করেছে সে, এখন লেগেছে আমার পেছনে। আমি চাই তুমি কুকুরের দল নিয়ে ওকে খুঁজে বের করে খতম করে দাও। সঙ্গে যতো জন লোক দরকার নিতে পারো।'

চুপ করে কিছুক্ষণ ভেবে কার্ল বলল, 'সঙ্গে তুমি একা এলেই বোধহয় ভাল হতো। ও তোমাকে খুন করতে চেষ্টা করলে ওকে আমি শেষ করে দিতে পারতাম।'

'হয়তো পারতে, কিন্তু শহর ছেড়ে যাবার কোন ইচ্ছে নেই আমার। আমার হয়ে ওকে খুঁজে বের করো, খুন করে লাশটা নিয়ে ফিরে এসো, আমার তরফ থেকে উপহার হিসেবে পাঁচ হাজার ডলার পাবে।'

'সে তো অনেক টাকা!' বলল কার্ল। খেয়াল করল জেন তাকিয়ে আছে তার দিকে। মেয়েটা নির্লজ্জ বটে। ইচ্ছে করেই ব্লাউজের ওপরের দুটো বোতাম লাগায়নি, দুধ সাদা দু'পাহাড়ের মসৃণ উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। ওয়েটস্টোন দু'চোখে নগ্ন লোভ নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে। ওয়েটস্টোনের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি ওখান থেকে সরে কার্লের ওপর স্থির হলো, তারপর আবার ফিরে গেল ওখানে।

'ডিউই লেনকে মারার বদলে এ টাকা তোমার প্রাপ্য হয়,' বলল ওয়েটস্টোন ইচ্ছের বিরুদ্ধে চোখ সরিয়ে। 'কি, তুমি রাজি? কাজটা নিচ্ছ?'

দ্রুত চিন্তা করে চলেছে কার্ল। ওয়েটস্টোন যে দৃষ্টিতে জেনকে দেখছে সেটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। তারচেয়েও বড় কথা জেন যে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছে সেটা আরও নগ্ন। মেয়েটা মারাত্মক রেগে আছে ওর ওপর, নিশ্চই প্রতিশোধ নিতে চায়। এখন জেনকে একা রেখে গেলে প্রচুর সম্ভাবনা যে বিপদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে

জেন। ঠোঁট বাঁকা করল কার্ল। একটা উপায় অবশ্য আছে। আচ্ছামতো জেনকে পেটাতে পারে ও, তারপর সতর্ক করে বলতে পারে ওর কথা না মেনে চললে কপালে আরও মার আছে। হয়তো মেয়েলোকটাকে ভয় দেখিয়ে ভদ্রতা বজায় রাখতে বাধ্য করা যাবে। সামনে অনেক কাজ। ডিউই লেনকে খুঁজে বের করতে হবে, বোঝাতে হবে তাকে, আলাপ করে সমঝোতায় আনার চেষ্টা করতে হবে। তারপর ফিরে এসে ওয়েটস্টোনকে সন্তুষ্ট করতে হবে অথবা তার অন্য কোন ব্যবস্থা করতে হবে। আস্তে করে মাথা দোলাল কার্ল। 'ঠিক আছে, কাজটা আমি নিচ্ছি।'

'ভাল।' উঠে দাঁড়াল ওয়েটস্টোন। 'তাহলে কাল সকালে তুমি রওনা হয়ে যাচ্ছ। তোমার জন্যে কুকুর, স্লেড আর রসদ তৈরি রাখব আমি। শহরের বাইরে দিয়ে বিরাট একটা চক্কর মারবে তুমি, দেখবে কোন ট্র্যাক পাওয়া যায় কিনা। সন্দেহজনক কাউকে যদি বরফে দেখো তাহলে আগে খুন করে পরে পরিচয় জানার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'হুইস্কিটা আমি রেখে যাচ্ছি। সামান্য উপহার।...আর, জেন,' সুদর্শন চেহারাটা জেনের দিকে ফেরাল ওয়েটস্টোন, 'আমাদের সঙ্গে অপরিচিতের মতো আচরণ করা কি তোমার ঠিক হচ্ছে? মাঝে মাঝে স্টোরে এসে বেলার সঙ্গে কথা বললেই পারো। বেলা বলে ওর খুব একা লাগে। কার্ল যতোদিন থাকছে না ততোদিন তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিজে বহন করব।'

'মাঝে মাঝে বাইরে বেরোতে ভালই লাগবে আমার,' চট করে কার্লকে একবার দেখে নিয়ে বলল জেন।

'তাহলে দেখা হবে,' বলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ওয়েটস্টোন।

দরজাটা বন্ধ করে দিল কার্ল, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ডিউই

লেনকে খুঁজে বের করার সুযোগ এসে গেছে আমার। কালকে যাচ্ছি আমি। তবে একটা কথা, আমি না আসা পর্যন্ত ওয়েটস্টোনের কাছ থেকে তুমি দূরে থাকবে, বুঝতে পেরেছ?'

'জেসন বলেছে আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে সে।'

'দু'তিনদিন বাইরে থাকব আমি। দরজা বন্ধ করে কেবিনেই থাকবে তুমি। বেলার যদি অতোই নিঃসঙ্গ লাগে তো সে এসে কেবিনে কথা বলতে পারে।'

'কার্ল...'

চড় মারার ভঙ্গিতে হাত তুলল কার্ল। 'দেখো, জেন, আমি চাই না পিটিয়ে তোমাকে সিধে করতে। তবে প্রয়োজনে তা-ই আমাকে করতে হবে, তোমার নিজের ভালর জন্যেই। শেষবারের মতো তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমার নির্দেশ মেনে চলবে তুমি।'

কার্লের হাতের দিকে চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকাল জেন। ঘনঘন ওঠানামা করছে ওর স্তন। 'সত্যি তুমি আমাকে মারবে নাকি?'

জবাবে ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে বাঙ্কের গায়ে ফেলল কার্ল, গায়ে সেঁটে এলো। 'জবাবটা পেয়েছ আশা করি?'

কার্লের দিকে তাকাল জেন। চোখে এখন আর রাগ নেই, বদলে কেমন যেন অবাক উত্তেজিত দৃষ্টি। ফাঁক হওয়া রসাল পুরুষ্টু ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটল। 'হ্যাঁ,' ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, কার্ল!' হাত চলে গেছে ব্লাউজের বোতামে।

দু'কদম পিছিয়ে টেবিলে রাখা লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিল কার্ল, পরমুহূর্তে চলে এলো বাঙ্কের কাছে। হ্যাঁচকা টানে জেনকে নিয়ে এলো বুকের কাছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'জাহান্নামে যাও! আমি এমন ব্যবস্থা করে যাব যাতে আমি না আসা পর্যন্ত কারও কাছে যাওয়ার সাধ্য তোমার না হয়।'

পরবর্তী এক ঘণ্টা নিজেকে রাগান্বিত একটা জন্তু বলে মনে হলো কার্লের, যে জন্তু রাগ আর আনন্দের পার্থক্য বোঝে না স্পষ্ট, শুধু বোঝে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

*

শহরের বাইরে এসে মন থেকে সমস্ত ক্লেদ দূর হয়ে গেল কার্লের। শীতল বুনো অঞ্চল, জনমানুষের কোন চিহ্ন নেই। কুকুরগুলো দ্রুত ছুটে চলেছে বরফের ওপর দিয়ে। স্লেডের জী-পোলে দাঁড়িয়ে আছে কার্ল, মুড়মুড় করে বরফ ভাঙছে ছুটন্ত রানারগুলো। কার্লের এক কাঁধে ঝুলছে শটগান, আরেক কাঁধে উইনচেস্টার রাইফেল। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে নাক-মুখ পেঁচিয়ে রেখেছে ও রুমাল দিয়ে। চোখে পরেছে কাঠের ফ্রেমের তৈরি স্নো গগল্‌স্। এখন আর বরফে প্রতিফলিত আলোয় অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আজ নিয়ে শহরের বাইরে আসার তৃতীয় দিন চলছে। এরমধ্যে মূস, এক পাল নেকড়ে, স্নো শু্য খরগোস আর লিনক্সের পায়ের ছাপ দেখেছে ও বরফের বুকে। পাহাড়ে ডিউই যদি থেকে থাকে তাহলে শেষবার বরফ পড়ার পর আর আস্তানা ছেড়ে বাইরে বের হয়নি। আরও পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পর ওর চক্কর পুরো হবে, তখনও যদি কোন চিহ্ন দেখতে না পায় তাহলে শহরের পথ ধরবে কার্ল। সামনে ডানদিকে একটা জঙলা উপত্যকা দেখতে পেয়ে আপাতত পূর্ণ সতর্ক হয়ে উঠল ও।

কুকুরগুলোকে দক্ষ হাতে ঢাল বেয়ে নামাতে শুরু করল। এক পা বরফে আটকে এগোচ্ছে যাতে গতি বেড়ে স্লেডটা উল্টে যেতে না পারে। সামনের বরফে তীক্ষ্ণ নজর–কোন চিহ্ন চোখ এড়াবে না। উল্টোপাশের গাছ ভরা ঢালের দিকেও এক চোখ রেখেছে। আকাশে ঘুরে ঘুরে ওড়া একটা নিঃসঙ্গ কাক ছাড়া আর কোন জীবন্ত প্রাণীর নড়াচড়া দেখতে পেল না। ওটাকে দেখতে মনে হচ্ছে ছেঁড়া একটুকরো ন্যাকড়ার মতো। উপত্যকার আরও গভীরে

ঢুকল স্লেড, এখন সোজা ছুটছে আড়াআড়ি এগিয়ে যাওয়া একটা জমাট ক্রীকের ওপর দিয়ে। হঠাৎ করেই গর্জে উঠল অস্ত্রটা।

-কানের কাছে বুলেটের বাতাস কাটার শিসের আওয়াজ শুনতে পেল কার্ল। স্লেডটা থামিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ওটার পেছনে আড়াল নিল। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে ফেলেছে আগেই।

আবার গর্জে উঠল রাইফেলটা। স্লেডের পেছনে একরাশ বরফ ছিটকে দিয়ে মাথা খুঁড়ল বুলেটটা। আততায়ী কোথায় আছে মোটামুটি আন্দাজ করতে পেরেছে কার্ল। লোকটা ডিউই লেন না হয়েই যায় না। আছে সে উল্টোপাশের ঢালের ওপরে জঙ্গলের মাঝে।

এক পাশে সরে স্লেডের আড়ালে আরও ভাল করে অবস্থান নিল কার্ল, এক হাত মুখের কাছে এনে চিৎকার করল, 'ডিউই লেন! ডিউই! গুলি কোরো না! বেরিয়ে এসো! কথা আছে!'

বরফে সাদা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছে। কয়েকবার প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল কার্লের চিৎকার। 'বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে এসো! কথা আছে! কথা আছে! কথা আছে!'

সমস্ত আওয়াজ থেমে যাওয়ার পর থমথমে নিরবতা নামল উপত্যকায়। আবার চেষ্টা করল কার্ল। 'ডিউই লেন! আমার নাম কার্ল জন্সটন! খবর আছে তোমার জন্যে!' কথাগুলো আবার প্রতিধ্বনিত হয়ে নিঃশেষিত হলো। আবার নামল নিরবতা।

তারপর জঙ্গল থেকে চেঁচাল একজন। 'জাহান্নামে যাও!' প্রতিধ্বনি উঠল: 'জাহান্নামে যাও! জাহান্নামে যাও! জাহান্নামে যাও!'

এক হাতে রাইফেলটা নিয়ে বরফে ছেঁচড়ে সামনে বাড়ল কার্ল, পরমুহূর্তে গালি দিয়ে উঠল। ওর ঠিক মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে বরফে ঢুকেছে একটা বুলেট। ডিউই লেন হোক আর যেই হোক এখানে শুয়ে অসহায় ভাবে গুলি খেতে রাজি নয় কার্ল, কি

করবে ভাবল। ডিউই লেন যে আচরণ করছে তাতে তাকে মারার একটা অধিকার জন্মে গেছে ওর। রাইফেলটা বাড়িয়ে শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করে আন্দাজে কয়েকটা গুলি করল কার্ল। জঙ্গলে বড় বড় পাথরও আছে। কয়েকটা বুলেট পাথরে বাড়ি খেয়ে পিছলে যাবার তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পেল। ম্যাগাযিন খালি করে গড়িয়ে এক পাশে সরে গেল কার্ল, আবার বুলেট ভরে নিল রাইফেলে। বেশ অসুবিধে হচ্ছে গ্লাভ্‌স্ পরে ট্রিগার টিপতে। কিন্তু গ্লাভ্‌স্ খোলার কথা ভুলেও মগজে ঠাঁই দিল না কার্ল। তাপমাত্রা এতোই কম যে স্টীলের গায়ে খসে রয়ে যাবে আঙুলের চামড়া-মাংস।

জবাবে কোন গুলি আসেনি। ঢালের মাথায় হঠাৎ করে কয়েকটা কাককে উড়তে দেখল কার্ল। *ক্রক ক্রাউক ক্রক* করে ডাকতে ডাকতে ঘুরে ঘুরে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে ওগুলো। সরে যাচ্ছে ডিউই লেন।

অপেক্ষা করল কার্ল, বুঝতে পারছে ডিউই লেন ওকে খুন করতে চায়নি, শুধু সাবধান করার জন্যে গুলি করেছে। অন্য মতলব থাকলে সে কুকুরগুলোকে গুলি করে মারতে পারত, তাহলেই অসহায় হয়ে যেত কার্ল, তারপর নিজের সুবিধে মতো সময়ে ডিউই লেন ওকে খুন করতে আসতে পারত। আস্তে ধীরে উঠে দাঁড়াল কার্ল। কোন গুলি এলো না।

নিচু স্বরে গাল বকল কার্ল, বড় করে শ্বাস টানল। ডিউই লেনকে এখন ও অনুসরণ করতে পারবে। কিন্তু তাহলে লেন ওকে মারার চেষ্টা করবে, ফলে শেষ পর্যন্ত হয়তো নিজের জীবন বাঁচাতে লেনকে খুন করতে হবে। কার্লের পরিকল্পনা অন্য রকম। এখন ও মোটামুটি ভাবে জানে কোথায় আছে লেন। শহরে ফিরে যাবে ও, রসদ নিয়ে আবার ফিরে আসবে। চেষ্টা করে দেখবে লোকটার সঙ্গে আলাপ করা যায় কিনা। লেন বোধহয় এখনও

ওকে দেখছে। উবু হয়ে শক্ত বরফে ছুরি দিয়ে গভীর করে লিখল কার্ল: *জেন এখানে। জরুরী কথা আছে। আগামী পরশুদিন আসব। কার্ল জন্সটন।*

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সেরাতে কার্ল শহরে ফিরতে পারল না হঠাৎ প্রচণ্ড তুষার ঝড় শুরু হওয়ায়। বাতাসে হঠাৎ করেই পাওয়া গেল কাঁচা লোহার গন্ধ, আকাশ কালো হয়ে গেল, বাতাস বাড়তে শুরু করল, তারপর পড়তে শুরু করল ঘন তুষার। তার মাঝ দিয়েই কিছুদূর এগোল কুকুরগুলো, তারপর বাধ্য হয়ে ওগুলোকে থামিয়ে ক্যাম্প করল কার্ল, মনে মনে গাল বকছে।

তুষারপাতে ডিউইর কাছে লেখা ওর বক্তব্য ঢেকে যাবে। ওর মন বলছে দীর্ঘক্ষণ চলবে এই ঝড়। ট্র্যাক মুছে যাওয়ায় আবার লেনের খোঁজ বের করতে হলে নতুন করে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে ওকে।

কিছুই করার নেই। ওপরের অংশ ছাদের মতো সামনে বেড়ে আছে এমন একটা প্রাগৈতিহাসিক প্রকাণ্ড বোল্ডারের নিচে আশ্রয় নিয়েছে ও। একসময় ওটা গ্লেসিয়ারের অংশ ছিল নিশ্চই। আগুন জ্বালল ও, চা খেল তৃপ্তি নিয়ে। কুকুরগুলোকে শুকনো মাছ দেবার পর সাপারের সময় চর্বিওয়ালা মাংস আর রুটি দিয়ে খাবারের পালা সেরে নিল। দেখল খাবার নিয়ে তুমুল কামড়াকামড়ি বাধিয়েছে কুকুরগুলো। এটাই স্বাভাবিক। যেটার জোর বেশি সেটা বেশি খাবে। দুর্বলগুলো না খেয়ে খেয়ে একসময় রুগ্ন হয়ে মারা পড়বে। সাপার সেরে পর পর দু'পেগ হুইস্কি নিল কার্ল, তারপর ব্ল্যাঙ্কেটে শরীর মুড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কাঁধে এখনও শটগান। দরকারে মুহূর্তের মধ্যে ওটা তুলে গুলি করতে পারবে।

পরদিন সকালেও বন্ধ হলো না তুষারপাত। প্রচুর খাবার ঠেঁসে খেয়ে ব্রেকফাস্ট সাম্বল কার্ল, কুকুরগুলোকে খাইয়ে রওনা দিল ঝড়ের মাঝ দিয়ে। বিকেলে জমাট বাঁধা উইকন নদী পার হয়ে

তুষারপাতের ভেতর দিয়ে আবছা ভাবে সার্কেল সিটির দুয়েকটা আলো দেখতে পেল। নিজের দিক নির্ণয় ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হয়ে আগে বাড়ল কার্ল। এখন ওর দরকার গরম কফি, খাবার, হুইস্কি এবং মেয়েমানুষ।

আধঘণ্টা পর জেসন ওয়েটস্টোনের দোকানের সামনে থামল ওর স্লেড। কার্ল ঠিক করেছে ওয়েটস্টোনকে ডিউই লেনের ব্যাপারে কিছু জানাবে না, কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে তার দেখা পায়নি। দুয়েকটা ড্রিঙ্ক সেরে চলে যাবে কেবিনে। জেন স্টোন ওখানে অপেক্ষা করছে।

দোকানে ঢুকে বেয়ার পও খুলে পার্কা থেকে জমে থাকা বরফ ঝাড়ল ও, কৃতজ্ঞ বোধ করল ঘরের উষ্ণ বাতাসে ফুসফুস ভরে শ্বাস নিতে পেরে। পার্কার হুড খুলে চারধারে তাকাল। কেউ নেই। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, বাইরে যেরকম তুষার ঝড় হচ্ছে তাতে এখানে কারও থাকার কথা নয়। ওয়েটস্টোনের লোকরা নিশ্চই বারে বা সেলুনে বসে আরাম করে মদ খাচ্ছে। হঠাৎ করেই চিৎকারটা কানে এলো ওর। পেছনের ঘরে চেঁচিয়ে উঠেছে এক মহিলা। 'না, ওয়েটস্টোন! যেতে দাও আমাকে!'

এক মুহূর্ত জমে দাঁড়িয়ে থাকল কার্ল, তারপরই পা বাড়াল পেছনের ঘর লক্ষ্য করে। পায়ে মাকলাক থাকায় কোন আওয়াজ হচ্ছে না। তিন কদম ফেলে দোকান পেরিয়ে এলো ও। বাম হাতে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও, ডান হাত সিক্সগানের বাঁটে।

দরজায় দাঁড়িয়েই জেনকে দেখতে পেল, মোচড়ামুচড়ি করে জেসনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। ওয়েটস্টোন চেষ্টা করছে তাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিতে। ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে জেনের ব্লাউজ, একটা পিনোন্নত পয়োধরার গোলাপী মাথা দেখা যাচ্ছে। 'না, ওয়েটস্টোন!' আবার চেঁচিয়ে উঠল জেন, মাথা ঘুরিয়ে সাহায্যের আশায় দরজার দিকে তাকিয়ে কার্লকে

দেখতে পেল। 'কার্ল! বাঁচাও!'

কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকাল জেসন ওয়েটস্টোন। ড্র করেছে কার্ল, হ্যামারটা উঠিয়ে জেসনের পিঠে তাক করল। 'ছেড়ে দাও ওকে।' জেনের উদ্দেশে বলল, 'আমি তোমাকে কেবিন ছেড়ে বের হতে বারণ করেছিলাম।'

'আমি এতোদিন বের হইনি! আজকে ভাবলাম বেলার সঙ্গে কথা বলে আসি, তাই এসেছিলাম।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওয়েটস্টোন, মাথার ওপর দু'হাত। টেবিল ছেড়ে উঠতে পারল জেন, দু'হাতে চুল ঠিক করছে। 'পিছিয়ে দাঁড়াও,' বলতে শুরু করেছিল মাত্র কার্ল, কথা শেষ হওয়ার আগেই বিদ্যুদ্বেগে জেনকে জড়িয়ে ধরে এক হাতে নিজের সামনে বর্মের মতো ধরল জেসন, আরেক হাতে বেরিয়ে এসেছে .৪৪ কোল্ট।

'অস্ত্র ফেলে দাও, জন্সটন,' হাঁপাতে হাঁপাতে আদেশ দিল জেসন।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল কার্ল, জেনকে লাগবে সে ভয়ে গুলি করতে পারছে না।

'না,' হিসহিস করে উঠল জেন, 'হারামজাদাকে খুন করো, কার্ল!'

খুবই ধীর গতিতে অস্ত্রটা মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল কার্ল।

'রাইফেল আর বন্দুকটাও নামিয়ে রাখো,' নির্দেশ দিল জেসন। তার গলায় উত্তেজনার ছাপ। 'ছুরিও যেন বাদ না যায়। আমার জানা আছে অস্ত্র হাতে খোদ শয়তানকে তুমি হার মানাও। কোন সুযোগ নিতে চেষ্টা কোরো না, আমি জেনকে গুলি করব।'

'ওয়েটস্টোন, তুমি কি পাগল হলে যে আমাকে...'

'না।' থামিয়ে দিল জেসন। 'তুমি যখন বাইরে ছিলে তারমধ্যে পরিস্থিতি বদলে গেছে। তুমি ইচ্ছে করলে আমার

সহকারী থাকতে পারো, কিন্তু মেয়েটাকে আমি দখল করে নিলাম।...কি হলো, অস্ত্রগুলো খুলে সাবধানে নামিয়ে রাখতে বলেছি না!'

জেনের জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে কিছু করা যাবে না বুঝে অস্ত্র মেঝেতে রেখে নির্দেশ পালন করল কার্ল। ছোরা দুটো রাইফেল আর বন্দুকের ওপর স্থান পেল। 'এবার কোনায় গিয়ে দাঁড়াও!' নির্দেশ ঝাড়ল ওয়েটস্টোন। আবার নির্দেশ পালন করল কার্ল।

'ওকে প্রথমবার দেখেই নিজের করে পেতে চেয়েছি,' বলে চলল ওয়েটস্টোন, শক্ত করে জেনকে ধরে রেখেছে, নিষ্কম্প হাতে ধরা সিক্সগানটা কার্লের পেটে সই করা। 'মনে করেছিলাম ওকে ছাড়াও চলে যাবে। তখন বেলা ছিল আমার সঙ্গে। কিন্তু গতকাল পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। মেয়েমানুষ ছাড়া শীত কাটাতে আমি রাজি নই।'

'বলছ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে,' বলল কার্ল, 'কি পাল্টেছে?'

'ওই হারামজাদা মাতাল ডাক্তার আবার আমাকে খুন করতে আসায় আমি তার মাথায় এক বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছি। বেলা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে রাজি নয় আর। যতোটা সে মনে করত তার চেয়ে বুড়ো হারামজাদা বাপটাকে অনেক বেশি ভালবাসত বেলা। শহরে সুন্দরী সাদা মেয়েমানুষ আর মাত্র একজনই আছে। জেন স্টোন। বাধ্য হয়েই জেনের দখল আমার দরকার। তাছাড়া বেলা আমার কাছে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। এখন বাকিটা তোমার হাতে, কার্ল। ইচ্ছে করলে বেলাকে তুমি নিতে পারো। আমি জেনকে চাই। সেই প্রথম দেখা থেকে চাইছি ওকে।' জেনের বুকে হাতের চাপ বাড়াল জেসন। 'আমাকেও তুমি চাও, তাই না, সোনামণি? জানি কার্লের ব্যাপারে তুমি একঘেয়েমিতে ভুগছ। নিশ্চই চাও জীবনে সুদর্শন লোক আসুক? নিশ্চই চাও। না চাইলে আজকে সকালে যেভাবে এসে আমার

সঙ্গে ছিনালী করছিলে, সেরকম করতে না।

'উন্মাদ হয়ে গেছ তুমি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল জেন। 'ছেড়ে দাও আমাকে, বদমাশ কোথাকার!' কথা শেষ করেই হাইহিল দিয়ে জেসনের হাঁটুর বাটিতে জোর এক গুঁতো দিল সে।

ব্যথায় ঘোঁৎ করে উঠল জেসন, হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেল। 'হারামজাদী!' সিক্সগান দিয়ে জেনের মাথায় জোরাল একটা বাড়ি দিল সে। শিথিল হয়ে গেল জেনের শরীর, সেই একই মুহূর্তে ওয়েটস্টোনকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল কার্ল। ক্ষুধার্ত কুগারের মতো দ্রুততায় জেসনের কাছে পৌঁছে গেল ও, লোহার মতো কঠিন হাতে খপ করে ধরে ফেলল জেসনের কব্জি। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল ওয়েটস্টোন, হাত থেকে পড়ে গেল সিক্সগানটা। দু'জনই হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। ওপরে কার্ল, নিচে ওয়েটস্টোন।

'হল্ট!' চেঁচিয়ে উঠল ওয়েটস্টোন। 'কেস! এখানে আসো!'

কার্ল জানে না ওয়েটস্টোনের দুই গানম্যান কোথায় ছিল, কিন্তু সিক্সগানটার জন্যে লড়াই করতে করতে পেছনে বুটের আওয়াজ শুনতে পেল ও। ওয়েটস্টোনের চোয়ালে একটা জোরাল ঘুসি মেরেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল শটগানের খোঁজে। মেঝেতে এখনও পড়ে আছে ওয়েটস্টোন। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কোল্ট গর্জে উঠল। নিচু হয়ে গেল কার্ল, ঝটকা দিয়ে পিছাল। ওর হাত শটগানটা স্পর্শ করতে গিয়েও পারল না, কিন্তু ওটার ওপর রাখা একটা ছোরা হাতে চলে এলো। এক ঝটকা দিতেই ছোরাটার হাতল চলে এলো ওর মুঠোর ভেতর। দশ ইঞ্চি ফলাটা ঝিকঝিক করে উঠল। হাতে নিয়েই পাশ থেকে থ্রো করল কার্ল, যেন ঘোড়ার নাল ছুঁড়ছে। মাত্র দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে রুগ্ন শরীরের হল্ট, তৈরি হয়ে আছে দ্বিতীয়বার গুলি করার জন্যে। কিন্তু কোন সুযোগ পেল না সে, তার আগেই গলা দিয়ে ঢুকে

ওপার দিয়ে বেরিয়ে গেল ছোরার তীক্ষ্ণ ফলা। অস্ত্রটা হল্টের হাত থেকে খসে পড়ল, ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেল হল্ট, এক পা পিছিয়ে কেসের গায়ের ওপর ঢলে পড়ল। কেস অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়ায় বন্দুকের কাছে চলে আসার সুযোগ পেল কার্ল। হল্ট কি যেন বলল গুঙিয়ে। কেস গালাগাল দিয়ে উঠল। ওগুলোই ওদের জীবনের শেষ কথা। টেন গজ বন্দুকটা চলে এসেছে কার্লের হাতে, তাক করেই দুটো ট্রিগার টিপে দিল সে। লোক দুটোর বুকে-পেটে লাগল গুলি। প্রায় উড়ে গিয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল তারা। দোকানের মেঝেতে পড়ার আগেই প্রাণ হারিয়েছে।

হাঁপাচ্ছে কার্ল, বন্দুক হাতে ঘুরে দাঁড়াল।

বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে। চোখের কোণে আবছা একটা নড়াচড়া দেখতে পেল। উঠে দাঁড়িয়েছে জেসন, হাতে সিক্সগান। গায়ের জোরে ওটা সে নামিয়ে আনল কার্লের মাথার তালুতে।

কার্লের মনে হলো চোখের সামনে দুনিয়াটা বিস্ফোরিত হয়েছে। হাজারটা নক্ষত্র তীব্র আলো বিকিরণ করল। পরমুহূর্তে চোখের সামনে নামল গাঢ় অন্ধকার।

আট

জ্ঞান ফিরতেই কার্লের প্রথম অনুভূতি হলো ঠাণ্ডা, তীব্র ঠাণ্ডা! তারপর ব্যথা অনুভব করল ও। মাথায় কে যেন সজোরে পেরেক ঠুকছে। আবছা চেতনায় শুনতে পেল কুকুরের ডাক। একটু পর সচেতনতা বাড়তে টের পেল গতি। মসৃণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে

ও। চোখ মেলল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণে বরফ জমে গেল। এতোক্ষণে বুঝতে পারল একটা স্লেডের ওপর আছে সে। ঝড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে স্লেড। মনে পড়ল এই ঝড় পেরিয়েই সার্কেল সিটিতে গিয়েছিল ও।

সামনে তাকাতে দেখতে পেল বিরাট কুকুরগুলো লেজ উঁচিয়ে ছুটছে। পাশে হেঁটে চলেছে এক লোক। দৃষ্টি আরেকটু পরিষ্কার হতেই লোকটার কাঁধে ওর টেন গজ শটগানটা চিনতে পারল কার্ল।

সাবধানে নড়তে চেষ্টা করল। এবার বুঝতে পারল ওর হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে শক্ত করে। মুখ ছাড়া আর কোথাও শীতের কামড় লাগছে না। শরীর একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। কি ঘটেছিল মনে করার চেষ্টা করল কার্ল। ধীরে ধীরে মনে পড়ল। তিক্ত মনে ঘাড় ফেরাল। ওর পাশেই স্নো শ্যু পরে হাঁটছে আরেক লোক। পেছনেও আছে একজন। ঠোঁট বেঁকে গেল ওর। পাশের লোকটার কোমরে ঝুলছে ওর ছোরা। বুঝতে পারল, পেছনের লোকটার কাছে ওর রাইফেল আর পিস্তল আছে। বুঝতে পারছে এ লোকগুলো ওয়েটস্টোনের, কিন্তু তারা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারল না।

অন্যদিকে মাথা ফেরাল কার্ল। পাশেই আরেকটা স্লেড যাচ্ছে। ওটাতেও কে যেন আছে। ঘন ফারের নিচে রয়েছে বলে কে তা বোঝা যাচ্ছে না। দুই স্লেডের মাঝখানে পাক খাচ্ছে তুষার, দৃষ্টি নিয়ে খেলছে। এমনিতেই কার্লের দৃষ্টি পুরোপুরি পরিষ্কার নয়, কাজেই পাশের স্লেডে মহিলা না পুরুষ বন্দি সেটা বোঝার চেষ্টা বাদ দিল। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে থাকল ও, অপেক্ষা করছে কখন শরীরে শক্তি ফিরবে। ও চাইছে না লোকগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। নিজেকে সামলে নিতে হলে সময় দরকার ওর। অনেকক্ষণ নিরবে কাটল। আস্তে আস্তে মাথার ব্যথাটা মিলিয়ে

গেল একসময়।

মনে হলো অনন্তকাল পরে থামল স্লেড দুটো। সন্ধে হয়ে গেছে তখন। আঁধার নামছে। বরফের ভারে মাথা নোয়ানো সিডারের একটা জঙ্গলের ভেতর থেমেছে ওরা। 'ঠিক আছে,' একজনকে চেঁচাতে শুনল কার্ল, 'আমরা এখানেই ক্যাম্প করব।'

চুপচাপ স্লেডে পড়ে থাকল কার্ল। থ্যাপ থ্যাপ করে জোরাল আওয়াজ হলো। কে যেন গাছের গায়ে কুঠার চালাচ্ছে। একটু পরেই একটা আগুন জ্বলে উঠল। সন্ধের আঁধারকে সাধ্যমতো ঠেকাচ্ছে ওটা লাল আভা ছড়িয়ে। একটা মুখ ওর ওপর ঝুঁকে এলো। জোরে জোরে কয়েকটা চড় মারল লোকটা কার্লের গালে।

চোখ মেলল কার্ল। ঝুঁকে আসা মুখটা চৌকোনা। ঠোঁটের ওপর পুরু কালো গোঁফ। নাকটা ভাঙা, থ্যাবড়া। দাঁতগুলো পোকায় ধরা। লোকটাকে চেনে কার্ল। রালটন। ওয়েটস্টোনের গানম্যান। হল্ট আর কেসের পর সে-ই ওয়েটস্টোনের সেরা।

'তাহলে জ্ঞান ফিরেছে তোমার,' বলল রালটন।

'হ্যাঁ,' নিজের কানেই কড়া শোনাল কার্লের বলার সুর।

'ভাল। আমরা চাইনি *আসল সময়ে* তুমি ঘুমিয়ে থাকো। ওয়েটস্টোন ভয় পাচ্ছিল বেশি জোরে মাথায় বাড়ি দিয়েছে সে, তোমার আর জ্ঞান ফিরবে না।'

'আসল সময় মানে?'

হাসল রালটন, ধাতব কর্কশ আওয়াজ। মনে হলো ডিব্বার মধ্যে কয়েকটা পাথর ভরে ঝাঁকানো হচ্ছে। 'সময় মতো টের পাবে, এতো উদগ্রীব হওয়ার কিছু নেই।' এক টানে কার্লের গা থেকে কম্বলটা টেনে সরিয়ে দিল সে। 'নামো এবার স্লেড থেকে।'

রালটনের সাহায্য নিয়েও অনেকক্ষণ লাগল কার্লের আড়ষ্ট পায়ে উঠে দাঁড়াতে। অবশ হাত-পা এখনও বাঁধা। রক্ত চলাচল করছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ভয় হলো কার্লের, গ্লাভ্স্ আর

মাকলাক পরে থাকার পরও হয়তো জমে গেছে অঙ্গগুলো। তুষারের ওপর টলমল পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, স্নো শ্যু নেই। ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে ব্যস্ত হয়ে কাজ সারছে ওয়েটস্টোনের পাঁচ গানম্যান। কুকুরগুলোকে স্লেড থেকে খুলে খাওয়া দিল, কাঠ কাটল, তারপর ক্যাম্প করল। কার্লের শটগানটা রালটনের কাছে, বাকিরা কাজ করল আর সর্বক্ষণ ওটা কার্লের বুকে তাক করে রাখল রালটন। 'দারুণ জিনিস,' বলল রালটন। 'জেসন বলেছে এটা আমি নিয়ে নিতে পারি। এটা ব্যবহারের কৌশলগুলো তুমি দেখিয়ে দিতে পারছ না বলে খারাপই লাগছে, তবে নিজেই আমি শিখে নিতে পারব।' ব্যারেল দিয়ে কার্লকে গুঁতো মারল সে। 'খাওয়া চাইলে আগুনের ধারে গিয়ে বসো।'

ইচ্ছেশক্তির জোরে সামনে বাড়ল কার্ল, তুষারে পা পিছলে যেতে চায়। পাশের স্লেডের আরোহীকেও ফারের নিচ থেকে বের হতে বাধ্য করা হয়েছে। তাকাল কার্ল, গায়ে এখনও ফার থাকার পরও আকৃতি দেখেই বুঝতে পারল, মহিলা না হয়ে যায় না। জেন? মেয়েটা মুখ ঘোরাতে ভুল ধারণা ভাঙল—বেলা ডালটন।

চোখে সাহায্য প্রার্থনা নিয়ে বেলা তাকানোয় কার্ল রালটনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? ও এখানে?'

ধাতব হাসল রালটন। 'আগামীকাল তুমি সঙ্গিনী পাবে, কার্ল। আমরা চলে যাবার পর ও তোমার সঙ্গেই থাকবে। কি, মজা হবে, তাই না? হাহ্ হাহ্ হাহ্ হাহ্!'

'ডিউই লেনের মতো রেখে যাবে তোমরা আমাদের?' শুকনো গলায় জানতে চাইল কার্ল।

'নির্দেশ সেটাই,' জানাল রালটন।

সিডারের বনের দিকে তাকাল কার্ল। বাতাসের ঝাপটা অনেকটা কম লাগছে এখানে গাছগুলোর আড়ালের কারণে। মনে মনে ভেবে দেখছে ও, বুঝতে চেষ্টা করছে স্টোরে গোলাগুলির পর

কতদূরে ওদের নিয়ে আসা হয়েছে। সারা বিকেল যদি সমান গতিতে এগিয়ে থাকে তাহলে সার্কেল সিটি থেকে অন্তত বিশ মাইল দূরে চলে এসেছে লোকগুলো। 'আমাকে মারার জন্যে অনেক বেশি দূর নিয়ে এসেছ তোমরা,' শুকনো গলায় মন্তব্য করল কার্ল।

'আরও বহুদূর নিয়ে যাওয়া হবে তোমাদের। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তো বলব সত্যি এতো সুন্দরী একটা মেয়েকে মেরে ফেলাটা একটা অপচয়। তোমাকে রাতে অপেক্ষা করতে হবে। খারাপ লাগবে না তোমার, আওয়াজ শুনতে পাবে। রাতে আমাদের একটু আনন্দ দেবে বেলা। তবে দুঃখ কোরো না, আগামীকাল ইচ্ছে করলে ওকে তুমি পেতে পারবে। আমার হিসেব ঠিক থাকলে কালকে দুপুরে গ্র্যানিট ভ্যালিতে পৌঁছে যাব আমরা। ঝড় মনে হয় থামবে না। তাপমাত্রা থাকবে শূন্যের পনেরো ডিগ্রী নিচে। বেশিক্ষণ বাঁচতে চাইলে তোমাদের দু'জন দু'জনকে গরম করে রাখতে হবে।'

'কি বলতে চাইছ?' কার্লের গলা শুকিয়ে কাঠ।

'জেসনের সঙ্গে মারামারি করা তোমার উচিত হয়নি। তোমার উচিত ছিল ওর প্রস্তাব মেনে নিয়ে বেলাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা। তোমার বদলে আমি হলে নির্দ্বিধায় নিজের মেয়েমানুষ দিয়ে দিতাম। তুমি যদি দিতে তাহলে সব ঠিকই থাকত। কিন্তু এখন এই পারিস্থিতিতে...' নির্দয় চোখে কার্লকে দেখল রালটন, 'আর কিছুই তোমার করার নেই। আমরা তোমাকে বহু দূরে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে কোন জনমানুষ নেই। ওখানে নিয়ে গিয়ে তোমাদের পোশাক খুলে নেয়া হবে। জন্মের সময় যেমন ন্যাংটো ছিলে তেমনি করে তোমাদের রেখে যাব আমরা বরফের মাঠে। যতোই চেঁচাও, সাহায্য করার মতো কেউ থাকবে না। আমরা চলে যাবার পর বড়জোর আধ ঘণ্টা বেঁচে থাকবে জমে

যাবার আগে। জেসন বলেছে যাতে তোমরা কষ্ট পেয়ে মরো। রাতে তোমাদের আমরা ভাল মতো খাওয়াব, যাতে শক্তি ফিরে আসে।' পার্কার পকেটে হাত ভরে একটা সিগার বের করল রালটন, ওটার এক মাথা দাঁত দিয়ে কামড়ে টুকরোটা থুতুর সঙ্গে বরফের ওপর ফেলল। 'জেসনের সঙ্গে লাগতে গেলে পরিণতি মারাত্মক হয় সেটা তুমি বুঝতে পারবে ঠাণ্ডায় নীল হয়ে যাবে যখন।' চোখ সরু হয়ে গেল। 'হল্ট আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। অনেক দিন আগে একই সঙ্গে এখানে আসি আমরা। সেই থেকে একইসঙ্গে ছিলাম। ওয়েটস্টোন সঙ্গে নেই বলেই যে আমাদের কেউ তোমার সঙ্গে নরম আচরণ করবে সেটা ভেবে থাকলে ভুল করছ।' উবু হয়ে আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠি বের করে চুরুটটা ধরাল রালটন। 'বেলাকে যতোটা সহ্য করতে হবে তারচেয়ে কম করতে হবে না তোমাকে।' বেলার দিকে তাকাল সে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজাল। 'সুন্দরী, মরবে তুমি বুক ভরা সুখ নিয়ে। আজ রাতে আমরা সবাই তোমাকে সুখী করব। সত্যিকারের সুখী। ছয়জন পালা করে পরিশ্রম দেব।'

নিরবে চেয়ে আছে বেলা। ঠোঁট বাঁকা করল। হঠাৎ করেই থুতু ছিটাল রালটনের চেহারায়।

জমে যাওয়া থুতু গাল থেকে খুঁটে সরাল রালটন, তারপর চড় মারল বেলার গালে। তাল হারিয়ে তুষারের ওপর পড়ে গেল বেলা। 'ঠিক আছে, হারামজাদী ডাইনী, থুতু দিস? দুইবার করে যাবো আমরা তোর কাছে।'

সামনে বাড়তে চেষ্টা করায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কার্ল, কোনমতে হাঁটু গেড়ে বসতে পারল বরফের ওপর। হেসে উঠল রালটন, তারপর শটগানের বাঁট দিয়ে মাঝারি জোরে বাড়ি মারল কার্লের মাথায়। দড়াম করে মুখ থুবড়ে তুষারে পড়ল কার্ল। কলার ধরে ওকে টেনে তুলল রালটন। 'এতো সহজে তোমাকে

জ্ঞান হারাতে দেব না। জেগে থাকতে হবে তোমাকে, রাতে ভাল করে খেতে হবে। আগামীকাল ধীরে ধীরে মরতে হবে। ভাবছি দু'একটা কাপড় তোমাদের দিয়ে যাব যাতে জমে যেতে দেরি হয়।' ধাক্কা দিয়ে কার্লকে আগুনের ধারে বসিয়ে দিল। বেলাকে তার পাশেই বসতে বাধ্য করা হলো।

'কি করে জীবনে এতো বড় ভুল করলাম আমি?' ফিসফিস করে বলল বেলা। কার্লকে বলছে না, বলছে নিজেকেই। 'জেসনের ব্যাপারে, সবার ব্যাপারে…সব ব্যাপারে!'

'কি ঘটেছিল?' জিজ্ঞেস করল কার্ল।

'কাল রাতে বাবা জেসনের দিকে পিস্তল তাক করেছিল। পেছনের ঘরে। কিন্তু বাবা মাতাল ছিল। জেসন ড্র করল। বিদ্যুতের মতো দ্রুত ছিল ওর গতি। বাবা ট্রিগার টানার আগেই দুই চোখের মাঝখানে গুলি খেল।'

দীর্ঘ কাঁপা কাঁপা শ্বাস ছাড়ল বেলা। 'ওহ্, কি ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য! তখন আমার উপলব্ধি হলো। বুঝতে পারলাম জেসন কেমন। বুঝতে পারলাম আমি কি হয়ে গেছি। তারপর জেসন আমার কাছে এগিয়ে এলো। হাসছিল সে। হাত বাড়াল কাছে টানার জন্যে। আমি আর সহ্য করতে পারিনি, ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। যদি পারতাম ওর চোখ খামচে তুলে নিতাম। অভিশাপ দিলাম ওকে, গালাগাল করলাম। জেসন ঘুসি মেরে আমাকে অজ্ঞান করে দিল। এখন মনে হচ্ছে তখন যদি ওখানেই ও আমাকে মেরে ফেলত তাহলেই বোধহয় ভাল হতো। তারপর আজকে বিকেলে তোমার মেয়েমানুষ জেন এলো দোকানে। বলছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। ও এসেছিল জেসনের কাছে। কিন্তু জেসন বেশি আগ্রাসী হয়ে ওঠায় বোধহয় সিদ্ধান্ত পাল্টায় বা ভয় পেয়ে যায় জেন। তারপর তুমি এলে। সাঙ্ঘাতিক খেপে গেছে জেসন তুমি ওর

লোকদের মারায়। তারচেয়েও বেশি রেগেছে তোমার হাতে মার খাওয়ায়। আগে ও জেনকে পেছনের ঘরে আটকে রাখল, তারপর লোক ডেকে বলল আমাকে আর তোমাকে গ্র্যানিট ভ্যালিতে নিয়ে ফেলে আসতে। ডিউই লেনকেও ওখানেই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল জেসন।'

'শুনেছি আমি,' নিচু স্বরে বলল কার্ল।

'ওর মতোই শীতের কাপড় ছাড়া আমাদের ফেলে যাওয়া হবে জমে মরতে।'

'হতাশ হয়ো না,' বলল কার্ল। 'এখনও আমরা মারা যাইনি। যতোক্ষণ শ্বাস ততোক্ষণ আশ। হয়তো বাঁচার কোন একটা উপায় বেরিয়ে যাবে।'

'মরতে আমি ভয় পাই না,' বলল বেলা। 'এখন আর তোয়াক্কা করি না কোন কিছুর।' গলা ভেঙে গেল মেয়েটার। 'জেসন সার্কেল সিটিতে আসার আগে আমি বড় নিঃসঙ্গ ছিলাম। আগে আমরা সিয়াট্‌লে থাকতাম...বাবা মাত্রাতিরিক্ত ড্রিঙ্ক শুরু করার আগে।' আফসোস করে মাথা দোলাল বেলা। 'কিছু একটা খারাপ ঘটেছিল ওখানে। হয়তো বাবার লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল বা আর কিছু। ভগ্ন হৃদয়ে মা মারা গেল, আমরা চলে এলাম সার্কেল সিটিতে। সিয়াট্‌ল থেকে সার্কেল সিটি! কি যে পরিবর্তন বলে বোঝাতে পারব না। কি ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা! মানুষগুলো যেন মানুষ নয়, জন্তু! একটা শীত আমরা ক্রীকগুলোর ধারে কাটালাম। তারপর এলো জেসন। আর সবার চেয়ে কি আলাদাই না ছিল ও। কি সুদর্শন, কি পরিষ্কার, ভদ্র, শান্ত, অভিজাত। ওকে প্রায় কোন কষ্টই করতে হয়নি, ওর প্রেমে পড়ে গেলাম আমি। আমাকে ও নিজের মেয়েমানুষ করে নিতে চাইল। আমিও খুশি মনে ওর সমস্ত চাহিদা মেটাতে রাজি হয়ে গেলাম। কি ভাগ্য! আর এখন...' চুপ হয়ে গেল বেলা। আর কোন কথা বলছে না, বসে আছে পাথরের

মূর্তির মতো। স্থির দৃষ্টি আগুনের ভেতর, কিন্তু দেখছে না কিছু, যেন চলে গেছে অন্য কোন জগতে।

পটপট করে আগুনে কাঠ পুড়ছে। দূরে ডাকছে নেকড়ের পাল। ঝড়ো বাতাস ভাসিয়ে আনছে মিহি তুষার। আগুনে তুষার পড়ে মৃদু হিসহিস আওয়াজ করছে। অনেক সময় নিরবে পেরিয়ে গেল।

হাত বাঁধা অবস্থাতেই খাবার খাওয়ানো হলো ওদের। জোর করে মুখে ঠেঁসে দেয়া হলো খাবার। বাকিরা ছোট একটা তাঁবু খাটিয়েছে। ওটার ওপর কম্বল পাতা হলো। নিজেরাও কম্বল মুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল তারা। এবার বেলাকে টেনে তোলা হলো। ধাক্কা দিয়ে তাকে তাঁবুর দিকে নিয়ে চলল রালটন। আগুনের ধারে কার্লকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। একজন সর্বক্ষণ সতর্ক চোখ রাখছে ওর ওপর। পালাবার কোন পথ নেই। দক্ষ অভিজ্ঞ লোক এরা। বেলা চিৎকার করছে না। একজনের পর একজন তাঁবুতে ঢুকছে, বেরিয়ে আসছে সময় শেষে। তিন ঘণ্টা পর দ্বিতীয় দফা শুরু হলো। তাঁবুর ভেতরে এখনও কোন আওয়াজ নেই। লোকগুলোর বর্বরতা দেখার জন্যে পুরো সময় বসে থাকতে হলো না কার্লকে। দ্বিতীয় দফা শুরু হতেই ওকে স্লেডে উঠে পড়তে বাধ্য করা হলো। কম্বল দিয়ে ভাল মতো ঢেকে দেয়া হলো ওকে যাতে রাতেই ঠাণ্ডায় জমে মারা না যায়।

অনেকক্ষণ জেগে থেকে হাতের বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করল কার্ল, কোন লাভ হলো না। একসময় ক্লান্ত চোখে নেমে এলো গভীর ঘুম।

*

সকালে জাগানো হলো ওকে। স্লেডে শুইয়েই নাস্তা খাওয়াল রালটন। মড়ার মতো ফেকাসে চেহারায় তাঁবু থেকে বের হলো বেলা। ধাক্কা দিয়ে তাকে পাশের স্লেডটায় বসিয়ে দেয়া হলো।

কুকুরগুলোকে হার্নেসে বাঁধা চলছে। কাজটা শেষ হতেই রওনা দিল স্লেড দুটো। একটু পরই পিছিয়ে গেল সিডারের বন। সামনে ধুধু বরফে ঢাকা বিরান প্রান্তর—নির্জন, প্রাণহীন, ভয়ঙ্কর। কোথাও কোথাও আছে পনেরো থেকে বিশ ফুট গভীর তুষারকণার মরণফাঁদ। এখনও আকাশ থেকে তুষার ঝরছে, গায়ে বিঁধছে ছুটন্ত বালুকণার মতো।

কুকুরগুলো নিজেদের কাজে দক্ষ, ছুটছে একটানা। ওয়েটস্টোনের লোকদেরও চলায় কোন বিরাম নেই, স্নো শু্য পরে থপথপ করে হাঁটছে। অভ্যস্ত তারা এধরনের আবহাওয়ায়। দ্রুত এগোচ্ছে স্লেড। বুনো একটা পাহাড়ী এবড়োখেবড়ো এলাকায় এসে পৌঁছোল ওরা শুভ্র তুষারপাতের মাঝ দিয়ে উত্তর-পুবে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে কানাডিয়ান নদীর তীরে আকাশে মাথা তুলে থাকা ব্রুক্স্ রেঞ্জ। জেসন ওয়েটস্টোন কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না, ডিউই লেনকে দিয়ে যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছে সে। এ এমন এক এলাকা যেখান থেকে সহজে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না কেউ উপযুক্ত পোশাক থাকলেও। স্লেড ছাড়া মানুষ এখানে অচল।

একটা উপত্যকায় প্রবেশ করল ওরা। দু'পাশে গ্র্যানিটের উঁচুনিচু টিলা। বরফ দাঁত বসিয়েছে টিলার গায়ে। ক্ষুরধার বাতাসের কামড়ে পাথর ক্ষয়ে বিদঘুটে আকৃতি নিয়েছে টিলাগুলো। পাথরের ফাঁকে বাতাস বয়ে অদ্ভুত গোঙানির গা শিরশিরে আওয়াজ হচ্ছে। স্লেড থামানোর নির্দেশ দিল রালটন, কাঁধ থেকে শটগান নামাল।

স্লেড থেকে নামানো হলো কার্লকে। ঠোঁট ওল্টানো রালটনের পোকা ধরা কালো কালো দাঁত দেখা গেল। 'মনে কোরো না দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে গুলি করে মারা হবে তোমাকে। তবে দরকার হলে তোমার পায়ে গুলি করব আমি। পায়ে গুলি করলে নড়াচড়া করে শরীর গরম করতে পারবে না। এবার

পার্কাটা খুলে ফেলো।'

নড়ল না কার্ল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রালটনের চোখে।

'পায়ে গুলি করি তা-ই চাও? শটগানের নল তাক করে জিজ্ঞেস করল রালটন। 'হাত নাড়ানোর জন্যে তোমাকে দু'সেকেন্ড সময় দিলাম।'

হাত বাঁধা, বেকায়দা ভঙ্গিতে পার্কা খুলতে শুরু করল কার্ল। কোমরের কাছে পার্কা তুলে ফেলার পর ওর মনে হলো হাড়কাঁপানো হিংস্র বাতাস যেন একটা জীবন্ত কিছু–নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে, কামড় বসাচ্ছে গায়ে। পার্কা খুলে ফেলল কার্ল। এখন ওর পরনে আন্ডারওয়্যারের ওপর শুধু ফ্লানেলের শার্ট। হিহি করে কাঁপতে শুরু করল ও।

ধাতব হাসি হাসল রালটন, শটগানের বাঁট দিয়ে কার্লের বুকের পাশে বাড়ি মেরে বলল, 'প্যান্ট আর মাকলাক খুলতে আমি তোমাকে সাহায্য করছি।'

ভারসাম্য হারিয়ে তুষারের ভেতর পড়ে গেল কার্ল। ছোরা বের করে কার্লের গোড়ালির বাঁধন কেটে দিল রালটন, এক টানে খুলে নিল মাকলাক। এবার হ্যাঁচকা টানে উলের প্যান্টটা টেনে নামাল। কোনদিকে খেয়াল নেই কার্লের, আপ্রাণ চেষ্টা করছে ও তুষারের ভেতর থেকে বের হতে। শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে পারল। হাঁটু সমান তুষারে দাঁড়িয়ে আছে। এতোক্ষণে নিচে বরফের একটা শক্ত চাঙড় পেয়েছে। রালটনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কোন উপায় নেই। ফারের কাপড় দিয়ে শরীর না মুড়লে আর সবার মতোই কার্লও অসহায়। এতোই প্রবল ঠাণ্ডা যে দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়া কোনমতেই থামাতে পারছে না। খটাখট আওয়াজ করছে দাঁতগুলো।

'সব কাপড় নিয়ে নিলে এই ঠাণ্ডায় তুমি তিন মিনিটে জমে মারা যাবে,' মন্তব্যের সুরে বলল রালটন। 'যদি তুমি চল্লিশ মাইল

পাড়ি দিয়ে সার্কেল সিটিতে ফিরতে পারো তো আমি নিজে জেসনের কাছে সুপারিশ করব যাতে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়।' হাসিমুখে অন্যদের দিকে ফিরল। 'ওই বেটির কাপড় খুলে ফেলো।'

যার কাছে কার্লের ছোরাটা সে হাসল। 'বলছ এতোক্ষণে!' ছোরার এক পোঁচে পার্কা কেটে নামিয়ে ফেলল সে। হাত বাড়িয়ে বেলার ফ্ল্যানেল শার্টটা ছিঁড়ে নিল। দু'হাত ভাঁজ করে দুধসাদা সুডৌল স্তনযুগল ঢাকল বেলা, থরথর করে শীতে কাঁপছে। ছোরাটা আবার ঝলসে উঠল। খুলে পড়ে গেল প্যান্ট। পরনে শুধু উলের তৈরি আন্ডারওয়্যার ছাড়া আর কিছু নেই। দাঁত বসাচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। কার্লের মতোই তাকে হাত বাঁধা অবস্থায় বরফে ঠেলে ফেলে দেয়া হলো, খুলে নেয়া হলো মাকলাক। লোভীর চোখে তার আন্ডারওয়্যার পরা শরীর দেখল লোকগুলো।

'হবে নাকি আরেকবার, রালটন?' জিজ্ঞেস করল একজন।

মাথা নাড়ল রালটন। 'ওকে সুস্থ অবস্থায় মারার আদেশ দিয়েছে জেসন।'

তিরিশ ফুট দূর থেকেও মেয়েটার দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কার্ল।

'ঠিক আছে,' ধাতব হাসল রালটন। 'আমাদের কাজ শেষ ওয়েটস্টোন প্রত্যেককে বাড়তি দুশো ডলার করে দেবে।' কার্লের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার। 'আশা করি সময়টা তোমরা দু'জন উপভোগ করে কাটাবে।' স্লেডের পেছনে চাপড় লাগাল। 'এগো তোরা! জলদি!'

আগে বাড়ল কুকুরগুলো, দড়ি টানটান হয়ে গেল, তারপর রওনা হলো স্লেডটা। অন্য স্লেড ওটাকে অনুসরণ করছে। ধাতব হাসছে রালটন। তার পাশে পাশে পা বাড়াল অন্যরা। বেশ কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখল কার্ল আর বেলাকে, তারপর

এগিয়ে চলল আবার। একটু পরেই তুষার ঝড়ের ভেতর স্লেড দুটো হারিয়ে গেল।

জমে যাচ্ছে কার্ল, অথচ ওর পরনে মেয়েটার চেয়ে বেশি কাপড় আছে। 'বেলা,' চেঁচাল কার্ল, 'হাল ছেড়ে দিয়ো না, বেলা!' বোকার মতো কথা বলছে কার্ল, আর পনেরো মিনিটে জমে মারা যাবে সে। দশ মিনিটের মাথায় কোমর থেকে পাকা ফলের মতো খসে পড়বে পা দুটো। এসবই জানে ও, কিন্তু তোয়াক্কা করছে না। যতোক্ষণ শ্বাস ততোক্ষণ আশ।

গভীর তুষারের মধ্যে দিয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে বেলার দিকে এগিয়ে চলল সে। একবার পড়ে গেল বুক সমান গভীর নরম তুষারে। অনেক কষ্ট করে উঠে এলো আবার। এক সময় মনে হলো অনন্তকাল পরে বেলার পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল ও। বাতাস আর বেলার মাঝখানে অপ্রতুল একটা দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বেলাকে। সামান্য উষ্ণতাই এখন অনেক। 'হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ো না!' চেঁচাল কার্ল। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে, বক্তব্য পরিষ্কার হলো না। পাগলের মতো হাত নেড়ে দূরের গ্র্যানিটে তৈরি টিলাগুলো দেখাল ও। টিলাগুলো উপত্যকার দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে বাতাস আর তুষারপাতের অত্যাচার সহ্য করে। 'একবার যদি ওখানে পৌঁছোতে পারি তাহলে হয়তো কোন আশ্রয় মিলতে পারে। পাথরের পেছনে বা কোন গুহায়...' বেলার হাত ধরে টান দিল কার্ল। 'চলো এগোই।'

উপত্যকার দেয়ালের মতো দাঁড়ানো টিলাগুলোর দিকে এগোল ওরা। হিমেল বাতাস যেন লোহার তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়ে খোঁচাচ্ছে সারা শরীরে। কয়েক পা এগিয়েই কার্ল বুঝে গেল টিলাগুলোর কাছে পৌঁছোনোর কোন আশা নেই। ওগুলো এখনও আধ মাইল দূরে। তুষার ঝড়ের মাঝ দিয়ে প্রায় খালি গায়ে ওপর্যন্ত যাওয়া যাবে না।

'কোন লাভ নেই,' বাতাসের হুঙ্কার ছাপিয়ে চিৎকার করল ও। বাঁধা হাতদুটো দিয়ে দ্রুত হাতে তুষার খুঁড়তে শুরু করল। 'আমাকে সাহায্য করো, বেলা। খুঁড়তে হবে। তুষার খুঁড়ে গর্ত করতে হবে।'

শূন্য চোখে শুধু তাকিয়ে থাকল বেলা, কাঁপছে হিহি করে। চেহারা থেকে সব রং উধাও, মড়ার মতো ফেকাসে লাগছে দেখতে। পাগলের মতো গর্ত করছে কার্ল, দেখে মনে হচ্ছে বুনো কোন পশু, ভবিষ্যতের জন্যে হাড় লুকাতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে। এতোক্ষণে বেলা বুঝতে পারল কার্ল কি বলছে। কার্লের পাশে বসে পড়ে হাত লাগাল ও।

পাগলের মতো কাজ করছে ওরা, তুষারের গায়ে আড়াআড়ি একটা গভীর গর্ত করতে চাইছে। আশ্রয় হিসেবে তেমন কিছু হবে না গুহাটা, কিন্তু বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবে ওদের। অন্তত কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে দেয়া যাবে নিশ্চিত মৃত্যু। কার্লের বাঁধা হাত দুটো অবশ হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ বরফে লেগে ছিঁড়ে গেছে চামড়া। তুষারে রক্তের লাল ছোপ লাগছে। কোন ব্যথা টের পাচ্ছে না কার্ল।

প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল। শরীর জমে আসতে চাইছে। কিন্তু একটা ছোট গুহা মতো তৈরি করে ফেলেছে ওরা নরম তুষারে। দু'জন ভেতরে ঢুকে পড়ল, পরস্পরের গায়ে সেঁটে আছে। এখানে বাতাসের অত্যাচার নেই। বাইরের তুলনায় গুহাটা রীতিমতো উষ্ণই বলা চলে। তবুও কাঁপছে ওরা শীতে। কার্ল জানে বরফের ইনসুলেশন ওদের দেহের তাপমাত্রা সামান্য হলেও ধরে রাখবে, ফলে খানিক পরে কয়েক ডিগ্রী বেড়ে যাবে তাপমাত্রা। তবে তা যথেষ্ট নয়। তখনও তাপমাত্রা থাকবে শূন্যের নিচে। ধীরে ধীরে জমে যাবে ওদের শরীর।

কিন্তু আপাতত যেটুকু সহায়তা গুহাটা থেকে পাচ্ছে তার বেশি আর কিছু আশা করার উপায় নেই। হাত অবশ হয়ে যাওয়ায়

মেয়েটাকে শার্ট আর মোজা খুলে দিতে ব্যর্থ হলো কার্ল। শক্ত করে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে থাকা ছাড়া আর কোন সাহায্য করতে পারছে না। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শীতে কাঁপছে ওরা থরথর করে। বেশ কিছুক্ষণ পর নিঃশ্বাস আর শরীরের সামান্য তাপে একটু বাড়ল ছোট্ট গুহাটার তাপমাত্রা।

অন্তত কার্লের তাই ধারণা। ওর মনে হলো প্রতিটি মিনিট আস্তে আস্তে আরামপ্রদ হয়ে উঠছে। কি উষ্ণতা! কি আয়েস! ঘুম চলে আসছে চোখে। কাঁপছে এখনও ও, কিন্তু হাই তুলল বারকয়েক। খেয়াল করল বেলাও একই আচরণ করছে। এবার অন্যরকমের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল ওর শরীরে—আতঙ্কের স্রোত। আসলে ঠাণ্ডায় জমে মারা যাচ্ছে ওরা। এভাবেই আসে বরফের মাঝে মৃত্যু। প্রথমে ঘুম ঘুম ভাব, ক্লান্তি, তারপর আয়েসের অনুভূতি। হঠাৎ করেই বেলাকে ধরে ঝাঁকি দিল। বেলা চোখ খুলছে না দেখে দু'হাতে ধাক্কা মারল তার মুখে। ধমকে উঠল, 'ওঠো, বেলা! ওঠো! ঘুমানো চলবে না।' বারবার মেয়েটার গালে চাপড় মারছে কার্ল। বেলা চোখ মেলায় বলল, 'আমাকেও এভাবে আঘাত করো। আমি যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি।'

বুঝতে পেরেছে বেলা, চড় মারল কার্লের মুখে। হাতে জোর নেই, খুব সামান্য ঝাঁকি খেল কার্লের মাথা। আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে বহমান মিনিটগুলো, মনে হচ্ছে একেক মিনিট একেক ঘণ্টার চেয়েও দীর্ঘ। পরস্পরকে মারছে ওরা জাগিয়ে রাখার জন্যে। তারপর এক সময় ওদের শক্তি ফুরিয়ে এলো। ভারী হয়ে আসছে চোখ। হাত নড়ানোর জোর আর রইল না।

আস্তে করে বরফের গায়ে শুয়ে পড়ল বেলা। ফিসফিস করে বলল, 'আর পারি না। ক্লান্তি। ঘুম আসছে আমার। ঘুম। গভীর ঘুম।'

অনেক কষ্টে চোখ খুলে রেখেছে কার্ল, কর্কশ স্বরে বলল,

'বেলা, তোমাকে জাগতে হবে।' আবার মেয়েটার গালে চাপড় মারতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাত ওঠাতে পারল না। সামান্যতম শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই দেহে। তবে ভাল লাগছে ওর। চমৎকার লাগছে। উষ্ণ মনে হচ্ছে পরিবেশটা। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। এখন ঘুমের বিলাসিতায় গা ছেড়ে দেয়া যায়। ঘুম থেকে উঠে আবার চেষ্টা করবে ও...কিন্তু এখন...বেলার বুকের ওপর নেমে এলো ওর মাথা, চোখ বন্ধ করল কার্ল। মনের গহীনে কে যেন বলে উঠল, এই তোমার শেষ ঘুম, কার্ল।

*

একটা স্বপ্ন দেখছে কার্ল। স্বপ্নের ভেতর কে যেন ওকে টেনে তুলছে গর্তটা থেকে। যেতে চাইছে না কার্ল, কি আরাম এখানে! কি গাঢ় ঘুমে বিশ্রাম পাচ্ছে শরীরটা। কিন্তু রুক্ষ দুটো হাত যেন টেনে তুলল ওকে ঝড়ো বাতাসের মাঝে। হঠাৎ করে যেন শরীরটা মুড়ে দিল কেউ কোমল গরম ফার দিয়ে। দেহে যেন আবার ফিরে আসছে অনুভূতি। পায়ে মাকলাক, গায়ে পার্কা, হুডটা টেনে দেয়া হয়েছে মাথার ওপর। ওর পাশেই বেলাও আছে, তার গায়েও গরম পার্কা। দাঁড়িয়ে আছে ও, টলছে উরু সমান উঁচু তুষারের ভেতর দাঁড়িয়ে।

এবার গরম কি যেন একটা কার্লের গলা দিয়ে নামতে শুরু করল। জিনিসটা যেন পেটে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছে। গরম একটা অনুভূতি হলো পেটের ভেতর। দুনিয়াটা দুলে উঠল। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল কার্লের। দেখতে পেল ঝুঁকে আছে রোদে পোড়া বাদামী একটা চেহারা। চামড়া রুক্ষ হয়ে গেছে ঠাণ্ডা আর বাতাসে। চেহারা প্রায় পুরোটাই ঢাকা পড়ে আছে দাড়িতে, কিন্তু চোখ জোড়া কার্লের মনোযোগ আকৃষ্ট করল। গভীর নীল চোখ, জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন বদ্ধ উন্মাদ।

হাত মুক্ত টের পেয়ে এবার নিজেই হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়াল কার্ল, পরপর কয়েক ঢোক হুইস্কি চালান দিল পেটে।

সামনে দাঁড়ানো এই অদ্ভুত লোকটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব। টলে উঠল কার্ল, জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'ডিউই লেন।' কার্লের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে বেলার মুখে ঠেঁসে ধরল সে।

*

বুক ফাটা চিৎকারটা অনেক কষ্টে আটকে রাখল কার্ল।

ব্যথাটা এতোই তীব্র যে কল্পনার অতীত। মনে হচ্ছে জীবন্ত পুড়ে মরলেও এতো কষ্ট হতো না। আবছা ভাবে টের পেল, বেলা চিৎকার করে কাঁদছে। ওদের জমে যাওয়া হাত-পায়ে রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে।

এখানে বেশ উষ্ণ, তবে পরিবেশটা আরামপ্রদ হওয়ার মতো নয়। দাড়িওয়ালা লোকটা রুক্ষ হাতে ওর হাত-পা মালিশ করে দিচ্ছে বলেই এতো ব্যথা লাগছে। দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হতেই আগুনের লালচে আভায় গুহার পাথরের দেয়াল চোখে পড়ল ওর। একটু থেমেছিল, আবারও চিৎকার করে উঠল বেলা।

কার্লের আবছা ভাবে একটা স্লেডের কথা মনে পড়ল। স্লেডের ওপর ওকে শোয়ানো হয়েছিল। পাশেই বেলাও ছিল। চলছিল স্লেডটা। বেশিদূর আসেনি ওরা, নয়তো জ্ঞান হারিয়েছিল ও। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার কথাও মনে পড়ল। পা দুটো তখন পাথরের মতো ভারী লাগছিল। তারপর তীব্র ব্যথায় জ্ঞান ফিরে আসার আগে আর কিছু মনে নেই।

'ক্রাইস্ট,' ভারী গলাটা শুনতে পেল কার্ল, 'ভাগ্যিস আমি সময় মতো পৌঁছেছিলাম। আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে গোড়ালি দুটো কেটে বাদ দিতে হতো।'

একটানা চিৎকার করে চলেছে বেলা।

দু'হাতের ভরে উঠে বসল কার্ল। হ্যাঁ, আগুন জ্বলছে এমন একটা গুহায় আছে সে। নিজের গলা অনেক দূর থেকে শুনতে পেল ও। 'আরও একটু হুইস্কি দাও আমাকে।'

'আর বেশি নেই।'

'একবার সার্কেল সিটিতে ফিরে নিই তারপর প্রচুর হুইস্কি যোগাড় করে দেব তোমাকে।'

তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ হলো। মনে হলো শেয়াল খেঁকিয়ে উঠেছে। আসলে হেসেছে লোকটা। 'হয়তো যোগাড় করে দিতে পারবে তুমি।' বোতলের মুখটা কার্লের মুখে ধরল ডিউই লেন।

দীর্ঘ চুমুক দিল কার্ল। তরল আগুন পেটের ভেতর জ্বলে উঠতেই নিজেকে সুস্থ বলে মনে হলো ওর। 'চলবে। ঠিক আছি আমি।' হাত-পা নিজেই ডলতে আরম্ভ করল। ব্যথায় মুখ কুঁচকে বলল, 'তুমি বরং মেয়েটাকে দেখো।'

কাজে লেগে গেল ডিউই। একটু পর থামল বেল্লার চিৎকার। এখন গোঙাচ্ছে। হুইস্কির বোতলের অবশিষ্ট তরল বেলার গলায় ঢালল ডিউই। বেশ কিছুক্ষণ পর বেলা উঠে বসতে পারল, ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে। 'ঠিক আছে,' কিছুটা বিস্মিত গলায় বলল, 'আমি ঠিক হয়ে গেছি। সুস্থ লাগছে।'

'ভাল।' আগুনে আরও কাঠ ফেলল ডিউই। 'আগুনের কাছে আরও সরে এসো তোমরা, গরমটুকু কাজে দেবে।'

কার্ল আর বেলা আগুনের ধারে এসে বসল। উত্তাপ উপভোগ করছে। কার্ল লক্ষ করল গুহাটা দীর্ঘ কিন্তু গুহার মুখটা সরু একটা ফাটলের মতো। সেকারণে ঝড়ো বাতাস ঢুকতে পারছে না।

ডিউই লেনের দিকে তাকাল কার্ল। ওদের পাশেই বসে আছে সে। কার্ল যা কল্পনা করেছিল ডিউই একদমই সেরকম নয়। বিশালদেহী লোক সে, সারা গায়ে ফার পরে থাকায় তাকে গ্রিজলি

ভালুকের মতোই প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। চোখ দুটোয় বুনো হিংস্র দৃষ্টি। চেহারাটা ভাল করে দেখা যায় না জঙ্গলের মতো দাড়ির কারণে।

ডিউই লেন উরুর সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখেছে একটা রাইফেল। ওটা তুলে মাযলটা কার্লের দিকে তাক করল সে। বলল, 'এবার বলো তুমি কে, কেন এখানে এসেছ, কি তোমার উদ্দেশ্য। আমাকে যেমন বরফে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল সেভাবে তোমাকেও ফেলে গেছে ওয়েটস্টোনের লোকরা। কেন? অনেকদিন একাজ করেনি সে। আমিই ছিলাম তার শেষ শিকার।' দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের ভেতর তার ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা গেল। নিষ্ঠুর হাসছে লোকটা।

'সে এক দীর্ঘ কাহিনী,' বলল কার্ল। 'তোমার একসময়ের বউ এখন সার্কেল সিটিতে আছে। জেন স্টোন।'

'স্টোন?'

'ওই নামেই অভিনয় করে সে।'

'হয় আমি পাগল হয়ে গেছি নয় তুমি মিথ্যে বলছ।' হলদেটে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ডিউই। 'জেন কিছুতেই সার্কেল সিটিতে আসতে পারে না।'

'এসেছে। আমার সঙ্গে।'

রাইফেলটা কক করে কার্লের বুকে ধরল ডিউই। 'বলো কি কারণে এসেছে।'

আস্তে ধীরে খুলে বলল কার্ল। ওর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল ডিউই, চোখ পিটপিট করছে। কথা শুনতে শুনতে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। পাল্টে গেল চেহারা, রাইফেলটা আনকক করে সরিয়ে নিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল সে। কার্লের কথা শেষ হতে তিক্ত হয়ে উঠল ডিউইয়ের চেহারা, ঠোঁট বেঁকে গেছে। 'আমার খোঁজে আসেনি ও, এসেছে টাকার লোভে।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিল কার্ল।

রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল ডিউই, গুহার এমাথা ওমাথা পায়চারি শুরু করল। 'ওকে আমি দোষ দিতে পারছি না। ওর মতো মেয়েমানুষের জন্যে সত্যিকারের পুরুষমানুষ দরকার। আগে তেমন মানুষ ছিলাম না আমি। সবসময় পালিয়ে বেড়াতাম, দায়িত্ব এড়িয়ে যেতাম, ভয় পেতাম যেন নিজের ছায়াকেও।'

'বদলে গেছ তুমি।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি বদলে গেছি। আগে আমার ভেতরে কোন ইস্পাত ছিল না। কিন্তু আলাস্কায় এসে…এখানে যা ঘটেছে তাতে…হয় তোমাকে ইস্পাতের মতো দৃঢ় হতে হবে নয়তো মাটিতে মিশে যেতে হবে লাশ হয়ে।'

ডিউইয়ের দেয়া একটা সিগার ধরাল কার্ল, এতোকিছুর পর ধোঁয়াটার স্বাদ অপূর্ব লাগল। 'কি ঘটেছিল? কিছুটা আমি শুনেছি। তবে পুরোটা নয়।'

'আমি জেনকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম যে কিছু একটা পেয়েছি। পরকুপাইন ক্রীকের উজানে সোনার একটা পকেট পাই আমি। ডওসনে না গিয়ে বোকার মতো আমি গিয়ে হাজির হলাম সার্কেল সিটিতে। ওখানে আমার কিছু ঋণ ছিল। সঙ্গে ছিল পনেরো হাজার ডলারের সোনার গুঁড়ো। মাতাল অবস্থায় বকবক করেছিলাম। ওয়েটস্টোন জেনে গেল আমার কাছে প্রচুর সোনা আছে। সোনার লোভে আমাকে ডাকাতির মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসিয়ে দিল সে। সে এবং তার কমিটী অভ টেন আমাকে শাস্তি দিতে উদগ্রীব হয়ে উঠল। তোমাদের যেমনি করে এখানে মরতে রেখে গিয়েছিল, তেমনি করে আমাকেও ওরা এখানে রেখে গেল। তার আগে কেড়ে নিল সমস্ত পোশাক।'

'বাঁচলে কি করে তুমি?'

'সে এক আশ্চর্য ঘটনা। ওদের একজন অসতর্ক ছিল। একটা ছুরি চুরি করেছিলাম আমি, সে টের পায়নি। তোমাদের তুলনায়

আমার গায়ে আরও কম পোশাক ছিল–শুধু একটা লংজন। শীতও এরচেয়ে বেশি ছিল। ওরা যখন আমাকে ফেলে চলে গেল, ভেতরে কি যেন একটা পরিবর্তন হয়ে গেল আমার। জেদ চেপে গেল, কিছুতেই মরব না আমি। প্রচণ্ড ঘৃণায় অন্তরটা জ্বলতে শুরু করল। ওয়েটস্টোন আর ওর কমিটী অভ টেনকে দেখে নেব, প্রতিজ্ঞা করলাম। ভেতরে আমার আগুন জ্বলছিল। অনুভব করলাম প্রতিশোধ নেয়ার আগে আমার মরা চলবে না।'

একটু থামল ডিউই লেন, তারপর আবার শুরু করল, 'বোধহয় তখনই আমার ভেতরে ইস্পাত হয়ে গেল। ওরা ভাবতে পারেনি এমন একটা ঘটনা ঘটল, যেটা আমাকে বাঁচতে সাহায্য করল। ওরা তখন বেরিয়ে গেছে উপত্যকা থেকে। আমি একটা গর্ত করে আশ্রয় নিয়েছি ভেতরে।' একটা চুরুট ধরাল ডিউই। 'গভীর তুষারের মাঝ দিয়ে বিরাট একটা ষাঁড়কে ধাওয়া করে আনছিল এক পাল নেকড়ে। আমি যেখানে ছিলাম তার একশো গজ দূরে এসে ষাঁড়টা হাল ছেড়ে দিল। ছয়টা নেকড়ে, একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল ওটাকে। কিছুক্ষণ পর তুষারে পড়ে গেল ষাঁড়টা। তার আগেই ওটার খুরের ঘায়ে মারা গেছে দুটো নেকড়ে। ষাঁড়টা মরতেই বাকি চারটে নেকড়ে হামলে পড়ল মড়াটার ওপর। ঠিক তখনই হামলা করলাম আমি। কাজটা পাগলের মতো হয়েছিল। কিন্তু তখন আমার ভাল-মন্দ জ্ঞান ছিল না। বরফে জমে মরে যাচ্ছি, তার বদলে নেকড়ের কবলে পড়ে মরলেই কি!'

'সাধারণত নেকড়ে মানুষ দেখলে সরে যায়,' বলল কার্ল, 'কিন্তু শিকারের কাছ থেকে কেউ ওদের সরাতে গেলে আক্রমণ করে বসে।'

'ওরাও আক্রমণ করল। শুরুতে। ইচ্ছে করলে দেখাতে পারি ওদের দাঁতের দাগ।' পার্কার ওপর টোকা দিল ডিউই। 'ষাঁড় মেরেছিল দুটো নেকড়ে। আমি ছুরি দিয়ে মারলাম আরও দুটো।

বাকি দুটো ছিল বাচ্চা নেকড়ে, পালাল ওগুলো। ততোক্ষণে প্রায় জমে গেছি আমি। ছুরি দিয়ে ষাঁড়ের পেট চিরলাম আমি, তারপর শরীর গুটিয়ে ঢুকে পড়লাম ওটার পেটের ভেতর। ভেতরটা আমার বেঁচে থাকার জন্যে যথেষ্ট গরম ছিল। মরা নেকড়েগুলোকেও একটা একটা করে টেনে ভেতরে ভরলাম আর চামড়া ছাড়ালাম। গায়ে জড়িয়ে নিলাম ওদের চামড়া। সারারাত মরা ষাঁড়টার পেটের ভেতরেই কাটালাম—ওটার রক্ত আর নাড়িভুঁড়ির মাঝে। পরদিন সকালে তুষারপাত থামল। বাতাসও থেমে গেল। নেকড়ের চামড়া গায়ে জড়িয়ে বের হলাম আমি ষাঁড়ের পেটের ভেতর থেকে। ষাঁড়ের চামড়া ছাড়িয়ে একটা ক্লোক মতো তৈরি করলাম। সারা সকাল লাগল উপত্যকা পেরিয়ে টিলার কাছে পৌঁছোতে। তারপর এখানে এই গুহাটা খুঁজে পেলাম। ততোক্ষণে প্রায় মরেই গেছি।'

চোখ বড় বড় করে ডিউইকে দেখছে বেলা। 'কিন্তু শরীর গরম করতে আগুন দরকার ছিল তোমার!'

'আগুন জ্বালতে পারলাম। ইঁদুরের শুকনো গু কাজে এলো। পাথরে ছুরি ঘষে আগুন জ্বেলেছিলাম। তাছাড়া গুহার ভেতরে কাঠও ছিল পরে দেখলাম। নিশ্চই গুহাটা ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করত। দরকারে ফিরে আসতে হতে পারে ভেবে ছেড়ে যাওয়া আশ্রয়ে কাঠ জড়ো করে রেখে যায় ওরা।'

নাক দিয়ে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল ডিউই। 'সংক্ষেপে বলতে গেলে ওই মৃত ষাঁড় আর নেকড়েগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগালাম আমি। ওগুলোর চামড়া দিয়ে তৈরি হলো আমার গরম পার্কা। স্নো শ্যুও তৈরি করলাম। শক্ত হলো জিনিসগুলো, কিন্তু কাজ চলে গেল। কাজ সারার দিনগুলোতে প্রাণীগুলোকে খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলাম। হাড় থেকে অবশিষ্ট মাংস চেঁছে তুলে সেটাও খেলাম। বাইরে বের হওয়ার মতো জোর যখন ফিরল,

শীতকে ঠেকোবার ব্যবস্থা যখন হলো, আমি ষাঁড়ের চামড়ার একটা বালতি বানিয়ে তাতে পাথর রেখে তার ওপর আগুন জ্বেলে গুহায় রেখে বের হলাম। এমন ব্যবস্থা করলাম যাতে আগুন না নেভে।'

বিরাট একটা শ্বাস ফেলল ডিউই। 'যাত্রাটা সহজ ছিল না। অমন যাত্রায় আমি আর জীবনে কখনও যেতে চাই না। ভয় ছিল ওরা ফিরে আসবে আমি সত্যি মারা গেছি কিনা দেখতে। যতোটা সম্ভব আড়াল নিয়ে এগোলাম আমি। শেষ পর্যন্ত টিলার সারি পার হয়ে একজনের ট্র্যাপ লাইনের কাছে পৌঁছোতে পারলাম। আগে আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, এবার সত্যিই চুরি করলাম। সে লোকের কাছে প্রায় সবাই মিলল। ফার, বাড়তি স্নো শ্যু, রাইফেল, এক বাক্স গুলি–এবার আমি প্রতিশোধ নেবার জন্যে তৈরি হলাম। জানতাম রালফ কোথায় শীত কাটাচ্ছে। কমিটীর একজন সে, তার আস্তানাও ছিল সবচেয়ে কাছে। ট্র্যাপ লাইন থেকে ফেরার সময় তাকে ধরতে পারলাম আমি। ও ছিল আমার এক নম্বর শিকার। ওর সমস্ত কিছু নিয়ে নিলাম আমি। কুকুর, স্লেড, রসদপত্র–সব। এবার একে একে কমিটীর সদস্যদের ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করলাম। ডেনি, হ্যানন আর ওয়েটস্টোন ছাড়া আর সবাই মারা গেছে।'

'ডেনির কি করেছিলে তুমি?'

নিষ্ঠুর হাসিতে ফাঁক হলো ডিউই লেনের ঠোঁট। 'সবার মধ্যে ডেনিই আমার মতে সবচেয়ে দুর্বল চরিত্রের লোক ছিল। তাছাড়া ওরা যা করছিল তাতে সামান্য প্রতিবাদ জানিয়েছিল ও একবার। আমি ঠিক করলাম ওকে বাঁচিয়ে রাখব। বরফে আটকা পড়ে গেল সে। আমি ভূতের মতো ওকে ভয় দেখাতে শুরু করলাম। ও সর্বক্ষণ ভয়ে রইল কখন আমি হামলা করে বসি। এমনিতেই অন্যদের পরিণতি দেখে ভীষণ আতঙ্কিত ছিল সে। যতোবার সে কেবিন থেকে বের হতে চেষ্টা করেছে, গুলি করে তাকে ভেতরে

পাঠিয়েছি আমি। শেষ পর্যন্ত বাইরে আসার চেষ্টা বাদ দিল সে। তারপর বসন্ত এলো, আমি ওর মুখোমুখি হলাম। ততোদিনে ডেনি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে। চুল পেকে সাদা। পাগলা শুয়োরের মতো ওকে গুলি করে মারতে পারতাম আমি, কিন্তু বাঁচিয়েই রাখলাম।' চুরুটটা আগুনে ফেলে দিল ডিউই লেন। 'হ্যানন প্রাণ নিয়ে পালাল। বাকি থাকল ওয়েটস্টোন।' চকচক করে উঠল লোকটার চোখ। 'ওয়েটস্টোনকেই আমি মারতে চেয়েছি সবার আগে। কিন্তু সার্কেল সিটি থেকে সে বেরোয় না। চারপাশে সর্বক্ষণ গানম্যান রাখে। ওর ধারেকাছে ঘেঁষতে পারিনি আমি। একা আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়নি।' কার্লের চোখে তাকাল সে। 'এবার হয়তো আমি সাহায্য পাব।'

কার্লও সিগারটা ছুঁড়ে আগুনে ফেলে দিল। 'গুলি করার মতো একটা কিছু দাও আমাকে, সাহায্য পাবে কথা দিতে পারি।'

'দিচ্ছি,' হাসল ডিউই। উঠে দাঁড়িয়ে গুহার ভেতরের দিকে গেল, তারপর ফিরে এলো দু'হাত বোঝাই অস্ত্র নিয়ে। চোখ কপালে উঠল কার্লের লোকটার হাতে ওর নিজের সমস্ত অস্ত্র দেখে।

ওর হতভম্ব অবস্থা লক্ষ করে হাসিটা আরও চওড়া হলো ডিউই লেনের। কথা বলল অবশ্য শীতল স্বরে। 'ওয়েটস্টোনের লোকরা বেশিদূরে যেতে পারেনি। উপত্যকার মুখে রাইফেল হাতে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। অসতর্ক ছিল তারা। পাখির মতো গুলি খেয়ে মরেছে। তোমরা এখন যে ফার পরে আছো সেসব ওদের কাছ থেকেই পাওয়া। আমি কখনও কিছু ফেলে আসি না, জন্সটন। সারা উপত্যকায় অসংখ্য গোপন জায়গায় রসদ লুকিয়ে রেখেছি আমি ভবিষ্যতের জন্যে। ফার, অস্ত্র, গুলি, স্নো শ্যু, ওয়াটারপ্রুফ ম্যাচ, খাবার—সব।'

শটগানটা তুলে নিয়ে গায়ে হাত বোলাল কার্ল, ওর ভঙ্গি দেখে

মনে হলো প্রেমিকাকে আদর করছে। শীতল ইস্পাতের নল অদ্ভুত একটা নিশ্চয়তা বিকিরণ করছে। হঠাৎ করেই আবার পরিপূর্ণ যোদ্ধা বলে নিজেকে মনে হলো কার্লের। ধীরে ধীরে ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি। 'জেসন ওয়েটস্টোন একটা কথা জানে না সত্যিকার অর্থে এই মুহূর্ত থেকে সে আসলে একটা চলন্ত মৃতদেহ।'

নয়

কার্ল জানে, কাজটা সহজ হবে না। ওয়েটস্টোনের হাতে অসংখ্য গানম্যান আছে। কানাডা আর আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে যারা পালিয়ে সার্কেল সিটিতে শীত কাটাতে এসেছে তাদের বেশিরভাগ একশো ডলার পেলেই ওয়েটস্টোনের দলে নাম লেখাতে দ্বিধা করবে না। গ্র্যানিট ভ্যালি থেকে নিজের লোক না ফেরায় জেসন বুঝে যাবে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। লোক যোগাড় করবে সে, এমন ব্যবস্থা করবে যাতে কেউ তার ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারে। এখন সে হয়তো জানে যে শুধু ডিউই লেন নয়, এখন কার্ল জন্সটনকেও মোকাবিলা করতে হবে তার। জেনের নিরাপত্তার কথাও চিন্তা করতে হবে। জিম্মি হিসেবে মেয়েটাকে ব্যবহার করতে পারে জেসন। ডিউই বা কার্ল চায় না জেন মারা যাক। তার কোন বিপদ না ঘটিয়ে জেসন ওয়েটস্টোনকে খতম করতে হবে ওদের।

প্রচুর খাচ্ছে কার্ল, চা পান করছে, মাঝে মাঝে গিলছে নির্জলা

হুইস্কি। শরীরটাকে ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি করে নিচ্ছে ও, তার ফাঁকে চিন্তা করছে পরিস্থিতি কি করে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসা যায়। ধীরে ধীরে ওর মাথায় আবছা একটা পরিকল্পনা আকৃতি নিল। ডিউইয়ের সঙ্গে এব্যাপারে আপাতত কোন আলাপ করল না সে। আগে নিজে বুঝে নিতে চাইছে ওর পরিকল্পনায় কাজ হবে কিনা।

গুহার ভেতরটা যথেষ্ট উষ্ণ হয়ে গেছে। পার্কা খুলে শুধু আন্ডারওয়্যার পরে পায়চারি করছে বেলা। কার্ল লক্ষ করল অদ্ভুত দৃষ্টিতে মেয়েটার শরীরের খাঁজভাঁজ দেখছে ডিউই, চোখ দিয়ে সর্বক্ষণ অনুসরণ করছে বেলাকে। নিশ্চই দীর্ঘদিন মেয়েমানুষের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত ডিউই। হয়তো কয়েক বছর গড়িয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে বেলার সামনে থামল ডিউই। তখন বেলা রান্না করতে বসেছে। ছায়ায় ওদের ভালমতো দেখতে পেল না কার্ল, তবে আবছা ভাবে দুয়েকটা কথা শুনতে পেল। বেলা বলল, 'কেন নয়? তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ। তাছাড়া ওয়েটস্টোনের গানম্যানরা আমার ওপর যা করেছে তারপর...'

রাইফেল আর বন্দুকটা হাতে নিয়ে গুহার মুখের কাছে চলে গেল কার্ল, ঝড়ো বাতাসের ভেতর দিয়ে তুষারাবৃত উপত্যকার দিকে তাকিয়ে থাকল। ক্ষণিকের জন্যে সূর্যের দেখা মিলল। ঝিকমিক করে উঠল বরফ। চুপ করে ভাবছে কার্ল, পাহারা দিচ্ছে, একই সঙ্গে চেষ্টা করছে গুহার ভেতর থেকে অস্ফুট যে আওয়াজগুলো আসছে ওগুলো না শুনতে।

অনেকক্ষণ পর সিদ্ধান্তে এলো কার্ল, ওর পরিকল্পনা সফল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। গুহার ভেতরে এখন আর কোন আওয়াজ নেই। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরল কার্ল, দেখল আগুনের ধারে মুখোমুখি বসে আছে ডিউই আর বেলা, পরস্পরকে অদ্ভুত কোমল দৃষ্টিতে দেখছে, তারপর চোখ সরিয়ে নিচ্ছে, যেন

লজ্জায়।

কার্ল বলল, 'একটা প্ল্যান এসেছে মাথায়, হয়তো কাজে লাগবে আমাদের। চেষ্টা না করলে বোঝা যাবে না ফলাফল কি হয়।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেলার ওপর থেকে চোখ সরাল ডিউই। 'বলো।'

'ওয়েটস্টোনের হাতে আস্ত একটা সেনাবাহিনী আছে। আমাদেরও লোক যোগাড় করতে হবে ওর সঙ্গে ল্যাগতে চাইলে। যদি শক্ত লোক যোগাড় করতে পারি তাহলে ওর ওপর আমরা সরাসরি আক্রমণ করতে পারব।'

আগুনে থুতু ফেলল ডিউই মুখ বিকৃত করে। 'ওর সেনাবাহিনী আছে মানছি। কিন্তু আমরা লোক পাব কোথায়?'

হাসল কার্ল। 'এলাকাটা চেনো তুমি?'

'নিজের হাতের তালুর মতো।'

'তাহলে প্রতিটা ক্রীক আর উপত্যকা থেকে লোক সংগ্রহ করতে পারব আমরা।' নিজের ধারণা ডিউইকে খুলে বলল কার্ল।

ওর কথা যখন শেষ হলো, অনেকক্ষণ ধরে ভাবল ডিউই, তারপর বলল, 'হয়তো সম্ভব।'

কার্ল কিছু বলার আগেই নিরাসক্ত স্বরে বেলা বলল, 'আমাকে হিসেবের বাইরে রেখো না। আমি ভালই অস্ত্র চালাতে জানি।'

উঠে দাঁড়াল ডিউই, আগুন পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে বেলার হাতে হাত রাখল। নরম গলায় বলল, 'আমি চাই না তুমি আহত হও।'

চোখে চোখ রাখল বেলা। 'জেসন ওয়েটস্টোন আমার বাবাকে খুন করেছে। ওর ছয়জন লোক দু'বার করে আমাকে ধর্ষণ করেছে। আমাকে বরফের মাঝে ফেলে যাওয়া হয়েছে মেরে ফেলার জন্যে। তুমি মনে করো তোমার ভেতর ইস্পাত আছে।

তুমি কি মনে করো না আমার ভেতরেও ইস্পাত আছে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাতটা সরিয়ে নিল ডিউই লেন। 'ঠিক আছে, বেলা, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।' কার্লের দিকে তাকাল। 'কখন রওনা হবে ভাবছ?'

শটগানটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল কার্ল। 'এখনই।'

*

ম্যাকরেডি একজন ট্র্যাপার। দক্ষ শিকারী। সারা গ্রীষ্ম ধরে ট্র্যাপিং সীযনের জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছে সে, ফাঁদগুলো বয়ে নিয়ে গেছে সার্কেল সিটি থেকে চল্লিশ মাইল দূরে প্রত্যন্ত বরফ ঢাকা নির্জন উপত্যকায়। নানা ফাঁদ পেতেছে সে। কোনটা লিনক্সের জন্যে, কোনটা মূস, কোনটা শেয়াল আবার কোনটা নেকড়ের জন্যে। বসন্তে বরফ খুঁড়ে বসিয়েছে বীভারের ফাঁদ। বরফ গলে যেতে মিঙ্ক, মাসক্র্যাট আর অটার শিকার করেছে। কঠিন একাকী বিপজ্জনক কাজ। সারা শীত তাকে একাই থাকতে হয়েছে, সঙ্গী বলতে শুধু কুকুরগুলো। তবে লাভজনক ব্যবসা। এরইমধ্যে অনেক ফার জমে গেছে তার হাতে। সামনে আরও শিকার পাবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে এবছর। 'এবার বোধহয় আমার জীবনের সেরা শিকার বছর,' মন্তব্য করল ম্যাকরেডি।

'তাতে তোমার কি লাভ হবে,' বলল কার্ল। ট্র্যাপলাইন কেবিনের ভেতরে শিকারীর উল্টোদিকে টেবিলের অপর প্রান্তে চেয়ারে বসে আছে সে। 'তুমি যদি সার্কেলে ওসব বেচতে যাও তাহলে ওয়েটস্টোনের নজর পড়বে তোমার ওপর। নিশ্চিত জেনো সব কেড়ে নেবে সে।'

ঘন ঝোপের মতো ভ্রূ জোড়ার নিচে জ্বলে উঠল ম্যাকরেডির চোখ। 'যতো কষ্ট আমি করেছি শিকার করতে গিয়ে তারপর কেউ আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করলে কাঁচা তার হৃৎপিণ্ড চিবিয়ে খাব আমি।'

বাঁকা হাসল কার্ল। 'মাথায় একটা রাইফেলের বাঁটের বাড়ি ছাড়া আর কিছু জুটবে না তোমার কপালে। আমাদের মতো তোমাকেও গ্র্যানিট ভ্যালিতে উলঙ্গ করে ফেলে আসা হবে। নিশ্চই জানো ডিউই-র কি অবস্থা হয়েছিল? আমাকে আর মিস বেলাকেও ওরা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল মরতে। তুমিও ওদের হাত থেকে ছাড়া পাবে না।'

বড় করে শ্বাস টানায় ম্যাকরেডির প্রশস্ত বুকটা ফুলে উঠল। বলল, 'উত্তরে আমি বহুদিন হলো আছি, এমন বর্বরের মতো কাণ্ড কেউ করে বলে এর আগে কখনও শুনিনি।'

'ওয়েটস্টোন মারা গেলে জীবনে আর কখনও শুনবেও না,' বলল কার্ল। 'তবে তোমার কাছে কিছু গোপন করব না আমি। কাজটায় ঝুঁকি আছে। মারাত্মক ঝুঁকি। তুমি হয়তো মারাও যেতে পারো।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ম্যাকরেডি, তারপর বলল, 'ঝুঁকির সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনার খোরাকও আছে। ট্র্যাপলাইনে আমাদের সময়টা কাটে খুব একঘেয়ে ভাবে। মাঝে মাঝে একা থাকতে থাকতে মনে হয় পাগল হয়ে যাব। ভাল শিকার আছে এখানে। বেশি শিকার করি না আমি, পরের বছর বাচ্চা দেবার জন্যে অনেক প্রাণীকেই ছেড়ে দিই। আমি প্রতি বছর শিকার চাই। এটা আমার জীবিকা। সার্কেল সিটিকে আমার বেজ হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। তোমাদের কথা শুনে বুঝতে পারছি ওয়েটস্টোন সার্কেলে থাকলে ওটাকে আর শহর বলা যাবে না। সার্কেল তাহলে এখন চোর-ডাকাতদের নিরাপদ আস্তানা?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জানাল ডিউই লেন।

'সেক্ষেত্রে এই এলাকায় থাকতে পারব না আমি,' বলল ম্যাকরেডি। উঠে দাঁড়াল, কেবিনের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে জঙ্গল ভরা বিস্তৃত উপত্যকার দিকে তাকাল। অনেক দূর থেকে

যেন ভেসে এলো তার কণ্ঠ। 'এটাই একমাত্র এলাকা যেখানে গুঁতোগুঁতি না করে শান্তিতে নিজের কাজ করে যাওয়া যায়। একমাত্র জায়গা যেখানে সাহস আর যোগ্যতা থাকলে ভবিষ্যৎ গড়া যায়। শহর আমি পছন্দ করি না। শহর আমার কাছে নোংরা মনে হয়। মনে হয় প্রকৃতির ক্ষতি করে আবর্জনার স্তূপ জড়ো করছে অজস্র মানুষ। শহর থেকে দূরে থাকতেই এখানে এসেছি আমি। তবে আমি চাই কোমরে অস্ত্র না ঝুলিয়ে সার্কেলে নিরাপদে হাঁটতে–যেন কেউ আমার কষ্টার্জিত টাকা ডাকাতি করে না নেয়।' জানালার দিক থেকে ফিরল সে, চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।'

ডিউই উঠে দাঁড়াল। 'বেশ। কথা দিতে পারি পস্তাতে হবে না তোমাকে। বিনা কারণে আমরা ঝুঁকি নিচ্ছি না।'

ম্যাকরেডি বলল, 'মাঝে মাঝে শুধু একা নিশ্চিন্তে থাকার জন্যেও মানুষকে লড়াই করতে হয়।'

কার্লও উঠল এবার। 'এলাকার বেশিরভাগ ট্র্যাপারকে তুমি চেনো নিশ্চই?'

মাথা ওপর-নিচ করল ম্যাকরেডি। 'প্রত্যেককে।'

'তাহলে অন্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে ওদের বোঝাতে সুবিধে হবে।'

'যাব আমি,' এক কথায় রাজি হয়ে গেল ম্যাকরেডি।

*

এভাবেই একের পর এক কেবিন আর কুঁড়েতে গেল ডিউই, ম্যাকরেডি আর কার্ল, কুকুরে টানা স্লেড নিয়ে ঘুরে বেড়াল বিস্তীর্ণ একটা অঞ্চল। এতোই শীত পড়েছে যে রাইফেলের গুলির মতো শব্দ করে ফেটে যাচ্ছে কোন কোন গাছের শুকনো গুঁড়ি। একটানা বয়ে চলেছে তুষারঝড়। কষ্ট যতোই হোক, সবচেয়ে দূরের ট্র্যাপারকেও সার্কেল সিটির দুরবস্থা জানাতে দ্বিধা করল না ওরা।

বার্চ ক্রীকে গেল ওরা, গেল ওব্রায়ান ক্রীক, সেভেন্টি মাইল ক্রীক, কেচুমস্টক পাহাড়, ট্যানানা পাহাড় আর বীভার ক্রীকে। ক্যান্টিক নদী আর ইউকন নদীর তীরে বসবাসরত মাইনার, সেটলার, ট্র্যাপার–কেউ বাদ গেল না। ম্যাকরেডি ভাল বক্তা। ডিউই লেনও তা-ই। একসময় কার্ল আর্মির হয়ে কাজ করেছে, ট্রেনিং দিয়েছে যোদ্ধাদের। ওর ভাল করেই জানা আছে কি করে মানুষকে উত্তেজিত করে তুলতে হয়। দ্রুত বেড়ে চলল ওদের সঙ্গীর সংখ্যা। উপত্যকা থেকে উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে লোক সংগ্রহ করছে ওরা। কুকুরে টানা স্লেডে করে দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছে। এখন দলটাকে দেখলে সত্যিই মনে হয় ছোটখাটো একটা সেনাবাহিনী।

মহিলাদের জন্যে বরফের মাঝে পথ চলা অত্যন্ত কষ্টকর, কাজেই বেলা সর্বক্ষণ চলেছে ডিউইয়ের স্লেডে ফার মুড়ি দিয়ে। রাতে সে ডিউইয়ের তাঁবুতেই ঘুমায়। তাঁবুটা ডিউই সংগ্রহ করেছে কার্লদের মারতে এসে খুন হয়ে যাওয়া ওয়েটস্টোনের গানম্যানদের কাছ থেকে। ডিউই বিশেষ নজরে দেখছে বেলাকে, তার অনুমতি ছাড়া কারও বেলার সঙ্গে কথা বলা চলবে না এটা সে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে। ওর কর্তৃত্বপরায়ণতা দেখে জেনের কথা মনে এলো কার্লের। জেসনের সঙ্গে তিন সপ্তাহ হলো আছে জেন। কার্ল জানে, ঠিকই নিজেকে মানিয়ে নেবে জেন, শক্ত মেয়ে, ভবিতব্য মেনে নিতে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয় তার।

মাসের শেষে কার্লদের লোকসংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেল। এখনও নিশ্চিত হবার উপায় নেই যে এ কয়জন সার্কেল সিটি আক্রমণ করলে লড়াইতে জিততে পারবে। সার্কেলে কয়েকশো হার্ডকেস আছে। অস্ত্রে দক্ষ তারা। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে জীবন বাজি রেখে লড়বে। অবশ্য কার্লরা যাদের জড়ো করেছে তারাও কঠিন মানুষ, ভাঙবে তবু মচকাবে না। এই সুদূর পশ্চিম-উত্তরের ভয়ঙ্কর বিরূপতায় টিকে আছে ওরা, জীবিকা অর্জন করছে

সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে। ইস্পাতের মতোই শক্ত লোক সবাই।

সমস্ত এলাকা এক চক্কর দেয়ার পর এক সন্ধেতে আগুনের ধারে কার্লের মুখোমুখি বসল ডিউই। সার্কেল সিটি থেকে এখন তিরিশ মাইল দূরে রয়েছে ওরা। একটা বেসিনে ওরা ক্যাম্প করেছে। এখানে ওখানে বেশ অনেকগুলো আগুন জ্বলছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প করছে মাইনার আর ট্র্যাপাররা। একটা সিগার জ্বেলে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল কার্ল, ডিউই তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'কালকে রাতে আমরা শহর আক্রমণ করব।'

'রাতে?'

'রাত দুটোর সময়,' পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলল কার্ল। 'ওসময়ে মানুষ সবচেয়ে অসতর্ক থাকে। বাতাসে গুজব ভাসছে। ওয়েটস্টোনের কানে নিশ্চই গেছে যে শহরের বাইরে কিছু একটা ঘটছে। সন্দেহ নেই শহর পাহারায় গার্ড রাখবে সে। কিন্তু রাত দুটোর সময় গার্ডরাও কর্তব্য পালনে ঢিলিমিলি করবে। রাত ঠিক দুটোর সময় ওদের ওপর হামলা করব আমরা। সবার অজান্তে অবস্থান নেয়ার জন্যে আজকে ভোর চারটের সময় রওনা হবো।'

'তুমি যা বলো,' বিড়বিড় করে বলল ডিউই। শেভ করেছে সে, সামান্য দাড়ি অবশ্য রেখে দিয়েছে বেলার অনুরোধে। এখন লোকটার চেহারা বোঝা যাচ্ছে। যথেষ্ট সুদর্শন সে। সুঠামদেহী। বয়স ত্রিশের বেশি হবে না। একটু থেমে বলল, 'তুমিই কমান্ডার ইন চীফ। তুমি না থাকলে ওয়েটস্টোনকে খতম করার এই বুদ্ধি কিছুতেই আমার মাথায় গজাত না। সার্কেলে ওয়েটস্টোনের জন্যে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম সেটা ধনুক ব্যবহার করে তীরের ডগায় বেঁধে দূর থেকে পাঠিয়েছিলাম। সাহস করে একা ওর শহরে ঢুকতে পারিনি। ওর অধীনে অনেক লোক আছে।'

'সাহস করোনি কথাটা মানতে পারলাম না,' মৃদু হেসে বলল কার্ল। 'আসলে নিতান্ত নির্বোধ না হলে কেউ অতজনের বিরুদ্ধে

লাগতে যায় না।...এবার এসো আসল কথায়। তোমার সঙ্গে আগেও আলাপ করতে চেয়েছি, কিন্তু করিনি। আমরা যে আক্রমণ করব, জেন স্টোনের কি হবে?'

আগুন থেকে জ্বলন্ত একটা কাঠি নিয়ে সিগার ধরাল ডিউই। 'জেন।...স্বামী হিসেবে হয়তো যোগ্য ছিলাম না আমি। তবে স্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত জঘন্য স্বভাবের ছিল জেন। লম্বা-চওড়া পুরুষ দেখলেই তার সঙ্গে বিছানায় যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠত ও। ও ছিল এমন এক মেয়েমানুষ যাকে তৃপ্ত করতে যাওয়া সাগরের পানি চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করার মতো অসম্ভব। থিয়েটারে সুযোগ পাবার পর ওর ব্যভিচার আরও বেড়ে গেল, আমাকে আর পাত্তাই দিতে চাইল না। বলতে গেলে সেকারণেই আমি আলাস্কায় চলে আসি।' বেলা তাঁবুতে ঘুমাচ্ছে, ওদিকে নজর ফেরাল ডিউই। 'জেনের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে তেলের খনির অর্ধেক ওকে দিয়ে দিতে কোন আপত্তি নেই আমার। আমার ভাগ্য বেলাকে পাইয়ে দিয়েছে। বেলা জেনের মতো নয়, বেলা সত্যিকারের মহিলা। আড়াই লাখ ডলার পেলে জীবনটা আমাদের সুখেই কাটবে। বেলাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। প্রথমে দ্বিধা করছিল, বলছিল ওর মতো ধর্ষিতা একটা মেয়ে...বলো এতে ওর কোন দোষ ছিল? অতীত নিয়ে কে পড়ে থাকে বলো? তাছাড়া মানুষকে সাপে কামড়ালে সেটা কি মানুষের দোষ? আমি সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছি, ওকে আমি বিয়ে করবোই।' নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল ডিউই। 'সে যাগগে, জেন যেমনই হোক, আমি চাই না জেনের কোন ক্ষতি হোক। ওর সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই আমার।'

'হয়তো জেনের কোন ক্ষতি হবে না,' বলল কার্ল। 'জেসন ওয়েটস্টোন ওকে নিজের মেয়েমানুষ হিসেবে বেছে নিয়েছে, কাজেই আর কেউ হাত বাড়াবে না।' আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল ও।

'ঘুমিয়ে পড়া দরকার। কালকের দিনটা খুব পরিশ্রম যাবে সবার।'

*

ভোরের আকাশে ধূসর রঙের সামান্য ছোঁয়া দেখা দিতেই ওরা একশো লোক রওনা দিল। প্রত্যেকেই তাদের কুকুরে টানা স্লেড নিয়ে এগিয়ে চলল। ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে ছুটছে কুকুরগুলো, সুযোগ পেলে একে অন্যের পেছনে কামড় বসাচ্ছে। ফলে সামনের কুকুরগুলো যতোটা সম্ভব দ্রুত ছোটার চেষ্টা করছে। জমাট বাঁধা ক্রীকের ওপর বরফ বেশ মসৃণ, ওখান দিয়ে গেলে গতি বেড়ে যায়, কাজেই বেছে বেছে ক্রীকের ওপর দিয়েই ছোটানো হচ্ছে স্লেডগুলো। দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে বরফে ঢাকা টিলা, পাহাড়, আর জঙ্গল।

দুপুর পর্যন্ত এগোনোর পর থামল দলটা; পেমিকান, কফি, সারভিস জাম আর মূসের চর্বি দিয়ে সেরে নিল দুপুরের খাওয়া। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রওনা হলো আবার। প্রত্যেকের চোখে গগলস। সূর্যের আলো বরফে প্রতিফলিত হয়ে এতোই উজ্জ্বল রশ্মি বিকিরণ করছে যে তারপরও চোখ কুঁচকে যায়। একশোজনের অন্তত ছ'শো কুকুর ছুটছে প্রায় একসারিতে, রক্তহিম করা হাঁক ছাড়ছে। মনে হচ্ছে এতোদূর থেকেও এই আওয়াজ পৌঁছে যাবে সার্কেল সিটিতে। বিকেলে শহরের পাঁচ মাইল দূরে একটা রিজের গোড়ায় ক্যাম্প করল সবাই। এতো দূরে কোন প্রহরী রাখেনি ওয়েটস্টোন, কেউ ওদের বাধা দিল না। শহরে হয়তো অরক্ষিত অবস্থায় হামলা করা যাবে, মনে মনে আশা করল কার্ল। কপাল ভাল থাকলে শহরের স্থায়ী বাসিন্দারাও বুঝতে পারবে কি ঘটছে। বুঝলে হয়তো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

সবার মাঝে বিরাজ করছে চাপা উত্তেজনা। যুদ্ধের আগে যেমন হয়। আটটার দিকে রাতের খাওয়া সেরে নিল সবাই, শুয়ে পড়ল। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কার্ল ঘুমাল না। তারপর এলো

মাঝরাত। বারোটা বাজে এখন। আগুনের ধার থেকে উঠে দাঁড়াল কার্ল, পায়ে হেঁটে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে সবাইকে ডাক দিয়ে তুলল। কুকুরগুলোকে স্লেডের সঙ্গে আটকানো হলো। তৈরি হয়ে নিল সবাই।

একটা বাজে এখন। রাত ঠিক দুটোর সময় সার্কেল সিটি আক্রমণ করবে ওরা।

শেষবারের মতো ডিউই লেনের সঙ্গে আলোচনা সেরে নিল কার্ল। আবার মনে করিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি শহরের উত্তর দিক দিয়ে ঢুকবে, আমি ঢুকব দক্ষিণ দিক দিয়ে। মনে রেখো, তোমরা অবস্থান নেয়ার পর আমরা আক্রমণে যাব। আমরা হামলা শুরু করে দেয়ার পর হামলা করবে তোমরা। শহরের দু'দিক আক্রান্ত হলে দিশেহারা হয়ে পড়বে ওয়েটস্টোনের লোকরা। আশা করছি কি ঘটছে বুঝতে পারলে শহরের সত্যিকার বাসিন্দারাও যোগ দেবে। ওরা সংখ্যায় ধরো তিরিশ চল্লিশজন হবে।'

দু'দলে ভাগ হয়ে গেল সবাই। একদল ডিউইয়ের নেতৃত্বে, আরেকদল কার্লের। একটু পরই রওনা হলো সবাই। শহরের বাইরে দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে যাবে ওরা, তারপর কার্লের দল গুলি শুরু করলে ডিউইয়ের দল শহরের উত্তরদিকে আক্রমণে যাবে।

তুষারে পিছলে এগিয়ে চলেছে স্লেডগুলো। মালিকদের নির্দেশে চিৎকার বন্ধ করে নিরবে স্লেড টানছে কুকুরের দল। দেখতে দেখতে ইউকন নদীর কাছে চলে এলো ওরা। নদীতীরে দুয়েকটা বাতি জ্বলছে, চোখে পড়ল কার্লের। ওটাই সার্কেল শহর।

এগিয়ে যেতে গিয়ে কার্ল বুঝতে পারল প্রতিপক্ষ কতোটা সতর্ক। এতো রাতেও পাহারার ব্যবস্থা মোটেও ঢিলে করেনি ওয়েটস্টোন। একদল লোক রাস্তায় ঢোকার মুখে পাহারায় আছে। উত্তর দিক থেকেই প্রথম গুলির আওয়াজ এলো। ডিউইয়ের দল

প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছে। সামনে পথের একপাশে এক ঝাড় উইলোর ভেতর থেকে আগুনের ঝিলিক দেখতে পেল কার্ল, পরমুহূর্তে শুনতে পেল রাইফেলের হুঙ্কার। অন্তত দশ-বারোজন বন্দুকবাজ আছে ওখানে। চিৎকার করে গুলি করতে নির্দেশ দিল কার্ল। ট্র্যাপার আর প্রসপেক্টররা পাল্টা গুলি শুরু করল। সামনে এগোতে হলে গানম্যানদের খতম করে দিয়ে এগোতে হবে। মুখোমুখি লড়াই করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। দ্রুত ছুটছে কার্লের দল, ছুটতে ছুটতেই গুলি করছে, মাথা তুলতে দিচ্ছে না প্রতিপক্ষকে।

স্লেডের পেছনে নিচু হয়ে আছে ওরা, সহজে ওদের গায়ে গুলি লাগাতে পারবে না কেউ। শীতল হিমেল বাতাস কেটে এগিয়ে চলল কার্ল, পেছনে আসছে ওর সঙ্গীরা। চিৎকার করছে সবাই, সেই সঙ্গে বিরতি না দিয়ে গুলি করে চলেছে।

উইলো জঙ্গলের কাছে চলে এসেছে ওরা। এবার কার্লের শটগানের রেঞ্জে চলে এসেছে ওয়েটস্টোনের গানম্যানরা। শটগানের গর্জনে আর সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। দ্রুত গাছের সারি লক্ষ্য করে গুলি করছে কার্ল, বন্দুক খালি হয়ে যেতেই রিলোড করে আবার গুলি শুরু করল। উইলোর বন থেকে গুলি বন্ধ হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল কে যেন, 'পিছাও! পিছিয়ে শহরে ঢোকো!'

বনের ভেতর ঢুকে পড়েছে কুকুরগুলো, কার্লের পার্কা পরা শরীরে গাছের ডালগুলো চাবুকের মতো আঘাত হানছে। গাছের গোড়ায় মানুষের লাশ পড়ে আছে। ঝড়ের গতিতে বন পার হয়ে জমাট ক্রীকের ওপর পৌঁছে গেল ও। সামনে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন লোককে, শহরের প্রধান সড়ক ধরে দৌড়ে পালাচ্ছে। শটগানের রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে তারা। গতি না কমিয়ে কাঁধ থেকে উইনচেস্টার রাইফেলটা নামিয়ে ফেলল কার্ল, লিভার টেনে চেম্বারে গুলি ঢুকিয়ে তাক করেই ট্রিগারে চাপ দিল। দু'জন

লোককে পড়ে যেতে দেখল ও। বাকিরা বাঁক ঘুরে দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেল। ঘাড় ফেরাল কার্ল, পেছনে আসছে ওর সৈন্যবাহিনী। দেখতে দেখতে জীবিত সবাই শহরের প্রান্তে পৌঁছে গেল। রাস্তায় ঢোকার সময় সবগুলো স্লেড পাশাপাশি থাকায় চাপাচাপি হলো। জ্যাম ছাড়ানোর আগেই দোজখ ভেঙে পড়ল যেন। একসঙ্গে গর্জে উঠেছে অনেকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র। কুকুরগুলো চেঁচাচ্ছে, গুলি খেয়ে পড়ে গেল কয়েকটা।

বরফ ঢাকা রাস্তায় শরীর গড়িয়ে দিল কার্ল, কয়েক গড়ান দিয়ে তারপর বুঝতে পারল কি ঘটেছে।

হামলার আশঙ্কা করে শহরের সব ক'জন গানম্যানকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে ওয়েটস্টোন। এখন লোকগুলো তাদের কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে, রাস্তায় বিরাট একটা জটলা তৈরি হয়েছে। সংখ্যায় অন্তত তারা একশো হবে, দু'দিকে গুলি করছে সমানে। কার্লের ট্র্যাপার আর প্রসপেক্টররা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তাদের গুলির তোড়ে, পিছাতে শুরু করল। পড়ে গেল অনেকে গুলি খেয়ে।

গাল বকল কার্ল। সামনাসামনি লড়াই করে এগোনো যাবে না। ডিউই আর ওর দলকে এগোতে হলে গানম্যানদের পাশ থেকে আক্রমণ করে কাবু করে নিতে হবে। বুঝতে পারছে, কাজটা করতে হবে ওকেই।

ক্রল করতে শুরু করল কার্ল। প্রচণ্ড সাহস দরকার সামনে এগোতে হলে। বাতাসে শিস কেটে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে অগুনতি বুলেট। যেকোন একটাই জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কুকুরগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে ও, কোন কোনটা বুলেট ঠেকিয়েছে, মরার আগে কামড়ে দিল ওকে। পুরু ফারের কারণে শরীরে আঁচড় লাগল না। গুলি করছে না কার্ল, চাইছে না ওয়েটস্টোনের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষিত হোক।

গন্তব্যে পৌঁছে গেল কার্ল। দুটো কেবিন পরেই একটা গলি। ঢুকে পড়ল ওটার ভেতরে। ও আর জেন যে কেবিনে থাকত গলিটা তার উল্টোদিকে। এবার উঠে দাঁড়াল কার্ল, চোখের কোণে দেখল পাশের কেবিনের জানালা খুলে যাচ্ছে। দাড়িওয়ালা একটা চেহারা দেখতে পেল। লোকটার হাতে একটা হ্যান্ডগান, নলটা ওর দিকেই তাক করছে। 'পেয়েছি তোমাকে!' ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল।

রাইফেলটা ঘুরিয়েই গুলি করল কার্ল, দেখল লোকটার মুখ লাল লাল ছিটায় ভরে উঠেছে। তারপর ধপ করে পড়ে গেল লোকটা। দৌড়াতে শুরু করল কার্ল, স্নো শ্যু খুলে ফেলায় দৌড়ানোর ভঙ্গিটা অদ্ভুত। কেবিনগুলোর মাঝখানে বরফ জমে আছে, তার ওপর দিয়ে ছুটছে ও। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে বন্দুকটা আবার হাতে নিল। প্রার্থনা করল বন্দুকের নলের ভেতর যাতে বরফ না থাকে। নলে বরফ থাকলে ব্যারেল দুটো ওর মুখের সামনে বিস্ফোরিত হবে। পরিণতি: বীভৎস মৃত্যু।

পেছনের রাস্তায় চলে এসেছে কার্ল। কেবিন থেকে বের হওয়া আলোয় তিনজন লোককে দেখতে পেল। দু'জন এক ধারে, অন্যজন তাদের উল্টোপাশে অবস্থান নিয়েছে। কার্লকে দেখেছে, অস্ত্র তাক করতে শুরু করল তারা। বন্দুকটা কাঁধে তুলেই গুলি করল কার্ল। ডানদিকের ব্যারেল থেকে নয়টা সীসের বল গিয়ে আঘাত করল দু'জনকে। পড়ে গেল লোক দুটো। লাফ দিয়ে এক পাশে সরল কার্ল, কোমরের কাছ থেকে বাম ট্রিগারে চাপ দিল। মাত্র পিস্তলটা তুলেছিল অন্য লোকটা, দেখে মনে হলো বন্দুকের গুলির আঘাতে পেটের কাছ থেকে তার শরীরটা দু'ভাগ হয়ে গেছে।

এদিকে আর কেউ পাহারায় নেই। সামনে বাড়ল কার্ল, তারপর একটা কেবিন পছন্দ হতে ওটার পেছন দিয়ে টিকটিকির মতো ছাদে উঠতে শুরু করল। কাজটা সহজ নয়, কাঠের গুঁড়ির মাঝখানের ফাঁকগুলোয় হাত আর পা ভরে উঠতে হচ্ছে। ছাদে

পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। চিৎ হয়ে বরফের ওপর শুয়ে পড়ল কার্ল, একটু দম নিয়ে নিল। কিছুক্ষণ পর কোল্টটা হাতে নিয়ে বন্দুকটা রিলোড করে নিল, ক্রল করে ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে। কিনারার আগেই থামল ও, বরফ খুঁড়ে একটা গর্ত করল। বন্দুকের গুলি বেল্ট থেকে খুলে গর্তে রাখল যাতে সহজে হাতে পাওয়া যায়।

এবার অনুচ্চ রেলিঙের ওপর দিয়ে তাকাল নিচে। প্রধান সড়কের প্রায় পুরোটাই নজরে এলো। ওয়েটস্টোনের লোকরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে এক নাগাড়ে গুলি করছে। উত্তর প্রান্তে ডিউইয়ের লোকরা পিছিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণে কার্লের অধীনে যারা আছে তারা এখনও নতুন করে সংঘবদ্ধ হতে পারেনি, স্লেডের আড়াল নিয়ে কোনরকমে টিকে আছে। এক হাতে বন্দুক আর আরেক হাতে সিক্সগান নিয়ে একই সঙ্গে তিনটে ট্রিগারে চাপ দিল কার্ল।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওয়েটস্টোনের লোকরা, আন্দাজে অন্ধের মতো গুলি করলেও মিস করার উপায় নেই। বন্দুকের গুলি ওদের মাঝে লম্বা একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি করল। অন্তত পনেরো বিশজন পড়ে গেছে রাস্তায়। ইতিমধ্যেই রিলোড করা হয়ে গেছে কার্লের, আবার গুলি করল ও।

প্রতি চার সেকেন্ডে দুটো করে গুলি করতে পারছে হাতে গ্লাভ্স্ থাকা সত্ত্বেও। আধ মিনিটেই রাস্তাটা কসাইখানার মতো রক্তাক্ত হয়ে গেল। বরফে থোকা থোকা লাল ছোপ পড়ল। কি বিপদে পড়েছে সেটা টের পেয়েছে লোকগুলো, গুলি থামিয়ে হুড়মুড় করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। ওদের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে যারা গুলি করছিল তারা এবার কাভার হারাল। কার্ল কোথায় আছে টের পেয়েছে কয়েকজন, তারা ছাদ লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করল। মাথা নামিয়ে নিল কার্ল,

নিয়মিত বিরতি দিয়ে চট করে গুলি করেই আবার আড়াল নিতে শুরু করল।

ডিউইর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। 'ওরা ছড়িয়ে পড়ছে! গুলি করো!'

প্রায় একই মুহূর্তে ম্যাকরেডির হুঙ্কার শোনা গেল। 'আগে বাড়ো সবাই! এটাই আমাদের সুযোগ!'

দু'দিক থেকে তুমুল গোলাগুলি শুরু করল মাইনার, প্রসপেক্টর আর ট্র্যাপাররা।

ওদের এগিয়ে আসার সুযোগ করে দিতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে। নেতা হিসেবে ঝুঁকি না নিয়ে কোন উপায় নেই কার্লের। পার্কার হুড খুলে ফেলল ও, ঠাণ্ডা বাতাস কামড় বসাল চেহারায়। গুলির তোয়াক্কা না করে শটগান রিলোড করে উঠে দাঁড়াল ও, গুলি করতে করতে চিৎকার করে বলল, 'চার্জ! এগিয়ে আসো তোমরা!'

সাড়া দিল ট্র্যাপার, মাইনার আর প্রসপেক্টররা, দৌড়ে এগিয়ে এলো গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পালাতে শুরু করল ওয়েটস্টোনের গানম্যানরা। নিরাপদ আশ্রয়, কেবিনের আড়াল, গলি আর বাঁক লক্ষ করে ছুটছে।

কার্লের মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল কয়েকটা বুলেট। এখন নিচের রাস্তায় গুলি করতে পারবে না কার্ল, নিজের লোকদের গায়ে গুলি লাগার ভয় আছে। কেবিনের পেছন দিয়ে বরফে পিছলে নিচে নামল ও, গলির ভেতর দিয়ে দৌড় দিল প্রধান সড়ক লক্ষ করে। সামনের কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো এক লোক, ওকে দেখে গাল বকে রাইফেল কাঁধে তুলতে শুরু করল। সুযোগ দিল না কার্ল, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। বুকে গুলি খেয়ে উল্টে পড়ে গেল গানম্যান।

কার্লের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। প্রধান সড়কের উল্টোদিকের গলি থেকে গুলি করেছে একজন। জবাব

দিল কার্ল, ওর হাতে লাফিয়ে উঠল সিক্সগান। ব্যথায় তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা, দুয়েকবার শরীর মুচড়ে স্থির হয়ে গেল।

ওয়েটস্টোনের দোকানের দিকে দৌড় দিল কার্ল। জেসন বা জেনের কোন দেখা নেই এখন পর্যন্ত। ধরে নেয়া যায় দোকানেই আছে তারা। ওয়েটস্টোন নিশ্চই নিজের সঙ্গে একদল গানম্যানকেও রেখেছে ওখানে। রাস্তায় বেরিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিতে চায়নি চতুর লোকটা, মোটা মোটা গুঁড়ির তৈরি নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে।

সামনে বেড়ে কার্ল দেখল দোকানটার দু'দিক থেকে এগোচ্ছে ট্র্যাপার আর প্রসপেক্টররা, আর মাত্র একশো গজ দূরে আছে। ডিউই লেনের পাশে ছুটছে বেলা। মাঝে মাঝে থামছে, গুলি করছে স্টোর লক্ষ্য করে। ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল কার্লের। স্পষ্ট বিপদ সংকেত। বড় বেশি সহজে জিতে যাচ্ছে ওরা। এতো সহজ হওয়ার কথা নয় কাজটা। চিৎকার করে সাবধান করতে যাবে ও, তার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

আলাস্কায় শুধু কার্লের কাছেই শটগান আছে তা নয়। ওয়েটস্টোনের দোকানে অনেক বন্দুক আছে। গুলিরও কোন অভাব নেই। হঠাৎ করে দোকানের প্রত্যেকটা জানালা দিয়ে আগুনের ঝিলিক দেখা গেল। তপ্ত সীসে ঝরাচ্ছে অনেকগুলো বন্দুক। আওয়াজে কাঁপছে চারদিক। চিৎকার করে উঠল বেশ কয়েকজন, পড়ে গেল রাস্তায়। ওদের চিৎকার মিলিয়ে যাবার আগেই আরেক দফা গুলি করা হলো বন্দুকগুলো দিয়ে।

আহতদের চিৎকার আর বন্দুকের গর্জন ছাপিয়ে উঠল কার্লের গলা। 'পিছাও! কাভার নাও! পিছিয়ে যাও সবাই!'

সাবধান করার দরকার ছিল না, কেবিনগুলোর কোনায় আড়াল নিল কার্লের লোকরা। দোকানের পুরু কাঠের দেয়ালে বৃথা গাঁথছে ওদের বুলেট, ঠক ঠক আওয়াজ করছে।

একটা কেবিনের কোনায় কাভার নিয়েছে কার্ল, মুহূর্তের জন্যে অস্ত্র নামিয়ে পার্কার পকেটে হাত ঢোকাল, বের করে আনল একটা সিগার। ওটা ধরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে ভাবল কি করবে। ডিউইয়ের পাশে বেলাকে দেখতে পেল। গলি ধরে এগিয়ে ওদের পাশে চলে এলো কার্ল, বেলার কাঁধ ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'তোমার বাবার অফিসে যাব। আমার সঙ্গে চলো। পথ দেখাবে।'

বোকার মতো তাকাল বেলা। ডিউই কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কার্ল বলে উঠল, 'দেরি কোরো না, চলো! জরুরী!'

কার্লের পাশে গলি ধরে ছুটল বেলা। মিনিট খানেক পর ডাক্তারের অফিসের সামনে চলে এলো ওরা। দরজায় তালা ছিল না, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। বেলাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল কার্ল, চাপা গলায় বলল, 'গন্ধ আছে এমন সমস্ত ওষুধ দরকার আমার। সালফার, অ্যাসাফেডিটা, যা কিছু আগুনে পুড়ে গন্ধ ছড়াবে সব দরকার। তোমার জানার কথা এখানে কি কি আছে।'

চেহারা দেখে মনে হলো কার্লের পরিকল্পনা বুঝতে পেরেছে বেলা। 'হ্যাঁ,' বলল। দৌড়ে পেছনের ঘরে চলে গেল। ফিরে এলো কাপড়ের একটা বড়সড় থলে নিয়ে। এধরনের থলেতে সাধারণত ময়দা রাখা হয়। ওটা কার্লের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আলমারি খুলে ওষুধের শিশি আর ক্যান খালি করতে শুরু করল থলের ভেতর।

সালফার চিনতে পারল কার্ল, অন্তত পাঁচ পাউন্ড তো হবেই। আগে সালফার ঢালল বেলা, তারপর কটুগন্ধী অ্যাসাফেডিয়াও ঢালল কয়েক পাউন্ড। এছাড়াও আছে কয়েক পাউন্ড করে নানান রকম পাউডার। 'ম্যাংগানিজ,' বেলাকে বিড়বিড় করতে শুনল ও। 'আগুনে পুড়লে বিশ্রী গন্ধ ছড়ায়।'

মিনিট খানেকের মধ্যে থলে ভরে গেল। 'চলবে?' জিজ্ঞেস করল বেলা।

'চলবে,' বলল কার্ল, 'এসো।'

প্রসপেক্টর আর ট্র্যাপাররা দূর থেকে দোকানটা ঘিরে রেখেছে, গুলি করছে এক নাগাড়ে। ডিউইয়ের কাছে ফিরে এলো ওরা। ডিউইয়ের কাঁধে টোকা দিল কার্ল, চমকে আরেকটু হলে গুলি করে বসত লোকটা।

'তোমার লোকদের একসঙ্গে গুলি করতে নির্দেশ দেবে। আমাকে কাভার করতে হবে। তোমরা তৈরি হলে আমি দোকানের দিকে দৌড় শুরু করব।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল ডিউই। 'ওপর্যন্ত যেতে পারবে না তুমি। আগেই মারা পড়বে।'

'পারব, যদি তোমরা ঠিক মতো গুলি করে কাভার দিতে পারো। দোকানের ভেতর থেকে কেউ যাতে তাকাতে না পারে সেজন্যে প্রত্যেকটা জানালা দরজা দিয়ে এক নাগাড়ে গুলি চালাতে হবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে না থেকে যা বলছি করো।'

দৌড়ে গলির বাইরে বের হলো ডিউই। অপেক্ষা করছে কার্ল, ঠোঁটে ঝুলছে সিগার, মাঝে মাঝে স্টোনের জানালা লক্ষ্য করে গুলি করছে। ও জানে, একটা গুলিও ন. করছে না ও। দোকানের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে ওর ৯. ন্টা গুলির পর। মনে মনে কার্ল আশা করছে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে জেন। জেনের ব্যাপারটা বাদ দিলে সময়টা কার্ল উপভোগ করছে। লড়াই ওর জীবনের সব।

ফিরে এলো ডিউই। 'সবাইকে বলা হয়েছে। তুমি দৌড় শুরু করলেই গুলি চালাবে ওরা।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি!' বামহাতে থলে আর ডানহাতে সিক্সগান ধরে কুঁজো হলো কার্ল, দৌড় শুরু করল বরফে ঢাকা চওড়া রাস্তা ধরে।

গুলির মুহুর্মুহু আওয়াজে মনে হলো মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েছে। স্টোরের প্রতিটা জানালা-দরজা লক্ষ্য করে গুলি

ছুঁড়ছে ডিউইয়ের লোকরা। তাক করতে পারছে না স্টোরে অবস্থান নেয়া গানম্যানরা। তার দরকারও পড়ছে না। জানালা দিয়ে নল বের করে বন্দুক ছুঁড়ছে ওরা। বাতাসে শিস কেটে ছুটছে শটগানের গুলি। এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছে কার্ল, গন্তব্যের কাছে আস্ত দেহে কিভাবে পৌঁছাল বলতে পারবে না। একটা পেলেট ওর কাঁধের চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। আরেকটা ওর পার্কার হুডে টান দিয়ে চলে গেছে। দোকানের কাছাকাছি পৌঁছে বরফের ওপর ডাইভ দিয়ে পড়ল কার্ল, পিছলে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। হাঁচড়েপাঁচড়ে কোনা ঘুরে উঠে দাঁড়াল, হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল কোল্ট। কাঠের গুঁড়ির চিকন ফাঁকগুলোতে আঙুল ঢুকিয়ে বানরের মতো ওপরে উঠতে শুরু করল।

দু'মিনিট লাগল ছাদে উঠতে। ওর মনে হলো জীবনের দীর্ঘতম দ'[illegible]নিট কাটাল ও। পুরোটা সময় ও ছিল অসহায়। ডিউ[illegible] আর তার লোকরা ওকে কাভার দিতে দ্বিগুণ দ্রুত গুলি করছে। ছাদে উঠে থলেটা নামিয়ে রাখল ও। এখনও বিপদ কাটেনি। ওয়েটস্টোনের যেকয়জন লোক রাস্তায় আড়াল নিয়েছে তারা ওকে লক্ষ্য করে গুলি করছে। থলেটা নিয়ে ক্রল করে ঢালু ছাদ বেয়ে এগিয়ে চলেছে কার্ল। একটু পরই চিমনির কাছে পৌঁছে গেল। চিমনিটা ছাদ ফুঁড়ে দু'ফুট উঠেছে, ধোঁয়া বের হচ্ছে গলগল করে। বৃষ্টি যাতে না পড়ে সেজন্যে চিমনির মাথায় একটা ঢাকনি আছে। রাইফেলের বাঁটের বাড়িতে ওটা খুলে ফেলল কার্ল, ওষুধের থলেটা তুলে মুখ খুলে ঢালতে শুরু করল চিমনির মুখ দিয়ে।

থলে খালি হতেই সরে এলো ও, সিক্সগান বের করে প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকল।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরই কাশি আর গালাগালির আওয়াজ শুনতে পেল ও। স্টোরের কাঁচ ভাঙা জানালা দিয়ে হলদে ধোঁয়া বের হতে শুরু করল। গুঁড়ির ফাঁক দিয়েও ধোঁয়া বের হচ্ছে।

বিকট ঝাঁঝাল গন্ধটা আসতে নাক কুঁচকে উঠল কার্লের। বুঝতে পারছে এই গন্ধ আর ধোঁয়ার মধ্যে থাকতে পারবে না কেউ।

ভাবনাটা শেষ হওয়ার আগেই দড়াম করে খুলে গেল দোকানের দরজা, বেরিয়ে এলো ওরা। শটগান ছুঁড়তে ছুঁড়তে বের হলো, কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কাশছে সবাই, বমি করছে কেউ কেউ। ডিউই আর ম্যাকরেডির লোকদের গুলির তোড়ে দোকানের সামনেই লুটিয়ে পড়ল বেশিরভাগ। মারা যাওয়ার আগে দু'একজন আরও কয়েক পা এগোতে পারল।

লক্ষ করল কার্ল, ওয়েটস্টোন বেরোয়নি। জেনেরও কোন দেখা নেই।

'ডিউই,' গুলি থেমে যেতে চেঁচাল কার্ল, 'ভেতরে আছে জেসন আর জেন।' ছাদ থেকে সাবলীল ভঙ্গিমায় লাফ দিয়ে নামল ও। ডিউই এঁকেবেঁকে দৌড়ে আসছে ওর দিকে। 'না, ডিউই!' চিৎকার করল কার্ল, 'ফিরে যাও!'

দেরি হয়ে গেছে, স্টোরের ভেতরে গর্জে উঠল একটা সিক্সগান। বুক খামচে ধরে রাস্তায় পড়ে গেল ডিউই।

ওয়েটস্টোনের ফাঁপা গলা ভেসে এলো, 'কার্ল, তোমার কুকুরদের সরে যেতে বলো। মেয়েটা আমার সঙ্গে আছে। ওকে নিয়ে বের হচ্ছি আমি। কেউ গুলি করলে মেয়েটাকে মেরে ফেলব।'

দোকানের কোনায় দাঁড়িয়ে আছে কার্ল, দরজা দিয়ে ভলকে ভলকে বের হচ্ছে হলদে ধোঁয়া। 'জেন,' ডাকল কার্ল, 'তুমি কি ভেতরে আছো?'

ভীত স্বরে জবাব দিল জেন, 'আছি। আছি। ও আমাকে ধরে রেখেছে। ঈশ্বরের দোহাই গুলি কোরো না।'

নিচু স্বরে গাল বকল কার্ল, তারপর গলা উঁচিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'ম্যাকরেডি, তোমরা সবাই, শোনো, গুলি করবে না কেউ। ওয়েটস্টোন বাইরে আসছে। সঙ্গে একটা মেয়ে আছে। কেউ গুলি

করলে মেয়েটাকে খুন করবে ও। বুঝতে পারছ? গুলি বন্ধ করো সবাই। কেউ গুলি করলে আমি তাকে নিজের হাতে খুন করব।'

'ঠিক আছে, কার্ল,' ভেতর থেকে বলল জেসন, কাশছে, কিন্তু স্বরে সন্তুষ্টির ছাপ। 'আমি আসছি। বের হ, হারামজাদী ডাইনী!'

দরজা দিয়ে হলদে-সবুজ ধোঁয়া বের হচ্ছে, তার মাঝে আবছা নড়াচড়া দেখা গেল। দোকানের ভেতরে পটপট আওয়াজ করে কাঠ পুড়তে শুরু করেছে। আগুন নেভাতে গিয়ে ওয়েটস্টোনের লোকরা বোধহয় জ্বলন্ত কয়লা ছড়িয়ে দিয়েছিল, আগুন ধরে গেছে দোকানে। আবার ওয়েটস্টোনের গলা পাওয়া গেল।

'কার্ল! কোথায় তুমি! আমি দেখতে পাই এমন জায়গায় এসে দাঁড়াও। রাস্তার ঠিক মাঝখানে।'

দ্বিধা করল কার্ল। জেনের কাঁপা গলা শুনতে পেল। 'কার্ল, প্লীজ! ও আমাকে মেরে ফেলবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কার্ল। 'ঠিক আছে, ওয়েটস্টোন।' কোনা ঘুরে সামনের রাস্তায় চলে এলো ও। এক হাতে ঝুলছে শটগান, আরেক হাতে সিক্সগান। জেসন আর জেনকে দেখতে পেল। জেনকে সামনে ঢালের মতো করে ধরে রেখেছে জেসন, .৪৪ সিক্সগানটা জেনের বুকে তাক করা।

ধোঁয়া থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন, ঠোঁট বাঁকা করে হাসছে জেসন। 'চালাক লোক তুমি, কার্ল। খুবই চালাক। জেনের সঙ্গে কি শর্তে কাজ করছ সেটা আমি জানি। ওই যে ওখানে রাস্তার ওপর মরে পড়ে আছে ডিউই লেন। তোমার হয়ে আমিই খতম করেছি ওকে। জেন বাঁচলে তিরিশ হাজার ডলার পাবে তুমি। কিন্তু আমি যদি না বাঁচি তাহলে জেনও বাঁচবে না, এক পয়সাও পাবে না তুমি আর। বুঝতেই পারছ, আমাকে যেতে দিতে হবে তোমার। একটা স্লেড আর কুকুরও দিতে হবে আমাকে, সার্কেল সিটি থেকে চলে যেতে দিতে হবে। আমার পিছু নেয়া চলবে না।

বিশ মাইল দূরে যাওয়ার পর জেনকে আমি ছেড়ে যাব। সুস্থই থাকবে সে, তোমরা আমার কথা মতো চললে। সেক্ষেত্রে ঠিকই তোমার তিরিশ হাজার ডলার পাবে। কিন্তু একটু যদি বেচাল দেখি তো জেনকে খতম করে দেব। বুঝতে পারছ নিশ্চই যে আমার জীবনের দাম তোমার কাছে তিরিশ হাজার ডলার?'

মনে মনে ভেবে দেখল কার্ল, কতোটা সুযোগ আছে। নেই। শক্ত করে জেনকে ধরে রেখেছে ওয়েটস্টোন। বেহাল অবস্থা জেনের, চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে শরীরে একটুও শক্তি নেই। সুযোগ যদি থাকতোও তাহলেও নিজের চেষ্টায় ছুটতে পারত না জেন। গুলি করতে সাহস পেল না কার্ল। পেছন থেকে গুলি করাও বিপজ্জনক। হয়তো জেসনকে ফুটো করে জেনের গায়ে গিয়ে বিঁধবে।

রাস্তায় কবরস্তানের নিরবতা বিরাজ করছে। 'ঠিক আছে, জেসন,' মুখ খুলল কার্ল, 'তোমার কথাই থাকবে।'

'তা-ই থাকে সবসময়,' হাসল জেসন। 'সার্কেলেই থেকো, কার্ল। আমি যাচ্ছি, কিন্তু ফিরে আসব আবার। তখন আরেকবার তোমার মুখোমুখি হওয়া যাবে।'

'হয়তো,' শুকনো গলায় বলল কার্ল। সবাইকে সতর্ক করতে আবার গলা উঁচু করল। 'নড়বে না কেউ। কেউ গুলি করবে না।'

'হ্যাঁ, এই তো বুঝতে পেরেছ,' বলে জেনকে নিয়ে সামনে বাড়ল জেসন, অস্ত্রটা জেনের বুকে তাক করে রেখেছে এখনও। সামনেই ম্যাকরেডির স্লেডটা দেখা যাচ্ছে, সেদিকেই চলেছে সে। হাঁটছে জেন আর জেসন, শ্বাস আটকে ফেলল কার্ল।

'আমার স্লেড নিয়ে যাচ্ছে!' প্রতিবাদের সুরে ম্যাকরেডিকে বলতে শুনল।

দোকানে ভাল মতো ধরে গেছে আগুন। ভোরের ধূসর আলোয় আগুনের লালচে আভা অপার্থিব লাগছে দেখতে। সেই আভায়

ডিউইয়ের পড়ে থাকা দেহ দেখা যাচ্ছে। রাস্তার মাঝখানে রক্তের পুকুরে পড়ে আছে।

চোখের কোণে দেখল কার্ল, একটু নড়ে উঠেছে ডিউই। ওয়েটস্টোনের চোখ বারবার কার্ল, ম্যাকরেডি আর স্লেডের ওপর ঘুরছে। রাস্তায় যুদ্ধে নিহত আর আহতদের দেহ পড়ে আছে। দু'একজন এখনও ব্যথায় কাতরে শরীর মোচড়াচ্ছে। ডিউইয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেবার কোন কারণ নেই ওয়েটস্টোনের। খুব ধীরে নড়ছে ডিউই, দেখে মনে হলো তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটছে, আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে পেছনের বরফে রক্তের চিহ্ন রেখে।

চোখ সরিয়ে নিল কার্ল, কোনমতেই ওয়েটস্টোন যাতে টের না পায় কি ঘটতে চলেছে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে ক্রল করছে ডিউই, দোকান থেকে বের হওয়া ধোঁয়া রাস্তার ওপরে পাক খাচ্ছে, সে ধোঁয়ায় ওর শরীর আড়াল পড়ে গেল।

জেনকে শক্ত করে ধরে স্লেডের কাছে চলে গেছে ওয়েটস্টোন। 'কার্ল, অস্ত্র ফেলে দাও। আমার জন্যে একজোড়া স্নো শ্যু নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি!'

উত্তেজনার ছোঁয়া লাগল কার্লের বুকে। বাড়তি সময় পাবে ডিউই। আস্তে করে অস্ত্র ফেলে দিল ও, একটা লাশের পা থেকে ধীরেসুস্থে খুলতে শুরু করল স্নো শ্যু। খোলা হলে ওয়েটস্টোনের দিকে পা বাড়াল, ধীর পায়ে হাঁটছে।

'তাড়াতাড়ি!' অধৈর্য গলায় বলল জেসন। 'সারাদিন পড়ে নেই আমার সামনে।'

'সত্যি নেই,' জেসনের পেছন থেকে বলল একটা স্বর। ডিউইয়ের হাতে চকচকে একটা ছোরা দেখতে পেল কার্ল। জেসন গুলি করল, কিন্তু আগেই মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডিউই, সে

যেখানে ছিল ঠিক সেখানের বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল জেসনের বুলেট। লাফ দিয়ে দাঁড়াল ডিউই, পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেসনের ওপর। ঝিলিক দিয়ে উঠল ছোরার ফলা। মনে হলো মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল অনেক কিছু।

চিৎকার করে উঠল জেসন। ওই একই মুহূর্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল জেন, স্লেডের ওপারে গিয়ে আড়াল নিয়ে শুয়ে পড়ল বরফের ওপর। জেসনও পড়ে গেছে। তার ওপর চড়ে বসল ডিউই। আবার আতঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল জেসন। বারবার উঠছে নামছে ডিউইয়ের হাতের ছোরা।

ডিউইয়ের ঘৃণা মিশ্রিত স্বর শুনতে পাচ্ছে ওরা। 'এটা গ্র্যানিট উপত্যকায় আমাকে ফেলে আসার জন্যে। এটা আমাকে খুন করার চেষ্টার জন্যে। এটা আমার জীবন থেকে মূল্যবান সময় কেড়ে নেয়ার জন্যে। বরফে জমে যাওয়ার জন্যে, না খেয়ে থাকার জন্যে...'

থামছে না ডিউই, পাগলের মতো ছোরা বসিয়ে যাচ্ছে জেসনের বুকে। কিমা করে ফেলেছে সে লোকটার বুক। অনেক আগেই নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে জেসনের।

এতোক্ষণে হুঁশ ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে জেন, জেসনের বুকের ওপর বসে থাকা ডিউইয়ের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাল। এখনও ছোরা বসিয়ে চলেছে সে জেসনের বুকে।

'ডিউই!' ডাকল জেন পা বাড়িয়ে, 'ডিউই, শুনছ? মারা গেছে লোকটা। ডিউই, ও মারা গেছে।'

আরও কিছুক্ষণ পর থামল ডিউই, রক্তাক্ত চেহারা, পাশে দাঁড়ানো জেনের দিকে তাকাল। এগোল কার্ল। ডিউই ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। ততোক্ষণে জেসনের লাশ বিকৃত হয়ে গেছে।

'ঠিক আছে,' দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে বলল ডিউই। 'সব শেষ।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' ফিসফিস করে বলল জেন। ডিউইয়ের

হাত ধরল। 'কতোদিন পর দেখা হলো, ডিউই! কি যে ভাল লাগছে।' জড়িয়ে ধরল ডিউইকে।

একটু মুহূর্ত জেনকে ধরে থাকতে দিল ডিউই, তারপর ছোরাটা খাপে পুরল, প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল জেনকে। ঘৃণায় জ্বলছে চোখ জোড়া। 'দূর হও, ডাইনী কোথাকার!'

তাল সামলাতে না পেরে রাস্তায় চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল জেন। উঠে বসল। কেঁপে গেল গলা। 'ডিউই, আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন...'

জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ডিউই, টলছে। পার্কায় রক্তের ছোপ। ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোমাকে চাই না।' এবার গলা চড়াল। 'বেলা! বেলা! কোথায় তুমি?'

এতোক্ষণে হুঁশ ফিরল বেলার, দৌড়ে এসে ডিউইকে জড়িয়ে ধরল। 'এই যে আমি, ডিউই, এই যে আমি।'

আস্তে করে বেলার ঠোঁটে চুমু খেল ডিউই, ওকে ধরে এগোল ধীর পায়ে। ফেকাসে চেহারায় পেছন থেকে তাকিয়ে থাকল অপমানিত জেন।

দশ

পরপর দুটো ড্রিঙ্ক নিল কার্ল। কেবিনের ভেতরটা গরম হয়ে উঠেছে আগুনের তাপে। কার্লের মনে হলো বরফের মাঠে ওকে ফেলে আসার স্মৃতি সুদুর অতীতের।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে জেন, ফিসফিস করল, 'কি ঘটছে

এসব, কার্ল? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোমাকে এতো গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?'

আরও একটা ড্রিঙ্ক নিল কার্ল, বোতলটা ঠকাস করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। বিরক্তিতে বাঁকা হয়ে গেল ওর ঠোঁট। বলল, 'তুমি জানো কতোজন ভাল মানুষ আজকে মারা গেছে কারণ তুমি আমার নির্দেশ মেনে চলোনি?'

ফেকাসে হয়ে গেল জেনের মুখ। কি যেন বলতে চাইল, তারপর বলল না।

বোতলটা মুখে তুলে চুমুক দিল কার্ল। বাইরে এখনও কাজ করছে মানুষ, বরফে জমে যাওয়া লাশ তুলে তুলে কর্ডউডের মতো জড়ো করছে খালি কেবিনে। আহতদের ফার্স্টএইড দেয়া হয়েছে। ডিউই লেনকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে ডাক্তারের কেবিনে, কার্ল নিজে তার ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে, সেরে উঠতে বেশি দেরি হবে না। বেলা ডিউইর সেবার ভার নিয়েছে। জানপ্রাণ দিয়ে খাটছে মেয়েটা।

টেবিলের ওপাশ থেকে জ্বলন্ত চোখে জেনকে দেখল কার্ল। 'ডিউইকে খুঁজতে বাইরে যেতে হয়েছিল আমাকে। নিজের সময়ে নিজের পন্থায় ওয়েটস্টোনের মোকাবিলা করতাম আমি। ডিউইকে দিয়ে ফাঁদ পেতে ওয়েটস্টোনকে ধরতাম। কিন্তু না, যেই আমি বাইরে গেলাম অমনি নির্দেশ অমান্য করলে তুমি। তোমার প্যান্টি এতোই গরম হয়ে গেল যে জেসনের কাছে যেতে হলো ঠাণ্ডা করতে, তাই না? আমি, ডিউই আর বেলা যখন তোমাকে ওয়েটস্টোনের হাত থেকে বাঁচাতে লোক সংগ্রহ করছি তখন নিশ্চই সময়টা তোমার আনন্দে কেটেছে?'

মাথা নাড়ল জেন। 'কার্ল, আমি জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম জেসনকে আমি বশ করতে পারব। মনে হয়েছিল...'

'মনে হয়েছিল!' ছোটখাটো একটা গর্জন ছাড়ল কার্ল, 'বশ

করতে পারবে? কি মনে করেছিলে, জেসন ওয়েটস্টোন তোমার হলিউডের কোন অভিনেতা? নাটক মনে করেছিলে সবকিছু? বাইরে যে লোকগুলো মরে পড়ে আছে তারা কি নাটক শেষে উঠে আসবে আবার? তোমার ছিনালির কারণে মারা গেছে ওরা।' উঠে দাঁড়াল কার্ল, রাগে থমথম করছে মুখ। হাত তুলল চড় মারার জন্যে, তারপর কি মনে হতে হাত নামিয়ে নিল।

'ডিউই তোমাকে চায়নি বলে ওকে আমি দোষ দিতে পারছি না। সিকি মিলিয়ন ডলার দিয়ে ও তোমার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বেলাকে বিয়ে করতে চায় তাতে আমি বিন্দুমাত্র অবাক হইনি। পুরোটা তোমাকে দিয়ে দিতেও বোধহয় আপত্তি করত না ডিউই। এখানে এসেছিলে তুমি ওর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে পুরো সম্পত্তি দখল করতে। তারপর ও যখন তোমাকে বাঁচাল, তুমি বুঝতে পারলে ওর ভেতরে ইস্পাত আছে, তখন ঢলে পড়তে চাইলে ওর গায়ে আশা করলে সব ভুলে ও তোমাকে নেবে।' ঘৃণায় মেঝেতে থুতু ফেলল কার্ল। বোতলটা তুলে নিয়ে দীঘ চুমুক দিল।

বড় করে শ্বাস টানায় বডিসের নিচে ফুলে উঠল জেনের বুক। গোসল করেছে জেন, চুল আঁচড়েছে, মেকআপ নিতেও ভোলেনি। চমৎকার লাগছে তাকে দেখতে। এই সামান্য আগেও অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিল সে। কার্ল রেগেছে মেয়েলোকটার দম্ভোক্তি শুনে।

জেন বলছিল: 'সব ঠিকই আছে। বেলা ওর সেবা করুক যতো পারে। আমি যখন চাইব তখনই বেলাকে ফেলে আমার পেছনে ছুটবে ডিউই। বেলার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

আর বিরক্তি সহ্য করতে পারেনি কার্ল, রাগ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে।

কার্ল চুপ করে আছে দেখে জেনের সাহস ফিরে এলো। চিবুক উঁচু করে বলল, 'তোমার তো অসুবিধের কোন কারণ দেখছি না। তিরিশ হাজার ডলারের বাকিটা পেয়ে যাবে শীঘ্রি। আগামী কাল

যদি আমরা নোমের দিকে রওনা হই তাহলে বেশিদিন লাগবে না তোমার বড়লোক হয়ে যেতে।'

শীতল হাসল কার্ল। 'আমরা আপাতত নোমের দিকে যাচ্ছি না।'

'কেন?' চোখ বড় বড় করে তাকাল জেন। 'এখানে তোমাদের কাজ শেষ।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুক টানটান করে। 'ইচ্ছে করলে বেলা মেয়েলোকটা ডিউইকে পেতে পারে, আমার কোন অসুবিধে নেই। চার বছর আমি ডিউইকে ছাড়া কাটিয়েছি, বাকি জীবনও পারব। ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। জানি পৌঁছোতে দেরি হবে, সেজন্যে আগেই রওনা হওয়া দর...'

জেনের কথা থেমে গেল কার্লকে শীতল হাসতে দেখে।

'রওনা হচ্ছি না আমরা,' বলল কার্ল।

'কেন?'

এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল কার্ল। বাইরে আবার তুষারপাত শুরু হয়েছে। বাতাস হইছে উন্মাতাল। আকাশ মেঘে কালো। আবার আসছে ভয়ঙ্কর তুষারঝড়। 'বাইরেটা দেখেছ? নোম এখান থেকে অনেক দূরে। শীতের সবচেয়ে খারাপ সময়ে বাইরে বের হতে রাজি নই আমি।'

'কিন্তু যেতে হবে আমাকে।' চোখ জোড়া জ্বলে উঠল জেনের।

'বরফ গলে যাবার পর ইউকন কুইন যখন ঘাটে ভিড়বে তখন ওটাতে করে নোমে যাব আমরা। তার আগে পর্যন্ত শীতটা এখানে এই কেবিনেই কাটাতে হবে।'

'কক্ষণও না।' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল জেন।

বাতাসের বিপরীতে দরজাটা বন্ধ করল কার্ল, ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'তোমার বোকামির জন্যে অনেক ভাল মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সত্যিকারের মেয়েমানুষ হতে হলে বহু কিছু শিখতে হবে তোমাকে। সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ শীত। তোমাকে শেখাবার

যথেষ্ট সময় পাব আমি।'

পরস্পরের চোখে তাকিয়ে আছে ওরা। কার্লের ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সামনে ফেকাসে হয়ে গেল জেনের চেহারা। পিছাল সে। অস্ফুট স্বরে বলল, 'না!'

'হ্যাঁ,' কর্কশ স্বরে বলল কার্ল, পা বাড়াল জেনের দিকে। টেবিল পার হওয়ার আগেই লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল।

কেবিনে ফায়ারপ্লেসের আভা। বাইরে গর্জন করছে বাতাস। তুষার পড়ছে পেজা তুলোর মতো। কেবিনের ভেতরেও ঝড় উঠল, থামল প্রায় এক ঘণ্টা পর।

নিরবতা ভেঙে অস্ফুট স্বরে জেন বলল, 'ইস্, কার্ল, আলাস্কার শীত যদি কখনও শেষ না হতো!'

***

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

রাসেল

১১৩, মুহসীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি সেবা'র অনুবাদ ও ওয়েস্টার্নের খুব ভক্ত। বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন আমার কাছে নেশার মত। কিছুদিন আগে আপনাদের হেড-অফিসে গিয়ে লট থেকে বেশ কিছু বই কিনে এনেছি। কিন্তু অনেক খুঁজেও পছন্দের কিছু ওয়েস্টার্ন পেলাম না। বইগুলো হচ্ছে: বাথান, ঘেরাও, কাঁটাতারের বেড়া, মীমাংসা, ফেরা ইত্যাদি। ওগুলো কি আপনাদের স্টকে নেই? না থাকলে কি রিপ্রিন্ট করবেন?

ইদানীং শওকত হোসেন দেখছি অন্য প্রকাশনী থেকে বই বের করছেন। তাকে কি সেবায় ফিরিয়ে আনা যায় না?

* বইগুলো যদি লটের মধ্যে কখনও চোখে পড়ে, তাহলে আপনার জন্যে তুলে রেখে সেলস থেকে আপনাকে খবর দেয়া হবে। তবে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। অসংখ্য বইয়ের মধ্যে কোথায় কোনটা নাক গুঁজে আছে, খুঁজে পাওয়া মুশকিল। রিপ্রিন্ট হবে, কিন্তু কবে হবে তা বলা মুশকিল। ...হ্যাঁ, সুলেখক শওকত হোসেন ভিন্ন প্রকাশনী থেকে লিখছেন। এটা লেখকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। বই তো আপনারা পাচ্ছেনই, ওঁকে ওখান থেকে সরিয়ে আনার যুক্তি কোথায়?

আতিয়া খান এ্যানি

বন্ধন জি/১২, খাসদবীর, সিলেট।

'অপবাদ' বইটি ভাল হয়েছে। সুস্ময় আচার্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে, অর্থাৎ ওয়েস্টার্ন ভক্তদেরকে একটি সুন্দর ও ভাল বই উপহার দেয়ার জন্য। আমার ধারণা অপবাদ ওঁর লেখা প্রথম বই। আর প্রথম বইয়েই উনি

চমৎকার লিখেছেন। তবে শো-ডাউনের সময়ে ম্যাট খুব সহজেই জিতে গেছে। ম্যাট যদি আরও ফাস্ট হতো, আর তার শত্রুরাও যদি তার মত ফাস্ট হতো তাহলে আরও জমত।

আমার প্রিয় লেখকরা হচ্ছেন কাজি মাহবুব হোসেন, কাজী মায়মুর হোসেন ও গোলাম মাওলা নঈম। তস্কর বইটি ভাল হয়েছে। বেনন থাকলে অবশ্য আমার আরও ভাল লাগত। কারণ আমি বেনন আর এরফানকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি।

সুস্ময় আচার্য সুমনকে অপবাদ বইয়ের জন্য অপবাদ দেয়া যায় না। সত্যিই বইটি ভাল হয়েছে। ওঁর পরবর্তী ওয়েস্টার্ন আরও ভাল হবে এটাই কামনা করি। সবাইকে ভালবাসা ও সালাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

আমি পত্রমিতালীতে আগ্রহী।

* পূর্ণ ঠিকানা ছেপে দেয়া হলো। অপবাদ ভাল লেগেছে জেনে আমরা সবাই খুশি। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

এম. শান-ই-আলম মিষ্টি

স্টেশন রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০

আমি সেবা প্রকাশনীর একজন নিয়মিত পাঠিকা। 'সেই এরফান' ও 'সীমান্তে বিরোধ' বই দুটি খুব ভাল লেগেছে। সেই এরফান বইটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ। 'তাসের খেলা'র পর আর তিন গোয়েন্দা পাচ্ছি না। আগামী তিন গোয়েন্দা কবে আসছে জানাবেন। পরীক্ষা শেষ তাই বেশ কিছু সেবা'র বই এক সাথে কিনতে চাই। দয়া করে একটি ক্যাটালগ ও একটি মূল্যতালিকা আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন।

* ক্যাটালগ ছাপা নেই। মূল্যতালিকা পাঠিয়ে দেয়া হলো। তিন গোয়েন্দার 'মহাকাশে কিশোর' বেরিয়ে গেছে ২-৬-'০২ তারিখে।...'সেই এরফান' ও 'সীমান্তে বিরোধ' ভাল লেগেছে জেনে ভাল লাগল।...ধন্যবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দিলাম।

খুরশীদ আলম চন্দন

২২ (৫ম তলা), কবি জসিমউদ্দীন রোড, উত্তর কমলাপুর, ঢাকা।

প্রথমেই সেবা'র অসাধারণ সব লেখক ও অগণিত ভক্তদের আমার অশেষ প্রীতি ও ভালবাসা। আমি নটরডেম কলেজে পড়ি। সেবা'র ওয়েস্টার্ন, তিন গোয়েন্দা, মাসুদ রানা ও জুল ভার্নের আমি একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। আমি এ-পর্যন্ত সেবা'র প্রায় তিনশোর মত বই পড়েছি।

সম্প্রতি মাসুদ রানার 'সাক্ষাৎ শয়তান', 'পালাবে কোথায়' এবং ওয়েস্টার্ন 'সেই এরফান' পড়লাম। রানার এই চমৎকার বই দুটির জন্য কাজীদা'কে ধন্যবাদ। আর এরফানকে আবার ফিরিয়ে আনায় সত্যিই আমি খুবই খুশি। মাহবুব ভাইকে এজন্য ধন্যবাদ। ব্যাপার কি কাজীদা', নঈম ভাই আর ওয়েস্টার্ন লিখছেন না কেন? অনুরোধ করছি, পুরনো ওয়েস্টার্নগুলো তাড়াতাড়ি রিপ্রিন্ট

করুন। আর মায়মুর ভাইয়ের 'দুর্জয় পশ্চিম' (রক বেননকে নিয়ে লেখা) বইটির স্টক তো শেষ। ওটার রিপ্রিন্টের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করব? আর একটি কথা: আমি মাসুদ রানার 'আমি সোহানা' বইটি কেনার পর দেখলাম এটায় একটা ফর্মা নেই। এখন আমি কি করব?

* বইটি আমাদের এখানে পাঠাতে হবে। আমরা দেখব, বাঁধাইয়ের দোষে খুঁতটা হয়েছে, না কি অন্য কিছু। বাইন্ডিঙের গোলমাল হয়ে থাকলে বইটি বদলে ভাল একটি বই দেয়া হবে। ...রানা ও ওয়েস্টার্ন ভাল লাগছে জেনে আমরা আনন্দিত। ...এই তো, নঈম ভাইয়ের বই বেরিয়ে গেল কদিন আগেই ।

জাসিম হোসেন

নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আমি সেবা প্রকাশনীর একজন নিয়মিত পাঠক। সেবার সাথে আমার পরিবারের সম্পর্ক খুবই গভীর। আমার বাবা আপনার লেখা কুয়াশা সিরিজের বই সেই ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে পড়ছেন, তখন নাকি একটা বইয়ের দাম ছিল চার আনা। সত্যিই অবাক লাগে শুনতে। বাবা এখনও মাসুদ রানা, ওয়েস্টার্ন ও রহস্যপত্রিকা নিয়মিত পড়েন। আমি অবশ্য ওয়েস্টার্নের ভক্ত। ১৯৯৬ সালে, ক্লাস ফোর থেকে আমি ওয়েস্টার্ন পড়া শুরু করেছি। এখনও আমি নিয়মিত ওয়েস্টার্ন পাঠক। আমার ভাই-বোনেরাও সেবা প্রকাশনীর ভক্ত। তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক কত গভীর।

অনেকদিন পর মাহবুব আঙ্কেলের লেখা 'সেই এরফান' বইটাতে সেই পুরনো ওয়েস্টার্নের আমেজ খুঁজে পেলাম। বইটা সত্যিই দারুণ। কিন্তু বইটাতে প্রচুর বানান ভুল রয়েছে। আমার প্রিয় প্রকাশনীর বইতে এটা কিছুতেই কাম্য নয়। আর আমিও মোঃ রাসমুনের সাথে একমত, স্লোন পরিবারকে নিয়ে মাহবুব আঙ্কেলের লেখা আরও বই চাই। মাহবুব আঙ্কেল ও মায়মুর সাহেব আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক।

আমার একটা প্রশ্ন: আমেরিকা থেকে আপনার প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করার কি কোন উপায় আছে? আর আমি আপনার অটোগ্রাফ চাই। আমি ও'লেভেল পরীক্ষার্থী, দোয়া করবেন।

* পড়ছ ও'লেভেলে, আর লিখছ নির্ভুল বানানে চমৎকার বাংলা—তোমাকে ধন্যবাদ। তোমরা সবাই সেবা'র বই পড় জেনে আমার খুবই ভাল লাগল। তোমার আব্বা হয়তো ভুলে গেছেন, দাম চার আনা আসলে ছিল না; আমরা কুয়াশা শুরু করি এক টাকা দামে। তোমার আব্বাকে বিশেষ ভাবে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবে। আমেরিকা থেকে আমাদের বই নিতে হলে ডাক খরচ পড়ে যায় অনেক বেশি। অবশ্য আমেরিকার দুই ডলার তো ওখানে আমাদের দুই টাকার মতই প্রায়। হ্যাঁ, আমরা অনেককেই বই পাঠাই ওখানে। তুমিও পাবে। আমার দোয়া রইল।